বাংলাবুক.অর্গ

আমসূত্র

ইন্দ্রনীল সান্যাল

গয়নার ফ্যাশন ফোটোশুটের সময় খুন হলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী দেবী। সর্বভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'এজেন্সি'র কর্ণধার সুনীল সেনের হয়ে তদন্তে নামে ভাগনি তিতির, আর সহকারী রাজা চৌধুরী। রুরিক্স কিউব সমাধানের কায়দায় তদন্তের পরতে পরতে ঝলসে ওঠে ছ'টি অপরিচিত সারফেস। বিনোদিনী হত্যা রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে বহুমাত্রিক ফ্যাশন জগতের এক ঝলক দেখে ফেলেন পাঠকও।

www.BanglaBook.org

আ ন ন্দ ন ভে লা

আমসূত্র

ইন্দ্রনীল সান্যাল

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আ ন ন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ সৌভিক রায়
© ইন্দ্রনীল সান্যাল

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-077-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

AMSUTRA
[Novel]
by
Indranil Sanyal
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

১০০ ০০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আমার ভাইঝি তিতির, ওরফে পৃথা সান্যালকে
এই উপন্যাসের তিতির চরিত্রের সঙ্গে যার খুব মিল।

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সাফল্য এবং শত্রুতা সমানুপাতিক। কেউ সাফল্য পেলে তার শত্রুর সংখ্যা বাড়ে। শত্রু যত বাড়ে, তত বাড়ে তাদের আক্রমণের আশঙ্কা। পাশাপাশি বাড়ে মৃত্যুর আশঙ্কাও। এই যুক্তিক্রম মেনে এগোলে, সাফল্য এবং মৃত্যুচেতনা একই মুদ্রার দুটি পিঠ। সাফল্যের চুড়োয় পৌঁছে মানুষ দেখতে পায়, সেখানে 'মৃত্যু' নামক দাঁড়কাকটি বসে রয়েছে।

সুপারস্টার বিনোদিনীর পাহাড়ে চড়ার শুরু সতেরো বছর বয়সে। সবার আগে শীর্ষে পৌঁছোতে গেলে শুধু মেধায় হয় না, শুধু পরিশ্রমে হয় না, 'মুকদ্দর কা সিকন্দর' হলে হয় না, সঙ্গে লাগে কিলার ইনস্টিংক্ট। ব্যক্তিগত সম্পর্ককে মুনাফায় পরিণত করা, চেনা পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে উন্নততর পরিবেশে পৌঁছোনো, আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের টেনে-হিঁচড়ে ল্যাং মেরে ব্যর্থতার খাদে ছুড়ে ফেলে না দিলে সুপার-স্টারডম পাওয়া যায় না। বিনোদিনীও পাননি। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে পৌঁছেও তাঁর ডিকশনারিতে 'সেকেন্ড বেস্ট' বলে কোনও শব্দবন্ধ নেই।

নাকের ডগাটা চুলকোচ্ছে। সেই ইচ্ছে দমন করলেন বিনোদিনী। এখন মুখে হাত দিলে প্রসাধন নষ্ট হয়ে যাবে। স্পটলাইটের গোলাকার বৃত্তে প্রবেশ করলেন তিনি। এ তাঁর নিজের জায়গা। এখানেই তিনি সবচেয়ে কমফর্টেবল। তিনি এখানেই বিলং করেন।

কিন্তু আজ যেন অন্যরকম লাগছে। একটু অস্বস্তি হচ্ছে। একটু? না অনেকটা? নাকের চুলকুনি বাড়ছে! বিশ্রী একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে নাক থেকে সারা মুখে, গলায়, দু'হাতে, বুকে। চোখ কড়কড় করছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তাঁর মেকআপ খারাপ হয়ে যাচ্ছে! বিনোদিনীর পুরো কেরিয়ারগ্রাফে এরকম আনপ্রফেশন্যাল ঘটনা

কখনও ঘটেনি। এখনই টিসুপেপার লাগবে। হাত তুললেন তিনি। গলার ভিতরটা খসখস করছে, জলতেষ্টা পাচ্ছে খুব।

হাত উঠছে না! কী হল মহানায়িকার? কেন এত ঘাম হচ্ছে? কেন তাঁর বুক ধড়ফড় করছে? কেন পা দুটোকে মনে হচ্ছে ন্যাকড়ার তৈরি? আবার হাত তোলার চেষ্টা করলেন তিনি। পারলেন না। মেঝেয় বসে পড়ে সামনের দিকে তাকালেন। কারা যেন স্লো মোশনে আসছে। দূর থেকে চোখ ফোকাস করল কাছে। হাতের ত্বকে। মোম-মসৃণ মোলায়েম ত্বকে, প্রসাধন ছাপিয়ে, দাগড়া দাগড়া র‍্যাশ ফুটে উঠছে। লাল... বিজগুড়ি বিজগুড়ি...

চোখের ফোকাস বদলে বিনোদিনী দেখলেন তাঁকে ঘিরে একদল মানুষের উদ্বিগ্ন মুখ। সবাইকে তিনি চেনেন। কিন্তু এই মুহূর্তে কারও নাম মনে পড়ছে না!

মুখগুলো আউট অব ফোকাস হয়ে গেল। তাঁর চোখ কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে, তিনি আর দেখতে পাচ্ছেন না!

কান এখনও কাজ করছে। বিনোদিনী শুনতে পেলেন ফোনে কে যেন ডাক্তারবাবুকে ডাকছে, ঘরের দরজা খুলে কে যেন স্ট্রেচারের জন্য চিৎকার করছে, সিকিয়োরিটির বুটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে... আর, এসবের মধ্যেই কোথাও একটা দাঁড়কাক ডাকছে!

দর্শনের পরই চলে গেল শ্রবণের অনুভূতি।

বেদনার বোধ কি যাবে না? সারা শরীর জুড়ে হুল ফোটাচ্ছে অজস্র কাঁকড়াবিছে! চোখ কুরে কুরে খাচ্ছে একরাশ পিঁপড়ে, গলা পেঁচিয়ে ধরেছে ময়াল সাপ...

কে যেন একটা ইঞ্জেকশন দিল তাঁকে। একটা? না দুটো? না তিনটে? না অনেকগুলো? কে জানে! ছুঁচ ফোটানোর শেষে মিলিয়ে গেল বেদনার অনুভূতি। বিনোদিনীর চোখে-মুখে নেমে এল প্রশান্তি। মারা যাওয়ার আগে তিনি বললেন, "আম... আম... আমিই দায়ী!" ব্যস! আর কিছু নয়।

BanglaBook.org

॥ ১ ॥

"এ কী? গোয়েন্দা রিটায়ার্ড হার্ট?" ড্রইংরুমে ঢুকে প্রশ্ন করল তুষার।

তুষার বর্মন পূর্ব কলকাতার একটি থানার অফিসার ইনচার্জ। থাকে চিৎপুরে 'প্ল্যাসি অ্যাপার্টমেন্ট'-এ। গোয়েন্দা সুনীল সেনকে পেশার খাতিরে চেনে।

তুষারের ডোরবেল শুনে দরজা খুলে দিয়েছে তিতির। সুনীল সেন তিতিরের ছোটমামু। সুনীলের চেহারা খুব ইনসিগ্‌নিফিক্যান্ট। মাঝারি উচ্চতা, মাঝারি গায়ের রং, মাঝারি গড়ন। ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়বে না। মাঝারি চেহারার এই ছোটমামু 'এজেন্সি' নামের একটি সর্বভারতীয় সংস্থার কর্ণধার। এজেন্সি আসলে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি। সারা ভারতে বারোটা শাখা আছে। তিতিরের বাবা ব্রতীন সেনগুপ্ত এই স্কুলটির একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার। তাঁর সাবজেক্ট সাইবার ক্রাইম।

এজেন্সির ইস্টার্ন রিজিয়নের অপারেশন্‌স হেড-এর নাম উইলিয়াম শাজাহান চৌধুরী। ছ'ফুটের ওপর লম্বা, দশাসই চেহারা, পরনে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, সব সময়ই ধূসর রঙের সাফারি। অতবড় নামটা শুধু এজেন্সির ভিজ়িটিং কার্ডে ব্যবহার করা হয়। তিতিরের কাছে সে রাজাদা। সুনীল ও শিউলির কাছে রাজা। রাজা বিপত্নীক। থাকে ক্যামাক স্ট্রিটের একটা ফ্ল্যাটে। সুনীল কলকাতায় এলে সে চলে আসে 'আকাশলীনা'-য়।

বর্ধমান রোডের বহুতল আকাশলীনার এগারো এবং বারোতলা জুড়ে শিল্পপতি ব্রতীন সেনগুপ্তর ডুপ্লে। ব্রতীন চাকরি করত আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে। মিড্‌ল ম্যানেজমেন্ট পোস্ট থেকে রিজ়াইন করে সে ফিরে এসেছে কলকাতায়, সল্ট লেকের সেক্টর ফাইভে খুলেছে একটি হার্ড ও সফ্‌টওয়্যার প্রস্তুতকারী সংস্থা, 'চিপ্‌স অ্যান্ড বাইট্‌স', ওরফে 'সি অ্যান্ড বি'।

ব্রতীনের স্ত্রী শিউলি। যমজ পুত্রকন্যার নাম রণ এবং ঋণী।

BanglaBook.org

ডাকনাম তাতার এবং তিতির। ব্রতীন বলে, তাতার সেনা যুদ্ধ করে। আর তিতির পাখিকে সে কয়েক বছরের জন্য ঋণ নিয়েছে, বড় হলেই বিয়ে করে পাখি ফুড়ুৎ!

আমেরিকা থেকে ব্রতীনের সপরিবার ফিরে আসার পিছনে একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, তাতার-তিতির বড় হচ্ছে। এবার ওরা ডেটিং শুরু করবে। যে-কোনওদিন একটা আফ্রো-আমেরিকান বা চাইনিজের সঙ্গে ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেবে। সে দৃশ্য ব্রতীন ও শিউলি সহ্য করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, শিউলির তরফে ফেরার তাড়া। 'নন রেসপন্সিবল ইন্ডিয়ান' উপাধি সে কখনও মেনে নেয়নি। শরীরটা সিলিকন ভ্যালিতে থাকলেও তার মন পড়ে থাকত কলকাতা শহরে। ব্রতীনকে সহকর্মীরা 'প্রোটিন' বলে ডাকত। শুনে শিউলি নাক কুঁচকে বলত, "এদের জিভের আড় ভাঙেনি!"

ওরা শিউলি বলতে পারত না। 'উলি' বা 'বুলি' বলে ডাকত। কোনও মানে হয়? এর মধ্যে ব্রতীনের বাবা-মা মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় তাঁদের কাছে থাকতে না পারার বেদনা ব্রতীনের কখনও যাবে না।

অন্তিম কারণটা খুব প্র্যাকটিক্যাল। ব্রতীন এবং শিউলি মিলে যে পরিমাণ ডলার জমিয়েছে, তা দিয়ে পরের তিনপুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটাতে পারে। আমেরিকার জীবন ব্রেক-নেক স্পিডে চলে। অফিস থেকে ফিরে বাড়ির সমস্ত কাজ নিজেকে করতে হয়। দেশে ফেরা মানে তা থেকে মুক্তি। দেশে ফিরলে সেখানকার শ্রেষ্ঠ বিলাসব্যসন হাতের মুঠোয়, অতএব, মন চলো নিজ নিকেতনে!

ব্রতীন কলকাতায় ফিরল এবং পায়ের উপর পা তুলে জীবন কাটানোর বদলে খুলে ফেলল 'সি অ্যান্ড বি'। কোম্পানি রমরমিয়ে চলছে।

রণ এবং ঋণীর নামকরণের পিছনে ব্রতীন আমেরিকার অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছিল। এমন নাম দিতে হবে, যা একই সঙ্গে শব্দার্থে বাঙালি এবং উচ্চারণে আন্তর্জাতিক। রণ বা ঋণীকে কেউ ওদেশের স্কুলে উলটোপালটা উচ্চারণে ডাকত না।

BanglaBook.org

রণ কলকাতা থেকে বারো ক্লাস পাশ করে, 'স্যাট' পরীক্ষায় একশো শতাংশ স্কোর করে আবার আমেরিকায় পড়তে চলে গিয়েছে। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে। তিতির সদ্য গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে। আজ নভেম্বর মাসের পনেরো তারিখ। রবিবার। আগামীকাল এবং পরশু দু'দিন বাংলা বন্‌ধ। একদিন শাসক ও অন্যদিন বিরোধী গোষ্ঠী ডেকেছে। গতকাল সন্ধেবেলা হঠাৎ ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এই ওয়াইল্ড ক্যাট স্ট্রাইকের খবর। গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। সকালে জমিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। সুনীল বসার ঘরের সোফায় বসে টিভি দেখছে। পা দুটো সামনের টেবিলে সোজা করে রাখা। সারা শরীর শালে মোড়া। দুটো পা কম্বলে ঢাকা। সোফার হাতলে রাখা চায়ের কাপ থেকে মৃদু ধোঁয়া উঠছে। সুনীল মাঝে মাঝে শালের ভিতর থেকে হাত বের করে চায়ের কাপ তুলে নিঃশব্দে চুমুক দিচ্ছে। তারপর প্লেটে কাপ রেখে,"বাপ রে, কী ঠান্ডা!" বলে হাত শালের মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। পাশে বসে রাজা। তুষারকে ঢুকতে দেখে সুনীল বলল, "এসো ব্রাদার।"

তুষার সুনীলের অন্য পাশে বসে বলল, "কী করে হল?"

"আর বোলো না। কাল বৃষ্টির মধ্যে ইভনিং ওয়াক সেরে সিগারেট কিনে ফিরছি, এমন সময়ে ষণ্ডামতো একটা লোক আউট অব দ্য ব্লু হাজির হয়ে মারল লাঠির এক বাড়ি! আমি পড়ে যেতেই পার্স কেড়ে নিয়ে চম্পট। প্রিটি প্রফেশন্যাল জব।"

"প্রিটি নয়, বল পেটি প্রফেশন্যাল," তুষারের জন্য এক কাপ চা এনে শিউলি বলল, "ওই রাত্তিরে, বৃষ্টির মধ্যে অর্থোপিডিশিয়ানের কাছে যাও, পায়ের এক্স-রে করাও, প্লাস্টার করাও... হাজার ঝামেলা।"

চায়ে চুমুক দিয়ে, সুনীলের ডান পায়ে হাত রেখে তুষার বলল, "এখন কি তা হলে বেডরেস্ট?"

"ডাক্তারের ভাষায় কমপ্লিট ইমমোবিলাইজেশন! ডান পায়ের শিনবোন গিয়েছে। আগামী দেড় মাস সুনু তোমার কোনও কাজে লাগবে না তুষার," বলল শিউলি, "এই বিপদের সময় ব্রতীনও নেই। বেঙ্গালুরু গিয়েছে। আগামী রবিবার ফিরবে।"

BanglaBook.org

"কপের তা হলে কপাল খারাপ," মুচকি হাসে তুষার।

"'কপ' কথাটা কোথা থেকে এসেছে বল তো তিতির?" জিজ্ঞেস করে সুনীল।

তিতির 'কেলভিন অ্যান্ড হব্‌স'-এর কমিক্‌স পড়ছে। কেলভিন নামে এক বদমাশ বাচ্চা আর তার সফ্‌ট টয় হব্‌স নামের এক কেঁদো বাঘ, এই দু'জনের গপ্‌পো। বিল ওয়াটারসনের আঁকা ও লেখা এই স্ট্রিপ পড়লে হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। কমিক্‌স পড়ার ফাঁকে, সুনীলের প্রশ্ন শুনে ফচকেমি করে তিতির বলল, "যারা কপাকপ ক্রিমিনাল ধরে, তাদের কপ বলে, মানে পুলিশ!"

"ভ্যাট!" আপত্তি করে তুষার, "কনস্টেব্‌ল অফ পেট্রল-এর অ্যাব্রিভিয়েশন সি ও পি। অর্থাৎ কপ।"

"কেউ কেউ অবশ্য বলে 'কপ' কথাটা কপার থেকে এসেছে, অর্থাৎ তামা," মৃদুস্বরে বলে সুনীল, "আমেরিকান পুলিশের ইউনিফর্মে যে এইট পয়েন্টের স্টার থাকে, সেটা তামার তৈরি। এনিওয়ে, বলো তুষার। এই জোড়া বন্‌ধের বাজারে, শীতের সকালে তোমার আগমনের হেতু কী?"

তুষার ফিসফিস করে সুনীলকে বলল, "আপনি একবার বেরোতে পারবেন?"

ফিসফিস করে বললেও কথাটা শিউলির কানে গিয়েছে। সে রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে তেড়ে এল, বাংলায় যাকে বলে 'রণরঙ্গিনী মূর্তি', অবিকল সেইরকম চেহারা! 'রক্ত-জল-করা চাহনি' বলে বাংলায় আর-একটা কথা আছে। সেভাবেই তুষারের দিকে তাকিয়ে শিউলি বলল, "বললাম তো, আগামী দেড়মাস সুনু এই ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোবে না। তুমি বোসো, আমি ফুলকপির শিঙাড়া বানাচ্ছি।"

সুনীল বেরোতে পারবে না শুনে দুঃখ পাবে, না শিঙাড়ার খবরে খুশি হবে, বুঝতে না পেরে তুষার হেসে ফেলল। বলল, "তা হলে আপনার সাহায্য পাওয়া যাবে না? খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাকে ফোন করবেন।"

BanglaBook.org

"ব্যাপারটা আমরা শুনতে পারি?" বলে সুনীল, "আমি রিটায়ার্ড হার্ট হলেও অসুবিধে নেই, কলকাতার কেস রাজা সামলায়।"

"কেসটা এখনও পর্যন্ত মিডিয়া জানতে পারেনি। তবে আর অফ-মিডিয়া থাকবে না, এটা ন্যাশনাল নিউজ় হতে চলেছে, হয়তো ইন্টারন্যাশনাল। ঘটনাটা ঘটেছে আমার থানার আন্ডারে। কপের কপাল সত্যিই খারাপ!" বলে তুষার।

তিতির কমিক্স-এর বই বন্ধ করে ফেলেছে। তার বুক ঢিপঢিপ করছে। নতুন কেস? এমন শাঁসালো একটা ব্যাপার হাত থেকে ফস্‌কে যাবে? ছোটমামুর পা এখনই ভাঙতে হল? ধুস্!

"আহা! কেসটা কী?" বলে সুনীল।

"বাইপাসের ধারের পাঁচতারা হোটেল 'টিউলিপ বেঙ্গল'-এ একটা মার্ডার হয়েছে। সেই ব্যাপারে এসেছিলাম..." আমতা আমতা করে বলে তুষার।

শিউলি একপ্লেট গরম শিঙাড়া টেবিলের উপরে রেখে বলল, "সুনু কিন্তু যাবে না।"

সাদা পোর্সেলিনের প্লেটে শিঙাড়ার পাঁজা রাখা রয়েছে। সোনালি, তিনকোনা, ধোঁয়া উড়ছে। পাশে তিনটে ছোট ছোট পোর্সেলিনের বাটি। একটায় রয়েছে সবুজ ধনেপাতার চাটনি, একটায় লাল টোম্যাটো সস, শেষটায় হলুদ কাসুন্দি। তুষার টপ করে একটা শিঙাড়া নিয়ে ধনেপাতার চাটনিতে ডুবিয়ে মুখে পুরল। তারপর গরমের চোটে হাঁ করে 'উহু-আহা' করতে লাগল। তুষারের কাণ্ড দেখে তিতির খিলখিলিয়ে হাসছে। সুনীল খালি চায়ের কাপ তিতিরের হাতে দিয়ে বলে, "সিঙ্কে রেখে দে।"

"টিউলিপে বেঙ্গল হোটেলে কে খুন হয়েছে তুষার আঙ্কল?" প্রশ্ন করে তিতির।

"তোমাকে সব ব্যাপারে নাক গলাতে হবে না! পড়াশুনো নেই বলে নেচে বেড়াবে, এ আমি হতে দেব না। 'কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড' ম্যাগাজ়িন থেকে তোমাকে কী একটা লিখতে দিয়েছে না? ওটার কাজ কদ্দুর এগোল?" ধমক দেয় শিউলি।

BanglaBook.org

"সেইজন্যই তো জিজ্ঞেস করছি। আমাকে একটা প্রেস কনফারেন্স আর একটা ফ্যাশন শো কভার করতে হবে। টিউলিপ বেঙ্গল হোটেলেই," একটা ইনভিটেশন কার্ড দেখিয়ে বলে তিতির।

"কী ওটা?" জানতে চায় সুনীল। শাল থেকে হাত বের করে সেও একটা শিঙাড়া নিয়েছে।

"আমি কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনটার জন্য মাঝে মাঝে ফ্রিল্যান্স করি। ম্যাগাজিন থেকে ফোন করে কোনও বিষয়ে লিখতে বলে, বা কোনও প্রোগ্রাম কভার করতে বলে। যাদের প্রোগ্রাম, তারা আমন্ত্রণ পাঠায় কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড-এর দপ্তরে। দপ্তর থেকে আমন্ত্রণ পত্রটা আমাকে নিয়ে আসতে হয়। এটা সেই ইনভিটেশন কার্ড, যা দেখিয়ে আমি প্রেস কনফারেন্স আর ফ্যাশন শো অ্যাটেন্ড করব। আমার তো প্রেসকার্ড নেই।"

"ইভেন্ট দুটো কভার করে শ'পাঁচেক শব্দের একটা লেখা জমা দিতে হবে, যেটা ওরা এডিট করে ছাপবে। আর তিতির ম্যাগাজিনের তরফ থেকে সামান্য কিছু সম্মানদক্ষিণা পাবে। এই হল ব্যাপার," আর-একটা শিঙাড়া কাসুন্দিতে ডুবিয়ে বলে রাজা।

"কী নিয়ে প্রেস কনফারেন্স হবে?" জানতে চায় শিউলি।

"'ম্যানগো' নামে একটা আমেরিকান জুয়েলারি হাউস আছে, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। শুরু করেছিল ছেলেদের কাফলিংক্স, কলম, আংটি, ইয়ারস্টাড, এইসব দিয়ে। এখন মেয়েদের গয়না নিয়েও কাজ করছে। ওদের একটা প্রোডাক্ট লঞ্চিং নিয়ে এই প্রেস কনফারেন্স। প্যানেলে ফ্যাশন ডিজ়াইনার, মেকআপ আর্টিস্ট, হেয়ার স্টাইলিস্ট, ফ্যাশন ফোটোগ্রাফার, কোরিয়োগ্রাফার, সবাই থাকবে। আমার এবারের অ্যাসাইনমেন্টটা একটু বড়। শুধু প্রেস কন আর ফ্যাশন শো কভার করাই নয়, এদের ইন্টারভিউও নিতে হবে। কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড থেকে নিউ এজ কেরিয়ার নিয়ে একটা ইসু করছে। প্রথাগত সায়েন্স, আর্টস, কমার্স বা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির বাইরে যেসব কেরিয়ার আছে, সেগুলো নিয়ে। আমাকে এই কেরিয়ারগুলো নিয়ে লিখতে বলেছেন এডিটর," শিউলির প্রশ্নের জবাব দিয়ে পেপার

BanglaBook.org

ন্যাপকিনে হাত মোছে তিতির।

প্লেটে পড়ে থাকা শেষ শিঙাড়া নিয়ে তুষার বলে, "এডিটরকে ফোন করে জানিয়ে দে, প্রেস কন বন্ধ, ফ্যাশন শো-ও বন্ধ," টোম্যাটো সসে শিঙাড়া ডুবিয়ে মুখে পোরার আগে কী ভেবে বলে, "থাক, জানাতে হবে না।"

"তুমি একটু ঝেড়ে কাশো তো ভায়া! তখন থেকে বিটিং অ্যারাউন্ড বুশ করে যাচ্ছ। কথা না ঘুরিয়ে বলো, টিউলিপ বেঙ্গল হোটেলে কে মার্ডার হয়েছে?" জিজ্ঞেস করে সুনীল।

"আপনাকে বলে লাভ নেই, বউদি আপনাকে দেড়মাসের জন্য ইম্‌মোবিলাইজ়ড করে দিয়েছেন!" শিঙাড়ায় কামড় দেয় তুষার।

"গোয়েন্দাগিরি মানেই অকুস্থলে গিয়ে সূত্র খোঁজা নয় তুষার, ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশন বা সিএসআই খুব জরুরি, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা একটা পার্ট। পোস্টমর্টেম, ভিসেরা অ্যানালিসিস, এসবের মতোই তদন্তের অংশ। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আঙুলের ছাপ খোঁজা, তামাকের ছাই আর জুতোর তলায় লেগে থাকা মাটির চরিত্র দেখে গোয়েন্দাগিরি হত গতশতকে। আসল কাজ সত্যি খুঁজে বের করা। তোমার পুলিশ সিএসআই, পোস্ট মর্টেম, ভিসেরা অ্যানালিসিস করছে। ঘোরাঘুরিটা রাজা আর তিতির করবে। আমি বরং বাড়িতে বসে পেপার ওয়ার্কস করি।"

"তা ঠিক," দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে তুষার। সুনীল বলে, "তা হলে বলে ফেলো, কে, কী, কেন, কবে, কোথায়..."

॥ ২ ॥

"গতকাল হোটেল টিউলিপ বেঙ্গলের জ়ানাডু রুমে একটা ফ্যাশন ফোটোশুট চলার সময়ে মারা গিয়েছেন সুপারস্টার বিনোদিনী," বলে চুপ করে গেল তুষার।

কথাটা শুনে শিউলি সোফায় বসে পড়ল। তিতির বড় একটা হাঁ

BanglaBook.org

করে বিস্ময় প্রকাশ করল। সুনীল বলল, "কুইন বি মারা গিয়েছেন? মিডিয়া এখনও খবর পায়নি?"

"না, এখনও পায়নি," বলে তুষার।

"তুমি শিয়োর এটা মার্ডার?" জানতে চায় সুনীল।

"আনন্যাচারাল ডেথ বা ইউডি হিসেবে একটা জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে। আমাকে রুটিন ইনভেস্টিগেশনে যেতে হয়েছিল। কিন্তু ওইসব হাই প্রোফাইল লোকজনের কাছে আমি বাচ্চা। প্রতিটি উইটনেস বলেছে, তারা লইয়ার ছাড়া পুলিশের সঙ্গে কথা বলবে না। কাউকে কাস্টডিতে নেওয়া যাচ্ছে না। দু'জন বাদে সবাই হোটেল থেকে কেটে পড়েছে, পারলে এখনই কলকাতা ছেড়ে পালায়। নেহাত ফ্যাশন শো আর প্রেস কন আছে, তাই যেতে পারছে না। লালবাজারে সেন্ট্রাল লেভেল থেকে ফোনের পর-ফোন আসছে যাতে ওদের ডিস্টার্ব না করা হয়। পাগল হয়ে যাব দাদা!" তুষারের মুখ কাঁদোকাঁদো।

"তুমি ইনকোয়েস্ট রিপোর্টটা আমাদের শোনাও," তুষারকে অভয় দেয় সুনীল, "কীভাবে ঘটল, মৃত্যুর সময় কে-কে ছিল..."

"তিতির যাদের ইন্টারভিউ নেবে বলে ঠিক করেছে, তারাই উইটনেস এবং তারাই সাসপেক্ট। জ়ানাডু রুমে ম্যানগো ব্র্যান্ডের মেয়েদের জুয়েলারির স্টিল ফোটোশুট চলছিল। ওরা 'আমসূত্র' নামে একটা জুয়েলারি লাইন লঞ্চ করতে চলেছে। লাইনটা তৈরি করেছে কলকাতার ডিজ়াইনার পাখি। জ়ানাডু রুমে উপস্থিত ছিল ফ্যাশন ডিজ়াইনার পাখি, ফ্যাশন ফোটোগ্রাফার আকেদে, হেয়ার স্টাইলিস্ট সাক্ষী, মেকআপ আর্টিস্ট আমিশা, কোরিয়োগ্রাফার বিবি মেহতা। আর ছিল ম্যানগো ব্র্যান্ডের চিফ এগজ়িকিউটিভ অফিসার বা সিইও ইলা ক্যামেরুন। একটা ক্লোজ়ড রুমে মডেল বিনোদিনীকে নিয়ে মোট সাতজন। কিছুক্ষণ শুটিং চলার পর হঠাৎ বিনোদিনী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কেউ কিছু বোঝার আগেই মারা যান।"

"হার্ট অ্যাটাকও তো হতে পারে," মন্তব্য করে শিউলি, "তোমরা আনন্যাচারাল ডেথ ভাবছ কেন?"

BanglaBook.org

"ভাবছি, কারণ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বিনোদিনীর গায়ে অজস্র র‍্যাশ বেরিয়েছিল। ওই ছ'জন মুখ না খুললেও হোটেলের প্যারামেডিক্যাল স্টাফ এবং সিকিয়োরিটির লোকজন এই কথা বলেছে। অনেকগুলো ইমার্জেন্সি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় বিনোদিনীকে, লাভ হয়নি। ইনফ্যাক্ট কোনও ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করার পরই হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হয়। আনঅফিশিয়ালি জানি, পিএম রিপোর্ট বলছে, বিষক্রিয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কী বিষ জানার জন্য ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করতে পাঠানো হয়েছে।"

"'ভিসেরা' মানে কী?" জানতে চায় তিতির।

"শরীরের ভিতরের বিভিন্ন অর্গ্যানকে ভিসেরা বলে। যেমন হার্ট, কিডনি, স্টম্যাক, লিভার, ব্রেন, স্পাইনাল কর্ড। এগুলো কেটে নিয়ে কাচের পাত্রে ভরে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়। ওরা পরীক্ষা করে দেখে ভিসেরায় কোনও বিষ আছে কিনা। রুটিন প্রসিডিয়োরে স্টম্যাক, একটা কিডনি, আর লিভারের একটা অংশ কেটে নেওয়া হয়। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। পার্ক সার্কাসের সেন্ট্রাল সায়েন্টিফিক ফরেনসিক ল্যাবরেটরি বা সিএসএফএল-এ এই পরীক্ষা হয়। প্রতিদিন সারা বাংলার প্রতিটি জেলা থেকে অজস্র ভিসেরা এখানে আসে কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য। রিপোর্ট তৈরি হতে বছর ঘুরে যায়। এই কেসটার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর থেকে স্পেশ্যাল রিকোয়েস্ট গিয়েছে। কিন্তু খুব আর্লি হলেও দু'দিন লাগবে। ততদিনে সব সাসপেক্ট আউট অফ ক্যালকাটা।"

"তুমি যাদের নাম বললে, তারা সবাই কলকাতার বাইরে থাকে? পাখি তো কলকাতার মেয়ে," বলে রাজা।

"মেয়ে নয়," খুকখুক করে কেশে তিতিরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সুনীল বলে, "পাখি ছেলে।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও," ল্যাপটপে ডেটাকার্ড গুঁজে তুরন্ত আঙুল চালাতে চালাতে তিতির বলে, "ওয়ান ক্লোজড স্পেস। ওয়ান ভিকটিম। সিক্স সাসপেক্টস। সাসপেক্টদের সম্পর্কে আগে ইনফো

BanglaBook.org

নেওয়া যাক। নাম্বার ওয়ান, পাখি। বলো তুষার আঙ্কল।"

"পাখি কলকাতার ছেলে। ফ্যাশন টেকনোলজি নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন। ওর ডেবিউ কালেকশনের নাম 'অর্ধনারীশ্বর'। সদ্য গ্র্যাজুয়েট করা ছেলের কালেকশন সারা ভারতে সাড়া জাগায়। শো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো কালেকশন বিক্রি হয়ে যায়। তারপর ও ন্যাশনাল লেভেলে শো করতে থাকে একের পর-এক। সব হিট। মিলান এবং লন্ডন ফ্যাশন উইকেও পাখি হিট। ওর মার্কেট এখন আন্তর্জাতিক। খুব সম্প্রতি পাখি কিছু গোল্ড জুয়েলারি ডিজ়াইন করেছে। ফর উইমেন। সেটা ম্যানগোর সিইও ইলা ক্যামেরুনকে এতটাই ইমপ্রেস করেছে যে, সে পাখিকে ম্যানগোতে চাকরি দিয়েছে।"

"চাকরি মানে?" প্রশ্ন করে শিউলি, "অত বড় ডিজ়াইনার চাকরি করবে কেন?"

"বউদি, পাখি ভারতের বড় ডিজ়াইনার ঠিকই, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এখনও ও সেরকম কিছু নয়। ম্যানগোর ইনহাউস ডিজ়াইনার হিসেবে চাকরি করলে ওর ব্র্যান্ড-ভ্যালু বাড়বে হু হু করে," জানায় তুষার।

"চাকরি করলে গয়না তো ওর নামে বিক্রি হবে না, হবে ম্যানগোর নামে," বলে রাজা।

"ঠিক। কিন্তু এই ফিল্ডে যারা ইন্টারন্যাশনাল বায়ার, তারা ঠিকই জানবে। আমি আন্দাজ করছি, পাখি বছর দুয়েক চাকরি করার পর ছেড়ে দেবে। তারপর নিজের ফ্ল্যাগশিপ স্টোর বানাবে।"

"আমরা বিষয় থেকে দূরে চলে যাচ্ছি," বিরক্ত হয়ে বলে তিতির, "কাজের কথা হল এই যে, পাখি একজন ট্রান্সসেক্সুয়াল।"

"তুই আবার এসব কী বলছিস?" মৃদুস্বরে বলে সুনীল।

"ছোটমামু, তুমি একটু আগে রাজাদাকে কারেকশন করে বললে, 'পাখি ছেলে', তখন আড়চোখে আমার দিকে তাকালেও তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। মিডিয়া-মুভি এসবের কারণে এখন সবাই সব জানে। পাখি ছেলের শরীরে আটকে থাকা একটা মেয়ে। ওর বয়ফ্রেন্ড আছে। এসব আমরা জানি। পাখিও কি নেক্সট ফ্লাইটে ভারত ছাড়ছে?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," ঘাড় নাড়ে তুষার, "দু'বছরের জন্য ওয়র্কিং ভিসা নিয়ে ও ইউএসএ যাচ্ছে।"

"তা হলে, সাসপেক্ট নাম্বার ওয়ান, পাখি। ভাল নাম ধীমান মজুমদার," ল্যাপটপের পরদায় 'প্রিন্ট' আইকনে ক্লিক করল তিতির। পাশে রাখা প্রিন্টার থেকে ফড়ফড় করে কয়েকটা এ-ফোর সাইজের পাতা বেরিয়ে এল। তাতে পাখির একাধিক ছবি এবং যাবতীয় তথ্য ঠাসা। পাতাগুলো একটা ফাইলে ঢুকিয়ে তিতির সুনীলের হাতে তুলে দিল।

"সাসপেক্ট নাম্বার টু-র কথা বলো তুষার," বলে সুনীল।

"ফ্যাশন ফোটোগ্রাফার আর্কেদে। মানে, উনি বানান লেখেন আরকেডিই। উচ্চারণ করতে হয় আর্কেদে। ওঁর পুরো নাম রামকুমার দে।"

নাম শুনে শিউলি সুনীল আর রাজা হো হো করে হাসতে লাগল। তুষার বলল, "হাসবেন না। রামকুমার নাম নিয়ে কেউ ফ্যাশন ফোটোগ্রাফার হতে পারে?"

তিতির নেট থেকে আর্কেদে সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এক জায়গায় জড়ো করে ফেলেছে। প্রিন্ট আইকনে ক্লিক করে সে বলল, "রামকুমার দে। বাঙালি। কেরিয়ারের শুরু বাংলা খবরের কাগজের ফিল্মের পাতায়। তারপর মুম্বই চলে যায়। মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অল্প দিন কাজ করেছিল। এখন লন্ডন-প্রবাসী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রথম দশজন ফ্যাশন ফোটোগ্রাফারের মধ্যে একজন। ভারতে কাজ করে না। ম্যানগো ব্র্যান্ডের আমন্ত্রণে কলকাতায় এসেছে।"

বারো পাতার প্রিন্ট আউট। তার মধ্যে তিন পাতা শুধু ছবি। তিতির পাতাগুলো সুনীলের দিকে এগিয়ে দিল। ফাইলে ঢোকানোর আগে ছবিতে চোখ বুলিয়ে সুনীল বলল, "ডিকেএনওয়াই, র‍্যালফ লরেন, ক্যালভিন ক্লাইন, গুচ্চি... ভদ্রলোক নামী ব্র্যান্ড ছাড়া ছবি তোলেন না। কেট মস, নাওমি ক্যাম্পবেল, সিন্ডি ক্রফোর্ড, এসব সুপার-মডেলদের ছেড়ে বিনোদিনীর ছবি তুলতে কেন রাজি হলেন, কে জানে!"

BanglaBook.org

"সাসপেক্ট নাম্বার থ্রি। তুষার আঙ্কল, বলো," হাঁক পাড়ে তিতির।

"মেকআপ আর্টিস্ট আমিশা সরকার। জন্ম পলাশিতে," গড়গড় করে বলতে থাকে তুষার। তাকে থামিয়ে সুনীল প্রশ্ন করে, "পলাশি মানে, নদিয়ার পলাশি?"

"হ্যাঁ। সেই পলাশি। আমিশার বাবা খুব বড় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। অনেকদিন হল মারা গিয়েছেন। মেয়েটির পড়াশুনো কলকাতায়। মুম্বই গিয়ে মেকআপ আর্টিস্ট হয়ে যায়। সেখান থেকে হলিউড। আমিশা এখন হলিউডে কাজ করে। তবে বিনোদিনীর সঙ্গে পার্সোনাল র‍্যাপো ভীষণ ভাল। বিনোদিনী ডাকলে আমিশা কখনও 'না' বলে না।"

"পলাশির আমবাগানের আমিশা," আরও কয়েকপাতার প্রিন্ট আউট সুনীলের হাতে তুলে দিয়ে তিতির বলে, "ছোটমামু, তোমার রিসার্চ ক্রমশ টাফ হয়ে যাচ্ছে।"

মৃদু হেসে পাতাগুলো ফাইলে ঢুকিয়ে সুনীল বলে, "তুষার, চার নম্বর সাসপেক্টের কথা বলো।"

"চার নম্বর সাসপেক্টের নাম সাক্ষী। উচ্চারণ সাক্‌শি," বলে তুষার, "এ একজন হেয়ার স্টাইলিস্ট।"

"নাপতেনি?" জানতে চায় সুনীল।

"হ্যাঁ। পুরো নাম সাক্ষী উইগওয়ালা। বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন মুম্বই। সাক্ষীরা তিন প্রজন্মের উইগ মেকার। ওর দাদু রাজ কর্পূরের ছবিতে উইগ সাপ্লাই করত। সাক্ষীর বাবা-জ্যাঠারা পরচুলার ব্যাবসার পাশাপাশি হেয়ার ড্রেসারের কাজ শুরু করে। সাক্ষী একজন নামকরা হেয়ার স্টাইলিস্ট। ভারতের সবক'টা বড় শহরে ওর হেয়ার অ্যাকাডেমি আছে।"

আবার প্রিন্ট আইকন ক্লিক করে তিতির। প্রিন্ট আউট বেরোলে সুনীলের হাতে তুলে দেয় সে। কাগজ ফাইলে ঢুকিয়ে সুনীল তিতিরকে বলে, "বাকি সাসপেক্টদের বায়োডাটা আমি নেট ঘেঁটে বের করে নিতে পারব। রাজাকে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে

BanglaBook.org

দেওয়ার কাজটা তোকে করতে হবে।"

"মানে?" শিউলি ভাইকে ধমক দেয়, "তুই তিতিরকে ওই খুনোখুনির জায়গায় পাঠাবি? পাগল হলি নাকি?"

"চিন্তা করবেন না বউদি," শিউলিকে আশ্বাস দেয় তুষার, "ওরা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করছে না, পুলিশই অ্যালাউড নয়।"

নিষ্পাপ মুখে তিতির বলে, "আমি যাচ্ছি কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন থেকে ওদের ইন্টারভিউ করতে। ন্যাশনাল লেভেলের একটা ম্যাগাজিন। ওরা 'না' বলবে না।"

তিতির কেরিয়ার ওয়ার্ল্ডের চিঠি আর নিজের মোবাইল নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়। সুনীল তিতিরের ল্যাপটপ নিজের কোলে নিয়ে বলে, "তুষার, সাসপেক্ট নাম্বার পাঁচের নাম কী?"

"কোরিয়োগ্রাফার-কাম-শুটিং কো-অর্ডিনেটর-কাম-গ্রুমার বিবি। পুরো নাম বিনয়ভূষণ মেহতা।"

"বিবি তা হলে সাহেব?" মশকরা করে সুনীল।

"হ্যাঁ। কলকাতার ছেলে। ক্যালকাটা বয়েজ় স্কুল আর সিটি কলেজে পড়াশোনা। কলকাতা এবং মুম্বইতে কিছুদিন কেরিয়ার ওয়ার্ল্ডে চাকরি করেছিল। এখন মুম্বইতে থাকে।"

"হুম্‌ম্‌! লম্বা কেরিয়ারগ্রাফ," প্রিন্টআউট নিতে নিতে বলে সুনীল, "তিতির বুদ্ধিমতী হলে একে আগে ফোন করবে। কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড-এর কানেকশনটা কাজে লাগতে পারে।"

"তিতির এদের ফোন করছে নাকি?" পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে জানতে চায় শিউলি, "ও এদের ফোন নম্বর পাবে কোথেকে?"

"কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড-এর এডিটরের কাছ থেকে পাওয়া উচিত," প্রিন্টআউট ফাইলে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে সুনীল। তার কথার মধ্যে পাশের ঘর থেকে লাফাতে লাফাতে চলে এসেছে তিতির। চ্যাঁচাচ্ছে, "চলো রাজাদা, আমরা বেরোই। হাতে একদম সময় নেই।"

"কোথায় যাবি? কাকে ফোন করলি?" শিউলিও ছোড়নেওয়ালি নয়।

"গন্তব্য আমতায় আর্কেদের দেশের বাড়ি। উদ্দেশ্য ইন্টারভিউ।

BanglaBook.org

উনি রাজি," দৌড়ে নিজের ঘর থেকে ন্যাপস্যাক নিয়ে এসেছে তিতির। তার মধ্যে ঢোকাচ্ছে ডিক্টাফোন, মোবাইল, চার্জার, কাগজ, পেন, আরও নানা হাবিজাবি।

"তুই এর মধ্যে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেললি?" তুষার অবাক।

"না, সবার সঙ্গে নয়। প্রথমে বিবি মেহতা। উনি আর্কেদেকে কনভিন্স করালেন। বাকিদেরও করাবেন, কথা দিয়েছেন।"

সুনীল ঘাড় নেড়ে বলল, "বিবিকে কেন আগে ফোন করলি?"

"এডিটর বললেন, বিবি কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড-এ চাকরি করত। ব্যস! তারপর সফ্‌ট কর্নারে একটু মাসাজ...নো বিগ ডিল," কাঁধে ঝোলা তুলে তিতির বলে, "ছোটমামু, লাস্ট সাসপেক্ট ইলা ক্যামেরুন নিয়ে কী ইনফো পেলে বলে দাও। বেরোনোর আগে শুনে নিই।"

"ইলা ক্যামেরুন আমেরিকান। দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়। ওর বাবা-মা দু'জনেই কলকাতার বাঙালি। অধ্যাপনার সূত্রে আয়ওয়াতে থাকত, সেখানেই জন্ম ইলার। আগে পদবি ছিল রায়। চার্লস ক্যামেরুনকে বিয়ে করে ইলা ক্যামেরুন হয়েছে। ফার্মাকোলজি নিয়ে পড়াশুনো করে কিছুদিন ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এ তে কাজ করেছে। সেখান থেকে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে কীভাবে শিফ্‌ট করল সেটা ক্লিয়ার নয়। ভদ্রমহিলা কোনও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের সঙ্গে যুক্ত নন। নেটে খুব কম তথ্য রয়েছে। ম্যানগোর হোম পেজে সামান্য যা কথা লেখা আছে তার থেকে বললাম," ল্যাপটপের প্রিন্ট আইকনে ক্লিক করে সুনীল। একপাতার প্রিন্ট আউট বেরিয়ে আসে।

"হুম!" ল্যাপটপ সুনীলের কোল থেকে নিয়ে পাওয়ার অফ করে তিতির। প্রিন্টারের কর্ড আর ডেটাকার্ড খুলে ল্যাপটপ ন্যাপস্যাকে ভরে, ডেটাকার্ডও ভরে। বলে, "সাসপেক্টদের নিয়ে তোমার ফাইল তৈরি। ভিকটিম সম্পর্কে কীভাবে জানবে?"

"বিনোদিনীর সম্পর্কে সবাই সব জানে," তড়বড়িয়ে বলে শিউলি, "আমি ওঁর বিরাট ফ্যান। কী জানতে চাস বল।"

"কী জানো বলো," বলে তিতির।

BanglaBook.org

"১৯৫৫ সালে জন্ম। নদিয়ার পলাশিতে। ১৯৭৪ সালে উনিশ বছর বয়সে 'মিস ক্যালকাটা' বিউটি কনটেস্টে প্রথম হন। সেই বছরই 'ইভ' ম্যাগাজ়িন আয়োজিত 'মিস ইন্ডিয়া' বিউটি কনটেস্টে প্রথম হন। এটা মুম্বইতে হয়। 'মিস ইন্ডিয়া' অটোমেটিক্যালি নমিনেটেড হয়ে যায় 'মিস ইউনিভার্স' কনটেস্টের জন্য। ১৯৭৫ সালে 'মিস ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতায় প্রথম হন বিনোদিনী। ১৯৭৮ সালে প্রথম ছবি করেন মুম্বইতে, নাম 'দিওয়ানা হাসিনা'। প্রথম ছবিই সুপারহিট। 'ফিল্মডম' ম্যাগাজ়িনের 'বেস্ট ডেবিউ ফিমেল' অ্যাওয়ার্ড পান। পরের দশবছর চুটিয়ে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। পেয়েছেন অজস্র অ্যাওয়ার্ড। বাংলা ছবি করেছেন মাত্র পাঁচটা। সবক'টাই নামী ডিরেক্টরের আর্টহাউজ় ছবি এবং একাধিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।"

"বাবা!" বিস্ময় প্রকাশ করে সুনীল, "তুই তো দেখছি বিনোদিনী ফ্যান ক্লাবের ফাউন্ডার মেম্বার!"

"আমার বলা শেষ হয়নি," গর্বের সঙ্গে জানায় শিউলি, "১৯৮৮ সালে ওঁর হিরোইন ফেজ়ের শেষ হিট ছবি রিলিজ় করে, নাম 'জ়হরিলা নাগিনা', তারপর লম্বা একটা ফ্লপ ফেজ়। টানা দশ বছর ধরে উনি বি গ্রেড ছবি করেছেন, ছবি না পেয়ে বাড়িতে বসে থেকেছেন। ১৯৯৮-তে 'মওত কি সায়া' নামের একটা না-আর্ট-না কর্মার্শিয়াল ছবিতে ক্যারেক্টার আর্টিস্টের রোল করে বলিউডে নিজেকে রিএস্টাবলিশ করেন। ২০০২ সালে টিভি রিয়্যালিটি শো 'হম তুম আউর বুম'-এ অ্যাঙ্করিং করেন। তখনও পর্যন্ত বলিউডি হিরো-হিরোইনদের কাছে টিভিতে অভিনয় করা মানে নিজেকে নীচে নামানো। কিন্তু ওই শো-টার টিআরপি আকাশ ছুঁয়েছিল। রাত ন'টা বাজামাত্র রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেত। বিনোদিনীকে আবার সবাই 'কুইন বি' বলতে লাগল। তারপরে আর নো লুকিং ব্যাক। ২০০৫ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর তিনটে করে ছবি করেছেন। সবক'টা মেজর হিট। এই মুহূর্তে কুড়িটা ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড অ্যামব্যাসাডর। যার মধ্যে তেল, সাবান, ইনহেলার, স্যানিটারি ন্যাপকিন, চকোলেট সব রয়েছে। এখন প্রতিবছর একটা

BanglaBook.org

টিভি শো হোস্ট করেন। যার টিআরপি হায়েস্ট থাকে।"

"ওটাকে আর টিআরপি বলে না, বলে টিভিআর," মাকে বলে তিতির। সুনীলকে বলে, "ছোটমামু, তুমি 'বিনোদিনী' লিখে কোনও পপুলার সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ দিলে কয়েক লক্ষ লিঙ্ক পাবে। ওখানে গিয়ে লাভ নেই, ইনফর্মেশনের বন্যায় ভেসে যাবে। ওঁর নামে একগাদা ওয়েবসাইট আছে। ভুল তথ্যে ভরপুর। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ওঁর নামে যে ক'টা প্রোফাইল আছে সব ফেক। তুমি অন্য রাস্তা নিতে পারো।"

"কী?" কম্বল ভাল করে জড়িয়ে বলে সুনীল।

"বিনোদিনী গত ছ'মাস ধরে ওয়েবলগ মেনটেন করছেন, যাকে আমরা চালু ভাষায় ব্লগ বলি। গুগ্‌লে গিয়ে সার্চ দাও 'কুইন বি ব্লগ্‌স'। পেয়ে যাবে। এটা অসম্ভব পপুলার। আমি নিয়মিত পড়ি। এই ব্লগকে অটোবায়োগ্রাফি বলতে পারো। নিজের লেখা বলে ভুলভ্রান্তি নেই। ওটা স্টাডি করলে ভিকটিম সম্পর্কে তথ্য পেয়ে যাবে। আমি আর্কেদের ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় তোমাকে আমার মোবাইল থেকে ফোন করব। তুমি ফোন ধোরো। আমাদের কথাবার্তা রিয়্যালটাইম শুনতে পাবে। মোবাইলটা আমি কুর্তির সাইডপকেটে লুকিয়ে রাখব। প্লাস, ডিক্টাফোন অ্যালাও করলে রেকর্ডিং তো থাকবেই।"

"সুনীলদা অতীত ঘাঁটবে। তুই বর্তমান সাপ্লাই করবি। এখানে আমার ভূমিকা কী?" জানতে চায় রাজা।

"আমি তোমার আন্ডারে কাজ করছি রাজাদা। তুমি গাড়ি চালাবে, আমাকে গার্ড দেবে। আর সাসপেক্টরা পরে তোমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলে বিনোদিনীর ডেথ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারো," তুড়ুক জবাব তিতিরের।

"ওরা কিছুতেই রাজি হবে না," ঘাড় নাড়ে তুষার।

"দাঁড়াও," সবাইকে থামায় সুনীল। "আমার মোবাইলে একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফোন আসছে।"

মোবাইলে নিচু গলায় কথা বলে সুনীল, "হ্যাঁ স্যার। বলুন, ঠিক আছে, ওকে দেখছি..." এই সব বলার পর ফোন কাটে।

BanglaBook.org

"কার ফোন? তুমি 'স্যার' বললে?" জিজ্ঞেস করে রাজা।

"খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী," ফিসফিসিয়ে বলে সুনীল, "এতক্ষণে আমি দোটানায় ছিলাম। কিন্তু আর কিছু করার নেই। এবার ঝাঁপাতেই হবে। তোরা যা!" তিতির আর রাজাকে হাত নাড়ে সুনীল।

"বাই মা। বাই ছোটমামু! বাই তুষার আঙ্কল!" সদর দরজা খুলে তিতির লিফ্‌টের দিকে দৌড়োয়। পিছন পিছন রাজা।

সুনীল ফাইলে মনোনিবেশ করার আগে শিউলিকে বলে, "ডেস্কটপের টেবিলটা এখানে গড়িয়ে আনা যাবে? না আমি ওঘরে যাব?" শিউলি কটমট করে ভাইয়ের দিকে তাকায়। তুষার বেজার মুখে বলে, "আর শিঙাড়া নেই?"

॥ ৩ ॥

ন্যাশনাল হাইওয়ে সিক্স দিয়ে গাড়ি ছুটছে শাঁ শাঁ করে। ড্রাইভারের সিটে রাজা, পাশে তিতির। সে আপনমনে ন্যাপস্যাক থেকে ল্যাপটপ বের করছে, ডেটাকার্ড গুঁজছে, গাড়ির চার্জারে প্লাগ গুঁজে মোবাইলে চার্জ দিয়ে নিচ্ছে, ডিক্টাফোনের ব্যাটারি নতুন কিনা দেখে নিচ্ছে।

"রামকুমার দে-র বাড়ির ঠিকানা জেনেছিস, ভাল কথা। কিন্তু লোকেশন জানতে পেরেছিস কি? " তিতিরের খুটুরখাটুর আড়চোখে দেখে বলে রাজা।

"বলেছে বিসাইড রুরাল হসপিটাল। এন এইচ সিক্স থেকে ডাইনে," ছোট কাগজে লেখা বাড়ির ঠিকানা দেখে বলে তিতির, "তুমি সানগ্লাসটা খোলো! সবাই পুলিশ ভাবছে।"

"দ্যাখ তিতির," রানিহাটির ক্রসিংএ ব্রেক কষে রাজা বলে, "আজ আমার পোশাক তোর পছন্দ না হলেও কাল-পরশু হতে বাধ্য।"

"কাল-পরশু বাংলা বন্‌ধ বলে বলছ?" আনমনে বলে তিতির,

BanglaBook.org

"তা ঠিক। কালো এসইউভি গাড়ির মাথায় লাল বিকন আর ঘনঘন হুটার, ড্রাইভারের আসনে ধূসর সাফারি পরে তুমি চিউইংগাম চিবোচ্ছ... সবাই রাস্তা ছেড়ে দেবে!"

"লাল বিকন আর হুটার কোত্থেকে এল?"

"ওটা বানিয়ে বললাম। খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রিকোয়েস্ট করেছেন কেসটা দেখতে! আমাদের ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পাওয়া উচিত।"

"ফক্কুড়ি হচ্ছে?" গাড়িতে স্টার্ট দেয় রাজা। চকচকে, ফাঁকা রাস্তায় কালো গাড়ি সরসর করে এগোতে থাকে।

তিতিররা আকাশলীনা থেকে বেরিয়েছে সকাল এগারোটায়। রবিবার বলে রাস্তায় ট্র্যাফিক কম। তাও বর্ধমান রোড থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড পর্যন্ত আসতে আধ ঘণ্টা লেগেছে। তারপর তো মোম মসৃণ এনএইচ সিক্স।

"সাঁকরাইল পেরোলাম। সামনেই আমতা। তুই রেডি তো?" আধঘণ্টা পর বলে রাজা।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে তাকিয়ে তিতির বলে, "ছোটমামুকে প্রিন্ট আউট দেওয়ার সময় আমি ডেটাগুলোকে একটা ফাইলে কপি পেস্ট করেছিলাম। এটা রামকুমার দে-র প্রোফাইল পিকচার।"

"বাপ রে! বিরাট মোটা!" আড়চোখে ছবি দেখে বলে রাজা।

"হ্যাঁ। মোটা লোকেরা একটু সাদাসিধেও হয়। মুখটা কীরকম সন্ত টাইপের। মনে হয় কথা বলতে অসুবিধে হবে না," রামকুমার সম্পর্কে পড়াশুনো করতে করতে বলে তিতির।

"এই তোর রুরাল হাসপাতাল," চার মাথার মোড়ে পৌঁছে সন্তর্পণে গাড়ি ডান দিকে ঘোরায় রাজা, "এই তার পাশের রাস্তা। দাঁড়া। লোককে জিজ্ঞেস করি।"

গাড়ি থামিয়ে চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে থাকা কয়েকজন বৃদ্ধকে রাজা প্রশ্ন করে, "রামকুমার দে-র বাড়ি কোনটা?"

"ফোটোগ্রাফার?" ডান হাতের তর্জনী দু'বার ভাঁজ করে শাটার টেপার মুদ্রা দেখায় এক বৃদ্ধ।

"হ্যাঁ।"

BanglaBook.org

"তিন কিলোমিটার গিয়ে নীল বর্ডার দেওয়া দোতলা বাড়ি। ও কিন্তু লন্ডনে থাকে।"

"জানি," গাড়ি চালিয়ে এগোয় রাজা। বিশাল বাড়ির সামনে পার্ক করে বলে, "তার মানে রামকুমারের বাড়ি ফেরার খবর এলাকার লোকে এখনও জানে না।"

"কাল রাতে এসেছে, না জানারই কথা," মোবাইলে আর্কেদের নম্বর ডায়াল করে তিতির বলে, "নমস্কার। আমি কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের ঋণী সেনগুপ্ত। আপনার বাড়িতে এসে গিয়েছি," একমিনিট কথা শোনার পর ফোন কাটে তিতির। বলে, "কাজের লোক দরজা খুলবে। তুমিও ভিতরে চলো। শীতের দুপুরে গাড়িতে বসে থাকবে নাকি?"

"যেতে বলল?" ইঞ্জিন বন্ধ করে জানতে চায় রাজা।

বলল, "সঙ্গে ড্রাইভার থাকলে ভিতরে নিয়ে আসুন। ওঁদের আলাদা রেস্টরুম আছে।"

"জয় মা!" গাড়ি থেকে নেমে বলে রাজা, "শেষে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের ভাঁড়ের চা আর শুকনো পাঁউরুটি!"

"বাজে বকা বন্ধ করো," ডোরবেল টেপে তিতির।

দরজা খুলে দিল বছর তিরিশের এক ছোকরা। প্যান্ট শার্ট পরা এবং কেতাদুরস্ত। উঠোন পেরিয়ে যাওয়ার আগে সে রাজাকে বলল, "আপনি ওই ঘরে বসুন।"

"না। উনি আমার সঙ্গে আসবেন," মিষ্টি হেসে ছোকরার চোখে চোখ রাখে তিতির। দৃষ্টিবাণে ঘায়েল হয়ে ছোকরা ঘাড় ঝাঁকায় এবং দু'জনকে দোতলার বারান্দায় নিয়ে যায়।

একটা পুরনো দিনের কাঠের ইজিচেয়ারে বসে, বেলা একটার সময় একধামা মুড়ি চিবোচ্ছে লন্ডনের ফ্যাশন ফোটোগ্রাফার রামকুমার দে। তিতিরের তথ্য বলছে ভদ্রলোকের জন্ম ১৯৫০ সালে। তা হলে এখন বয়স একষট্টি। বসে থাকার কারণে উচ্চতা বোঝা না গেলেও আন্দাজ করা যায় সাড়ে পাঁচ ফুটের আশপাশে। গায়ের রং বিলেত বাসের কারণে ফ্যাকাশে ফরসা। চাঁদি একেবারে ফাঁকা।

BanglaBook.org

দু'কানের ওপরে চুলের দুটি গুচ্ছ ফোলা মুখটাকে চমৎকার ফ্রেমিং করেছে। চোখে পড়ার মতো হল, ভদ্রলোকের ভুঁড়ি। নমস্কার করার জন্য যখন উঠে দাঁড়াল, মনে হল পা দুটো চর্বির এই তালকে আর বহন করতে পারছে না।

"শিঙাড়া-মুড়ি খাবেন?" নমস্কার পর্বের শেষে এই হল রামকুমারের প্রথম প্রশ্ন।

"এই চেহারা নিয়ে আপনি ফ্যাশন ফোটোগ্রাফি করেন কী করে?" নিজের মোবাইল টিপে সুনীলকে ফোন করে, মোবাইল কুর্তির পকেটে রেখে বলে তিতির। ন্যাপস্যাক খুলে বের করে ডিক্টাফোন, বলে, "আমি কনভারসেশনটা রেকর্ড করলে আপনার আপত্তি আছে? পরে লিখতে সুবিধে হবে।"

থলথলে চর্বিতে ভরপুর দুটো হাত পেটের কাছে ধরে আছে রামকুমার। ভঙ্গিটা এমন যে, মুখ থেকে যা কিছু খসে পড়বে, মুড়ি বা বেদবাক্য, টপ করে লুফে নেবে! ঈষৎ অপরিষ্কার লুঙ্গি, দাগওয়ালা ফতুয়া দেখে মনে হয়, ভদ্রলোককে দেখার কেউ নেই।

"না অসুবিধে নেই," একমুঠো মুড়ি মুখে ছুড়ে দিয়ে বলে রামকুমার, "বাই দ্য ওয়ে, কথাটা কিন্তু ফ্যাশন ফোটোগ্রাফি নয়। অন্তত আমার ক্ষেত্রে নয়। তাই এই চেহারা নিয়েও অসুবিধে হয় না।"

"আমি ভুল বললাম?" ডিক্টাফোন অন করে তিতির।

"আমার ক্ষেত্রে কথাটা প্যাশন ফোটোগ্রাফি। প্যাশন থাকলে সব কাজ উতরে যায়। মোটা চেহারা কেন, কোনও প্রতিবন্ধকতাই তাকে আটকাতে পারে না।"

"ওক্কে!" তিতির এখন একদম পেশাদার সাংবাদিক, "এই পেশা সম্পর্কে একটু আলোকপাত করুন।"

"কী বলি বলো তো?" এক টুকরো শিঙাড়া মুখে পুরে চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবে রামকুমার। চোখ খুলে বলে, "সিম্ফনি! সিম্ফনি! ইট্‌স বেসিক্যালি আ টিমগেম। ফ্যাশন ডিজ়াইনার, মডেল, মেকআপ আর্টিস্ট, হেয়ার স্টাইলিস্ট, ফ্যাশন ফোটোগ্রাফার, সবাই মিলে একটা

BanglaBook.org

মুহূর্ত তৈরি করে। ওই স্বর্গীয় মুহূর্তে পৌঁছোনোর জন্য সব্বাইকে সুরে বাজতে হয়। একজন অসুর থাকলেই ওটা আর সিম্ফনি থাকে না, নয়েজ় হয়ে যায়। ফ্যাশন ফোটোগ্রাফি থাকে না, ফ্যাচাং ফোটোগ্রাফি হয়ে যায়।"

"আপনি কাজ শিখলেন কী করে? এই আমতা থেকে?"

"ইয়েস! এই আমতা থেকে। বাবার পিনহোল ক্যামেরায় ছবি তোলার হাতেখড়ি। তারপর পাশের বাড়ির নৃপেনদার কাছে উমেদারি। উনি একটি সংবাদপত্রের চিত্রসাংবাদিক ছিলেন। মারা গিয়েছেন অনেকদিন। সাদা-কালোর কিয়ারোসকিউরো আমাকে বরাবর টেনেছে। নৃপেনদার হাত ধরেই একদিন পৌঁছে গিয়েছিলুম কলকাতা শহরে।"

"এখন কিন্তু সময় বদলে গিয়েছে। আপনার কি মনে হয়, আজকের প্রজন্ম ওইভাবে ছবি তোলা শেখে?" চিমটি-প্রশ্ন ছোড়ে তিতির।

"না! এখন তো ডিজিটাল ক্যামেরা আর ফোটোশপের জমানা। ছবি তোলা সহজ হয়ে গিয়েছে বলে লোকে মনে করে। সবাই দনাদ্দন ক্যামেরা তাক করছে আর সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আপলোড করছে। শুট অ্যান্ড শেয়ার... শুট অ্যান্ড শেয়ার..." আনমনে আর-এক গাল মুড়ি চিবোয় রামকুমার।

"আপনি মনে করেন না ছবি তোলা সহজ কাজ, ভাল কথা। কিন্তু আমরা তা হলে শিখব কী করে?"

"এখন ভাই অনেক ইনস্টিটিউট হয়ে গিয়েছে। আমি এদেশের লোক নই, সবটা জানি না। কিছু কিছু জায়গায় ডেফিনিট কোর্স মেটিরিয়াল আছে। মেকআপ, ডিজিটাল ফোটোগ্রাফি, বিভিন্ন সফ্‌টওয়্যারের ব্যবহার, ফিল্টার, ওরা সব শেখায়। শেখায় নেটওয়ার্কিং এবং পিআর স্কিলও। দে আর গুড।"

"বেশ," ঘাড় নাড়ে তিতির। পকেট থেকে মোবাইল বের করে স্ক্রিনের দিকে একপলক দেখে প্রশ্ন করে, "কেরিয়ার প্রসপেক্ট কীরকম যদি বলেন!"

BanglaBook.org

"এটা তো শক্ত প্রশ্ন করলে হে!" চর্বি থলথলিয়ে হেসে রামকুমার বলে, "আমার তো এটা কেরিয়ার নয়, প্যাশন। ভালবাসার কাজ মানুষ এমনিই করে। তার জন্য যদি উপার্জন হয় তো মন্দ কী! দ্যাখো, কাজের ক্ষেত্র বিশাল। প্রিন্ট ক্যাম্পেন, ফ্যাশন ম্যাগাজ়িন, ডিজ়াইনারদের ক্যাটালগ, মডেলের পোর্টফোলিও, এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং আন্ডার দ্য সান। ইন্ডিয়ার নতুন নতুন ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। দে আর আর্নিং ফিফটিন থাউজ়্যান্ড রুপিজ় ফর পার ডে শুট। মাইন্ড ইট, পার ডে মানে কিন্তু আট ঘণ্টা। খরচটা মেক আপ এবং পোস্ট প্রোডাকশন নিয়ে। উপর দিকে ফিফটি থাউজ়্যান্ড রুপিজ় পার ডে শুট। তারও উপরে স্কাই ইজ় দ্য লিমিট। তবে তার জন্য তোমাকে প্রাইমারি কিছু ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, যেমন ধরো ক্যামেরা, স্টুডিয়ো, প্রপ... প্রায় এক-দু' লাখ টাকার কমে কিছু হয় না।"

"হুম," তিতিরের কাজ মোটামুটি শেষ। সে আড়চোখে রাজার দিকে তাকায়। এবার ইন্টারভিউটা জিজ্ঞাসাবাদে বদলে যাবে। দেখা যাক রাজা কত স্মুদলি সেটা পারে।

"গতকালের বন্ধ হওয়া ফোটোশুটটা আপনারা কি নতুন মডেল দিয়ে করবেন? না কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল?" ক্যাজুয়ালি প্রশ্ন করে রাজা।

"তুমি তা হলে পুলিশ," নিশ্চিন্ত হয়ে টাকে হাত বোলায় রামকুমার, "আজ সকালে বিবি মেহতা যখন ফোনে বলল জার্নালিস্ট আসবে, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। আমি কলকাতায়, এটা মিডিয়া জানল কী করে?"

"আমি পুলিশ নই, গোয়েন্দা," এজেন্সির ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিয়েছে রাজা।

"ওই একই হল। যার নাম চালভাজা, তার নামই মুড়ি। নাও, মুড়ি খাও," ধামা এগিয়ে রামকুমার বলে, "তোমায় কে অ্যাপয়েন্ট করল? পাখি না ইলা?"

"ওঁরা কেন অ্যাপয়েন্ট করবেন?" কনফিউজ়ড হয়ে জানতে চায় রাজা।

BanglaBook.org

"বাঃ! পাখির ডিজ়াইন করা অত দামি শো-পিস চুরি হল, ও জানতে চাইবে না, চোর কে? শো-পিসটায় ইনভেস্টমেন্ট ম্যানগো-র। ওদের তরফে ইলাও তোমায় ডাকতে পারে। এরা পুলিশের কাছে যাওয়ার লোক নয়।"

"শো-পিস চুরি?" রামকুমারের কথার আকস্মিকতায় চমকে ওঠে রাজা।

"ওটাও হয়েছে?" বোকার মতো বলে ফেলে তিতির।

মুহূর্তে বডি ল্যাঙ্গোয়েজ বদলে যায় রামকুমারের। খাড়া হয়ে বসে, মুড়ির ধামা আরামকেদারার হাতলে রেখে সে বলে, "এটাও হয়েছে মানে? তোমরা কী জন্য আমার কাছে এসেছ?"

তিতিরের মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। রাজা তাকে বাঁচাল, "আমরা এসেছি বিনোদিনীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। অনেস্টলি স্পিকিং, কিছু চুরি হয়েছে এটা জানতাম না।"

"বিনোদিনীর মৃত্যু অস্বাভাবিক নাকি?" এবার রামকুমারের অবাক হওয়ার পালা।

"অস্বাভাবিক মৃত্যু মানেই হত্যা নয়। কিন্তু ন্যাচারাল ডেথও হয়নি। মৃত্যুর কারণ জানা যাচ্ছে না। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের অনুরোধ করেছেন ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করতে। আপনারা স্বনামধন্য মানুষ। পুলিশি জেরার বদলে ইনফর্মাল কথা বলাই পছন্দ করবেন। সেই জন্যই আসা।"

"আমচোর ধরতে আসোনি বলছ?" মুচকি হেসে বলে রামকুমার।

"আমচোর?" এতক্ষণ বাদে কথা ফুটেছে তিতিরের মুখে, "আপনি যে বললেন, শো-পিস?"

"শো-পিসটা একটা দীপদণ্ড। আমের মতো দেখতে। পাখির করা ডিজ়াইন। সোনার তৈরি আমে হিরে আর পান্না বসানো। শো-পিসটার নাম 'আম্রাবর্ত'। প্রচুর দাম। তোমরা জানো না, শুনে অবাক লাগছে!"

রাজা দু'হাত নেড়ে বলল, "একটু আনকমপ্লিকেট করা যাক।

BanglaBook.org

আমরা প্রথমে বিনোদিনীর মৃত্যু নিয়ে কথা বলি। আপনি কাইন্ডলি ওই সময়টা ডেসক্রাইব করুন।"

আরামকেদারায় আবার এলিয়ে বসে রামকুমার। দু'হাতের তালু মুঠো করে পেটের কাছে ধরে বলে, "জ়ানাডু রুমে আমরা কয়েকজন ছিলাম। বিনোদিনী মেকআপ জ়োনে ব্লগ লিখছিল। আমিশা ওর মেকআপ, আর সাক্ষী চুল ঠিক করছিল। শুটিং জ়োনে আমি আর বিবি বসে গপ্‌পো করছিলাম। ইলা আর পাখি রেস্টিং জ়োনে কীসব আলোচনা করছিল। তারপর লাইট সেট করে টেকনিশিয়ানরা চলে যাওয়ার বিনোদিনী স্পটলাইটে এসে সামান্যক্ষণ দাঁড়াল। তারপর ফ্লোরে বসে পড়ল।"

"তারপর?" ফিসফিসিয়ে জানতে চায় তিতির।

"আমরা দৌড়ে গেলাম। দেখলাম ওর সারা মুখে আর গায়ে র‍্যাশ বেরিয়েছে। ভীষণ হাঁফাচ্ছে, চোখ লাল। আমি ভাবলাম ওর বোধহয় হাঁপানির টান শুরু হয়েছে।"

"বিনোদিনীর হাঁপানি ছিল?" জিজ্ঞেস করে রাজা।

"উনি একটা ইনহেলারের ব্র্যান্ড অ্যামবাসাডর," রাজাকে থামিয়ে তিতির বলে, "তারপর?"

"বিনোদিনীর সঙ্গে সবসময়ে একটা মেডিক্যাল কিট থাকে। তাতে নানারকম ওষুধ। খাওয়ার, নাকে টানার, হাতে ফোঁড়ার। কে যেন চেঁচিয়ে সিকিয়োরিটিকে ডাকল। হোটেলের প্যারামেডিক্যাল স্টাফরা ততক্ষণে চলে এসেছে। ওকে কয়েকটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হল..."

"কে ইঞ্জেকশন দিল?" রামকুমারকে থামিয়ে প্রশ্ন করে রাজা।

"তা তো খেয়াল করিনি!" অসহায়ভাবে বলে রামকুমার, "তখন চারপাশে দৌড়োদৌড়ি... বিনোদিনী মরে যাওয়ার আগে কথা বলছে..."

"কী বলছিলেন উনি?" একসঙ্গে জানতে চায় রাজা আর তিতির।

"ও বলল, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'।"

"এই কথা বললেন উনি? এত স্পষ্টভাবে? আকস্মিক মৃত্যুর আগে

BanglaBook.org

এরকম কেউ বলে নাকি?" কড়া গলায় প্রতিবাদ করে রাজা।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও..." হাত তুলে রাজাকে থামায় রামকুমার। টাক চুলকোয়, সামান্য ভাবে। বলে, "এত কথা বলেনি, বলেছিল 'আমিই দায়ী' হ্যাঁ। তাই-ই বলেছিল।"

"আপনি শিয়োর? অন্য কিছু বলেনি?"

"হ্যাঁ। মোটামুটি শিয়োর। বলেছিল, 'আমিই দায়ী'," আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বলে রামকুমার, "তারপর তো ডাক্তার এল। ওরাই বিনোদিনীকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল পোস্টমর্টেমের জন্য। জ়ানাডু রুম ফাঁকা হতে দেখা গেল, আম্রাবর্ত নেই! তারপর পাখির কান্না, ইলার গর্জন, আমিশা আর সাক্ষীর কোঁদল... আমি ওসব শুনিনি। স্ট্রেট এখানে পালিয়ে এসেছি।"

রাজা আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকায়। দুপুর দুটো বাজে। এবার রামকুমারকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। সে বলে, "দেখুন, আমি আপাতত আনন্যাচারাল ডেথ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। আম্রাবর্ত চুরির তদন্ত করতে আমাকে কেউ বলেনি। সুতরাং যতক্ষণ না মৃত্যু এবং চুরি এক সুতোয় গাঁথা হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ ওই বিষয়ে আমি সময় বা এনার্জি বরবাদ করব না। আপনি আমায় বলুন, আপনি বিনোদিনীকে কবে থেকে চেনেন।"

মৃদু হাসে রামকুমার। দৃষ্টিকে দিগন্তে ফোকাস করে বলে, "১৯৭২ সাল থেকে। যখন ওর বয়স সতেরো, আমার বাইশ। বিনোদিনী সদ্য নদিয়া থেকে কলকাতায় এসেছে। আমি বছর দু'-এক হল নৃপেনদার খিদমতগারি করছি কলকাতা শহরে। দু'জন গ্রাম্য স্ট্রাগলার বড় শহরে এলে তাদের মধ্যে একটা বন্ডিং হয়, খুব ফ্রেশ, খুব ইউথফুল একটা বন্ডিং," দীর্ঘশ্বাস ফেলে দৃষ্টির ফোকাস বদলায় রামকুমার। তিতিরের দিকে তাকিয়ে বলে, "তারপর তো সাফল্য, ইঁদুরদৌড়, পেশাদারি ব্যস্ততা, ঠাঁই বদল, দেশবদল। আমরা দুজনেই বড় হয়ে গেলাম।"

রামকুমারের কথার মধ্যে এমন একটা হতাশা, এমন একটা বুকচেরা, চাপা আর্তনাদ কাজ করছিল যে তিতির জিজ্ঞেস না করে পারল না, "আপনি কি ওঁকে ভালবাসতেন?"

BanglaBook.org

"আমি?" তীব্র বিষম খায় রামকুমার। কাশতে কাশতে চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়, থলথলে ভুঁড়ি ফুটবলের মতো নাচতে থাকে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, পুরনো কাঠের আরামকেদারা নড়বড় করে ওঠে। তিতির একলাফে উঠে রামকুমারের পিঠ থাবড়ে দেয়। নিজেকে সামলে রামকুমার বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ লেডি। নাকি 'লেডি ডিটেকটিভ' বলব?"

"'সাইড কিক' বলতে পারেন," সপ্রতিভ গলায় বলে তিতির, "আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না, আপনি কি ওঁকে ভালবাসতেন?"

"বাসতাম গো, বাসতাম! ওর মতো সুন্দরীকে কে ভালবাসবে না?"

"উনি কি আপনাকে ভালবাসতেন?" তিতিরের পরবর্তী প্রশ্ন বিদ্ধ করে রামকুমারকে।

সে বলে, "এতদিন আগেকার কথা, আমার আর মনে নেই। কিছু মনে কোরো না, সাইড কিক, নাকি সহকারী বলব? 'সহকার' মানে জানো তো? আম!"

"আপনাকে আর দুটো প্রশ্ন করে আমরা উঠব," বলে রাজা, "আপনার ফ্যামিলি?"

আবার দৃষ্টিকে দিগন্তে প্রসারিত করে রামকুমার। বলে, "ক্যামেরাই আমার স্ত্রী। খুব হিংসুটে, খুব ডিম্যান্ডিং, খুব ঝগড়ুটে। আমার জীবনে অন্য কোনও নারীর উপস্থিতি ও সহ্য করবে না।"

"আপনি তা হলে বিয়ে করেননি," ম্যাটার অফ ফ্যাক্টলি বলে রাজা, "দ্বিতীয় প্রশ্ন, এটা যদি হত্যা হয়, তা হলে বিনোদিনীকে কে মার্ডার করতে পারে?"

"ওয়েল..." পাক্কা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে ফেরত গিয়েছে রামকুমার, "আই থিঙ্ক এনিবডি!"

"আপনার কোনও গেস আছে?"

"আম্‌ম্‌..." থুতনি চুলকে রামকুমার বলে, "আই থিঙ্ক, ইট্‌স ডক্টর ধৃতিকান্ত মজুমদার।"

"সে আবার কে?" আকাশ থেকে পড়ে রাজা।

BanglaBook.org

"ইয়োর কোটা অব কোয়েশ্চেন্‌স আর আপ্‌, বাডি! বাই স্লুথ, বাই সহকারী!" বসে থাকা অবস্থায় হাত নাড়ে রামকুমার। মলিন লুঙ্গি আর ধূসর ফতুয়া পরে, একধামা মুড়ি আর শিঙাড়ার কমফর্ট ফুডের মধ্যে নিজের দেশ, নিজের শৈশব, নিজের যৌবনকে খুঁজতে থাকে বিশ্বের প্রথম দশজন ফ্যাশন ফোটোগ্রাফারের একজন, রামকুমার দে... নাহ্! আর্কেদে।

রাজা আর তিতির বেরিয়ে আসে।

॥ ৪ ॥

"এই সময়ই আমার পা-টা ভাঙতে হল!" অসহায়ভাবে সোফার হাতলে ঘুসি মারে সুনীল। শিউলি সদ্য দুপুরের খাওয়া খেয়েছে। সে সিঙ্কে নিজের এবং ভাইয়ের বাসন রাখতে রাখতে বলে, "মাথা ঠান্ডা রাখ, এরকম পাগলামি তোকে মানায় না। আমার মাথা সবসময় গরম হয়ে আছে বাড়ির সব কাজ করতে হচ্ছে বলে। আমাদের কাজের লোক নারায়ণকে এখনই দেশে যেতে হল!"

কম্পিউটার টেবিলে চাকা লাগানো। সেটাকে ঠেলাঠেলি করে শিউলি ড্রইংরুমে সুনীলের সোফার পাশে এনে রেখেছে। কানেকশনের সমস্যা হচ্ছিল। প্লাগ পয়েন্ট দূরে। একটা মাল্টিপ্লাগ দিয়ে ম্যানেজ করা হয়েছে।

ল্যান্ডলাইন থেকে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে একটা জরুরি ফোন সেরে নিয়েছে সুনীল। মোবাইলে তিতির, রাজা আর রামকুমারের পুরো সংলাপ শুনেছে। আমতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিতির ফোনে বলেছে, "ছোটমামু, তুমি সব শুনতে পেয়েছ?"

"পেয়েছি। তুই গাড়িতে উঠে মোবাইল চার্জে দে। তারপর ফোন কর। এখন লাইন কাট। আমার ফোনে চার্জ শেষ," নিজের মোবাইল চার্জে দিয়ে সুনীল বিনোদিনীর ব্লগ পড়ছে। তিতির ঠিকই বলেছিল। 'কুইন বি ব্লগ্‌স' শুরু হয়েছে আজ থেকে ছ'মাস আগে। মোটামুটি

BanglaBook.org

প্রতিমাসে একবার পোস্ট করা হয়েছে। প্রথম ব্লগ জুন মাসের এক তারিখে রাত একটায়। শেষতম ব্লগ নভেম্বর মাসের চোদ্দ তারিখে। বিকেল চারটেয়। অর্থাৎ মৃত্যুর ঠিক আগে বিনোদিনী তার শেষ ব্লগ পোস্ট করেন। ব্লগের ফলোয়ার প্রচুর। প্রতি এন্ট্রির শেষে দেড় থেকে দু'হাজার কমেন্ট জমা পড়েছে। ডিসপ্লে পিকচার বা ডিপিতে অসাধারণ সুন্দর একটা সাদা-কালো ছবি। ব্লগের মধ্যেও অনেক ছবি আছে। সুনীল পড়া শুরু করেছে প্রথম এন্ট্রি থেকে। মহিলার ইংরেজি ভাষার বাঁধুনি তেমন জুতসই নয়। তবে নানা ইন্টারেস্টিং ইনফো দিয়ে ব্যাপারটা মুচমুচে করার চেষ্টা আছে।

আবার তিতিরের ফোন এসেছে। মোবাইল কানে দেয় সুনীল, "বল।"

"রাজাদা গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা ফেরার পথে। এবার কী করব?" পা ভাঙা নিয়ে অসহায়তা ফিরে এল। নিজে দৌড়ঝাঁপ না করে বাচ্চা মেয়েটাকে খাটাতে হচ্ছে এত সিরিয়াস বিষয়ে! ধুস!

"কী হল? কিছু বলো। আমরা কি বাড়ি ফিরব?"

"না," দৃঢ় গলায় বলে সুনীল, কাজে যখন হাত দিয়েছ তখন যেভাবে হোক শেষ দেখে ছাড়বে। সুনীল কলকাতার পুলিশ কমিশনার বাদল চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জেনেছে, ম্যানগোর ফ্যাশন শো ক্যানসেল্ড হয়নি। দু'দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"আমাদের হাতে আড়াই দিন আছে। তার মধ্যে আগামী দু'দিন বাংলা বন্ধ। তরশু ম্যানগোর ফ্যাশন শো-এর পরেই সবাই কলকাতা ছেড়ে পালাবে। মোট সাতজন সাসপেক্ট, অন্তত একবার জেরা করতেই হবে।"

"একজন তো হয়ে গেল। আমতার রামকুমার দে। বাকি আছে সাক্ষী উইগওয়ালা, বিবি মেহতা, আমিশা সরকার, ইলা ক্যামেরুন, আর পাখি। সাত নম্বরটা কে?"

"ওখানেই তোরা এখন যাবি। লেক রোডে ধৃতিকান্ত মজুমদারের নার্সিংহোমে।"

"মালটা কে?" ফোনে রাজার গলার আওয়াজ শোনা যায়, "এই

BanglaBook.org

কি বিনোদিনীকে ইঞ্জেকশন দিয়েছিল? না ডেথ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেছিল?"

"ইনি বিনোদিনীর হাজ়ব্যান্ড। গতকাল টিউলিপ বেঙ্গলে হোটেলে ছিলেন। তবে জ়ানাডু রুমে নয়। বিনোদিনীর স্যুইটে। পরে ক্রাইম সিনে আসেন," বলে সুনীল।

"তুমি কী করে জানলে?" প্রশ্ন করে রাজা।

"বিনোদিনীর হাজ়ব্যান্ড আছে?" আকাশ থেকে পড়ে তিতির।

"এক-এক করে উত্তর দিই। তোর আর আর্কেদের ফোনালাপে ধৃতিকান্তর নাম শোনার পর আমি বাদলকে ফোন করি। ও ধৃতিকান্তর পরিচয় জানায়। মোবাইল নম্বরও দেয়। ইনফ্যাক্ট বিনোদিনীর অন্তিম সৎকার ধৃতিকান্তই করবে। তিতিরের প্রশ্নের উত্তরে বলি, গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে এটা খুব কমন। বিখ্যাত মানুষের বেটার হাফ যদি সাধারণ মানুষ হয় এবং আই ক্যান্ডি হয়ে পার্টি-প্রিমিয়ারে ঘোরাঘুরি না করে, তা হলে মিডিয়া তাকে নিয়ে কৌতূহল দেখায় না। মিডিয়া না জানালে আমরাও জানাব না। এটা স্বতঃসিদ্ধ।"

"তুমি নার্সিংহোমের ঠিকানা বলো," দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোল প্লাজ়ায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চ্যাঁচায় রাজা।

"তিতির, লিখে নে," ঠিকানা আওড়ে সুনীল বলে, "তোর সঙ্গে ল্যাপটপ আর ডেটাকার্ড আছে না?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"তা হলে কুইন বি ব্লগ্‌স আবার পড়তে শুরু কর। ফ্রম ফার্স্ট এন্ট্রি অনওয়ার্ড। কাজে লাগবে।"

"ওক্‌কে!" ন্যাপস্যাক হাটকাতে থাকে তিতির। টোলট্যাক্স মিটিয়ে ব্রিজে উঠে দৌড় লাগায় রাজার গাড়ি।

কুইন বি ব্লগ্‌স ॥ পোস্টেড অন ফার্স্ট জুন অ্যাট ওয়ান এ এম (বঙ্গানুবাদ)

আমার নাকি তিনটে বিয়ে! চারটে ডিভোর্স! আমার নাকি তিনবার

BanglaBook.org

অ্যাবর্শন হয়েছে! আমার নাকি ছ'টা দত্তক সন্তান আছে! আমি নাকি শঁ কনারির বিপরীতে হলিউডের ছবিতে অভিনয় করার জন্য আগামী বছরের প্রথম দু'মাস বাল্ক ডেট দিয়েছি! আমি নাকি কমবয়সে দুবাই-এর শেখদের পার্টিতে নাচতে যেতাম! আমি নাকি এখন স্পেন দেশের টয়বয় পুষেছি! আমি নাকি এতবার প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছি যে আর বায়োডিগ্রেডেব্‌ল নই! নাকি নাকি নাকি নাকি নাকি...

প্রতিদিন টিভিতে, খবরের কাগজের পেজ থ্রিতে (কখনও কখনও পেজ ওয়ানেও), ফিল্ম ম্যাগাজ়িনে, ভুলে ভ়রা ওয়েবসাইটে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের ফেক প্রোফাইলে আমার সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেখে দেখে আমি ক্লান্ত। আমার ধারণা, আপনারা, আমার ফ্যানরাও ক্লান্ত। (বাই দ্য ওয়ে, 'ফ্যান' শব্দটা এসেছে 'ফ্যানাটিক' থেকে। দুটো শব্দের কোনওটার প্রতিই আমার খুব একটা শ্রদ্ধা নেই। তবে অন্য কিছু এখন মনে পড়ছে না।) তাই আমি ঠিক করেছি 'ভায়া মিডিয়া' নয়। সরাসরি আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। এই মুহূর্তে বাজারে আমার বারোটা বায়োগ্রাফি, পাঁচটা অটোবায়োগ্রাফি পাওয়া যায়। এইসব লেখকদের নমস্কার জানিয়ে (নিজেকেও নমস্কার। কেননা আমিই তো পাঁচটা আত্মজীবনী লিখেছি!) বলতে চাই, এই ব্লগ আমার নিজের লেখা। চেষ্টা করব যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবে আমার কথা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে।

আমার জন্ম ১৯৫৫ সালে। নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরদিকের ছোট্ট এক টুকরো জেলা। সেই জেলার পলাশি নামের গ্রামে আমার জন্ম। পলাশি একাধিক কারণে বিখ্যাত। (হাইপারলিংক দিয়ে দিলাম। দেখে নেবেন।) পলাশির যুদ্ধ, আম, সিরাজদ্দৌল্লা, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্র ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কাহিনি বেশ ইন্টারেস্টিং। ভাল ছবি হতে পারে। আর নদিয়ার আম তো ভারতবিখ্যাত। মহারাষ্ট্র যদি আলফানসো আমের জন্য গর্ব বোধ করে, তাহলে বাংলার এবং মুর্শিদাবাদের মানুষ হিসেবে আমি গর্ববোধ করি ল্যাংড়া, সহিদুল্লা, গোপালভোগ, কোহিতুর, এইসব আমের জন্য।

BanglaBook.org

এমনই এক আমবাগানে আমার জন্ম। বাবার নাম নিত্যধন চট্টোপাধ্যায়। মায়ের নাম মণিমালা। বাড়িতে বাবা ও মা ছাড়া এক অবিবাহিতা পিসি ছিল। নাম হাবলি। কুরূপ ও ঝগড়ুটে স্বভাবের কারণে তার বিয়ে হয়নি।

আমার পড়াশুনো সান্ত্বনাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে। ক্লাস টেনের পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলাম। ক্লাস ইলেভেনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

পলাশিতে শুটিং করতে এলেন মহানায়ক বিজয়কুমার এবং মহানায়িকা সুদীপা দেবী। তাঁরা দু'জনেই তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। একের পর-এক ছবি রিলিজ় করছে আর আমাদের মফস্‌সল শহরের ছোট্ট সিনেমা হল কেঁপে কেঁপে উঠছে। কেঁপে উঠছে বাঙালির মন।

ওঁরা এসেছিলেন, 'অন্ধ প্রেম' ছবির একটা গানের দৃশ্যের শুটিং করতে। নায়ক-নায়িকা কলেজ পালিয়ে আমবাগানে প্রেম করছে, সেটা দেখে ফেলছে নায়কের বাড়ির ঝি।

এই ঝি-এর জন্য বিনোদিনী আজ আপনাদের কাছে কুইন বি। টালিগঞ্জের যে এক্সট্রাকে আনা হয়েছিল, সে হঠাৎ প্রবল বাহ্যে-বমি শুরু করে দেওয়ায় শুটিং পণ্ড হওয়ার জোগাড়। কেননা বিজয়-সুদীপা এবং এক্সট্রাকে নিয়ে একাধিক কম্বিনেশন শট ছিল।

শুটিং দেখতে যাওয়া গ্রাম্য ভিড়ের মধ্যে আমাকেই পছন্দ হয়ে যায় বরুণদার। পরে জেনেছি, তিনি ইউনিটের প্রোডাকশন কন্ট্রোলার ছিলেন। আমার চুলের মুঠি ধরে ভিড় থেকে সামনে টেনে নিয়ে বললেন, "এই মেয়েটাকে ঝি-ঝি দেখতে। অ্যাই! তুই অ্যাক্টিং করতে পারিস?"

আমার কী মনে হল, ঢক করে ঘাড় নেড়ে দিলাম। বরুণদা বললেন, "ঝিয়ের পার্ট করে দেখা তো," এ তো জলের মতো সোজা কাজ! আমার পিসি দু'বেলা পুকুরপাড়ে বাসন মাজতে গিয়ে ঘাটের দখল নিয়ে কোঁদল করে। বরুণদা কথা শেষ করামাত্র আমি বললাম, "ওরে ড্যাক্‌রা মিন্‌সে! ভদ্দরলোকের মেয়ের গায়ে হাত দিস! আজ তোকে যদি এইখানে পুঁতে না ফেলিচি, তো আমার নাম হাবলি নয়!"

BanglaBook.org

বরুণদা আমার চিৎকার শুনে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি চেঁচিয়ে বললাম, "ও শুটিংদা! অ্যাক্টিং ভাল হয়নি?"

"ওটা অ্যাক্টিং ছিল?" পালাতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে, একশো ডিগ্রি ঘুরে বরুণদা বললেন, "তুই তো দেখছি কালে কালে সুদীপার ঘাড়ে চাপবি। নাম কী তোর?"

শুটিংটা উতরে গেল। তিনটে ক্লোজ় শট আর বিজয়-সুদীপার সঙ্গে তিনটে লং শটের সংলাপহীন রোল ডিরেক্টর সুশীলবাবুর এত পছন্দ হয়েছিল যে তিনি 'অন্ধ প্রেম' ছবিতে আমার রোল বাড়িয়ে দেন। শুটিং শেষ করতে আমি কলকাতা শহরে এলাম। উঠলাম সুশীলবাবুর বাড়িতে।

সুশীলবাবু আমার মধ্যে কী দেখেছিলেন, কে জানে! ওঁর মেয়ে মিতা আমার সমবয়সি। আমাকে মিতার স্কুলে ভরতি করানো হল। মর্নিং স্কুলে যাওয়ার পাশাপাশি আমি নিয়মিত সুশীলবাবুর স্টুডিয়োতে যেতে লাগলাম।

আপনাদের মনে হতে পারে, আমার বাবা-মা আমার এই গৃহত্যাগকে কী চোখে দেখেছিলেন? উত্তরটা আমার জানা নেই। কমবয়সেই বুঝে গিয়েছিলাম, জীবনে একমাত্র ধ্রুব হচ্ছে পরিবর্তন। কাজেই ক্রমাগত পালটাও। এর ফলে অনেকে তোমার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু সাফল্য এভাবেই ধরা দেবে। আমার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে গেল নিত্যধন ও মণিমালা চট্টোপাধ্যায়। বেরিয়ে গেল হাবলি। বেরিয়ে গেল পলাশির আমবাগান, সান্ত্বনাময়ী বালিকা বিদ্যালয়। বাবার মৃত্যুর সময়ে একবার পলাশিতে ফিরলেও মা আর পিসির মৃত্যুতে ফিরতে পারিনি। তখন আমি বলিউডে শুটিং-এ ব্যস্ত।

যা হারিয়ে যায়, তা যায়। বিনিময়ে পাওয়াও যায় অনেক কিছু। পেলাম সুশীলবাবুর অপত্যস্নেহ, মিতার বন্ধুত্ব, বরুণদার দাদাগিরি এবং রামকুমার দে-র মতো ভাল বন্ধু।

আপনারা যাকে এখন আর্কেদে নামে চেনেন, সেই বিখ্যাত ফ্যাশন ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৭২ সালে, টালিগঞ্জের স্টুডিয়োয়। 'অন্ধ প্রেম' ছবির শেষদিনের শুটিং হচ্ছিল

BanglaBook.org

সেখানে। চিত্রসাংবাদিক নৃপেনবাবুর সঙ্গে আমতার গ্রাম থেকে আসা, ফ্যালফ্যালে চাহনির সেই যুবকটিকে দেখামাত্র প্রেমে পড়ে যাই।

হাসবেন না পাঠক-পাঠিকা! তখন এসব হত। ফার্স্ট লাভ, ব্লাশ করা, চিঠি চালাচালি, এইসব বোকা বোকা ঘটনা ঘটত। ঢোলা পাজামা পরা, কাঁধে ঝোলা ক্যামেরার ভারী ব্যাগ, রামকুমারকে দেখে আমার প্রতিটি রক্তকণা আনন্দনৃত্য শুরু করেছিল।

আজ বুঝি, একে বলে 'ক্রাশ'। আজ বুঝি, একে বলে 'ইনফ্যাচুয়েশন'। আজ বুঝি, একে বলে 'কাফ লাভ'। আজ বুঝি, একে বলে অন্ধ প্রেম। অন্যপক্ষের অনুভূতি না জেনে একা-একাই প্রেমে পড়া, এবং নীরবে কষ্ট পাওয়া একেই বলে।

রামকুমার কখনও আমার অনুভূতির কথা জানতে পারেনি। আমি জানতে দিইনি। আজ সে লন্ডনে থাকে। পৃথিবী বিখ্যাত ফ্যাশন ফোটোগ্রাফার। ১৯৭২ সালের স্বল্প সাক্ষাতের পরে তার জীবন তার মতো এগিয়েছে। আমার জীবন আমার মতো। আমি বিবাহিত, সুখী।

রামকুমারের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। জানি না, ভবিষ্যতে কোনওদিন হবে কিনা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সে ভাল থাকুক। কেননা আমার ভাবী স্বামীর সঙ্গে রামকুমারই আলাপ করিয়ে দেয়।

"আমরা নার্সিংহোমের সামনে এসে গিয়েছি," মোবাইলে সুনীলকে জানায় রাজা, "তুমি তিতিরের সঙ্গে কথা বলবে?"

"দাও," সোফায় আধশোওয়া হয়ে বলে সুনীল।

"ছোটমামু। কুইন বি ব্লগ্‌স-এর প্রথম এন্ট্রি পড়লাম। বেশ ইন্টারেস্টিং!"

"তোর সঙ্গে একমত। যাক গে! ওসব বাদ দিয়ে আপাতত কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের জন্য ধৃতিকান্ত মজুমদারের ইন্টারভিউটা নিয়ে ফেল।"

"উফ্‌ফ! এটা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে রিলেটেড কেরিয়ারের ইসু, ছোটমামু। ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং ওখানে চলবে না। আমাদের অন্য রাস্তা দেখতে হবে," তিতির বিরক্ত।

BanglaBook.org

"ভদ্রলোক যে স্ট্রিমের ডাক্তার, তাতে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড ওঁর পায়ের কাছে লুটোপুটি খায়! যা বলছি শোন। ওঁর মোবাইল নাম্বার লেখ।"

"কোন স্ট্রিম?" মোবাইলের কি প্যাডের লক খুলতে খুলতে বলে তিতির।

"ডক্টর ধৃতিকান্ত মজুমদার অত্যন্ত নামকরা একজন প্লাস্টিক সার্জন। নম্বরটা হল..."

নম্বর সেভ করে তিতির বলে, "কায়দাটা তা হলে একই রইল। ওঁর সঙ্গে কথা শুরু করে আমি তোমার মোবাইলে ফোন করব। তারপর মোবাইল কুর্তির পকেটে রেখে দেব।"

"হ্যাঁ," ফোন কাটে সুনীল। তিতির ধৃতিকান্তর মোবাইলে ফোন করে।

॥ ৫ ॥

আভিজাত্যর একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, নিজেকে লুকিয়ে রাখা। অর্থবান মানুষের 'ক্লাস' থাকলে তবেই সেটা সম্ভব। পুরো বাড়ি মার্বেলে মুড়ে, গ্যারাজ আর পাঁচিলেও মার্বেল বসিয়ে, ছ'টা দামড়া অ্যালসেশিয়ান পুষে আভিজাত্য কেনা যায় না। আভিজাত্য অর্জন করতে হয়।

লেক রোডের পাঁচিল ঘেরা তিনতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা মনে হল তিতিরের। অনেকখানি জায়গা জুড়ে পুরনো আমলের বাঙালি স্থাপত্যের বাড়ি এখন কলকাতা শহরে বিরল। যে ক'টা আছে, দেখভালের অভাবে 'কনডেম্ড বিল্ডিং'-এর মতো লাগে। মনে হয়, এই বুঝি ভেঙে পড়ল।

'মজুমদার নিবাস' সেরকম নয়। দুধসাদা বাড়িতে সম্প্রতি পোঁচ পড়েছে। কারুকার্য করা লোহার গেটে চকচকে পেতলের নেমপ্লেট। তাতে লেখা, 'ডক্টর ধৃতিকান্ত মজুমদার। এমবিবিএস। এমএস। এমসিএইচ।'

বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান দরজা খুলে দিল, কেননা একটু আগে তিতির ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছে। স্ত্রীবিয়োগে ভদ্রলোক খুব দুঃখিত, এরকমটা গলার আওয়াজ শুনে মনে হয়নি। বলেছে "আধঘণ্টা সময় দেব। আমার নার্সিংহোমের রাউন্ড আছে।"

তিনতলা বাড়ির নীচের দুটি তলা জুড়ে নার্সিংহোম। বাইরে তার কোনও বিজ্ঞাপন নেই। তিতির কিংবা রাজা কেউই মজুমদার্স ইস্থেটিক ক্লিনিকের নাম শোনেনি।

"এই নার্সিংহোমের নাম শুনিনি তো!" লিফ্‌টে উঠতে উঠতে বলেই ফেলল তিতির।

"শোনোনি, কেননা, এখানে শুধুমাত্র ইস্থেটিক সার্জারি করা হয়। আমার পেশেন্টরা গোপনীয়তা পছন্দ করেন," ড্রইংরুমে তিতির ও রাজাকে বসতে বলে ধৃতিকান্ত।

ধৃতিকান্তর মতো সুপুরুষ বঙ্গসন্তান এখন দেখা যায় না। ফুট ছয়েক লম্বা। টকটকে ফরসা রং। খড়্গনাসা। চওড়া কপাল। ব্যাকব্রাশ করা চুল। বিকেলে দাড়ি কামিয়েছে। গাল থেকে আফটার শেভের ফ্রেশ গন্ধ আসছে। রয়্যাল ব্লু রঙের প্যান্ট, দুধ সাদা ফুলস্লিভ শার্ট ও রয়্যাল ব্লু গ্যালিসে, হাফমুন রিডিং গ্লাসে ধৃতিকান্তকে কপিবুক চিকিৎসকের মতো লাগছে, যাকে দেখলে রোগীর অর্ধেক রোগ পালিয়ে যায়। মজুমদার নিবাসের মতো তার মালিকও আভিজাত্যে ভরপুর। কমবয়সে বিনোদিনী এর প্রেমে পড়ে অন্যায় কিছু করেনি।

"ইস্থেটিক সার্জারি ব্যাপারটা কী যদি একটু বলেন," নিজের মোবাইল থেকে সুনীলকে ফোন করে, মোবাইল পকেটে ঢোকায় তিতির। ডিক্টাফোন অন করে।

বসার ঘরটি বৃহৎ। একদিকে দেওয়ালে অ্যাকোয়ামেরিন ব্লু, বাকি তিনদিক হালকা সবুজ। সোফা এবং সেন্টার টেবিল ছাড়াও রয়েছে একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো। দেওয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের কয়েকটি ওরিজিন্যাল পেইন্টিং।

"প্লাস্টিক সার্জারি থেকে কসমেটিক সার্জারি, সেখান থেকে

BanglaBook.org

ইস্থেটিক সার্জারি। টেকনিক বদলাচ্ছে, দর্শন বদলাচ্ছে, সাবজেক্টের নামও বদলাচ্ছে। মূল বিষয়টা শল্য ও শিল্পের প্রতি প্রেম। বোঝাতে পারলাম?" কাজের লোক ট্রে-তে দু'কাপ কফি ও অ্যাসর্টেড কুকিজ় দিয়ে গিয়েছে। সেদিকে ইঙ্গিত করে ধৃতিকান্ত।

"হ্যাঁ," অনিশ্চিত ঘাড় নাড়ে তিতির, "আপনার নেমপ্লেটে লেখা ডিগ্রিগুলোর মধ্যে প্রথম দুটোর মানে জানি। এমসিএইচ কি ইস্থেটিক সার্জারির ডিগ্রি?"

"স্পট অন, লেডি," হাসে ধৃতিকান্ত, "ল্যাটিন কথাটা হল 'ম্যাজিস্টার চিরারজি'। সার্জারিতে এমএস করার পর তুমি স্পেশ্যালিস্ট হলে। এমসিএইচ করে হলে সুপার স্পেশ্যালিস্ট। কেউ ইউরোলজিস্ট হয়, কেউ নিউরোসার্জন হয়। আমি হয়েছি ইস্থেটিক সার্জন।"

"এসব কলকাতায় শেখা যায়?"

"যায়। তবে আমি শিখেছি লন্ডনে। আমি 'ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অব কসমেটিক সার্জনস'-এর ফেলো। এ ছাড়া 'অ্যাসোসিয়েশন অব প্লাস্টিক সার্জনস অব ইন্ডিয়া'-র এক্স প্রেসিডেন্ট," কথা বলতে বলতে পিয়ানোর পাশে রাখা একটা ভায়োলিনের বাক্স খোলে ধৃতিকান্ত। নরম লিনেনের টুকরো দিয়ে যন্ত্রটি পরম যত্নে মুছতে থাকে।

"আপনার শিল্পসংগ্রহ চোখে পড়ার মতো," দেওয়ালে ঝোলানো চিত্রকলার দিকে তাকিয়ে বলে রাজা।

"ও তো সামান্য নিদর্শন। অন্যান্য ঘরে আরও আছে। আমি একজন আর্ট কালেক্টর," ভায়োলিনে ছড় চালাতে চালাতে বলে ধৃতিকান্ত, "ইস্থেটিক সার্জনকে শিল্পপ্রেমী হতে হয়, সাইকোলজিস্ট হতে হয়..."

"সাইকোলজিস্ট কেন?" কফিপান থামিয়ে জানতে চায় তিতির।

"যখন কোনও রোগী মানসিক অস্থিরতার জন্য সার্জারি চায় তখন আমাকে সাইকোলজিস্টের ভূমিকা পালন করতে হয়। 'কোনও রোগী' বলা ভুল। সবারই নিজের বডি ইমেজ সম্পর্কে ডিসটর্টেড ধারণা থাকে। এত লাইপোসাকশন, এত টামি টাক, নোজ় জব,

BanglaBook.org

বোটক্স শট্‌স... এমনি-এমনি হয় না।”

বুঝতে সময় নিল তিতির। লাইপোসাকশন মানে অপারেশন করে ভুঁড়ি কমানো। টামি টাক মানে কোমর সুগঠিত করা। নোজ় জব মানে নাক সুগঠিত করা। বোটক্স শট্‌স মানে ‘বটুলিনাম টক্সিন’ ইঞ্জেকশন দিয়ে মুখের বলিরেখা কমানো। টিভি বা ম্যাগাজ়িনে এইসব নিয়ে হামেশাই আলোচনা থাকে।

“বিনোদিনীর কোনও ইস্থেটিক সার্জারি আপনি করেছেন নাকি?” ইন্টারভিউয়ের মোড় ঘোরানোর প্রশ্নটা করেই ফেলল তিতির। ধৃতিকান্ত ভায়োলিন বাজাতে বাজাতে বলল, “এগুলো পেশেন্ট-ডাক্তারের মধ্যের গোপনীয় তথ্য। মিডিয়ার জন্য নয়।”

“এখন উনি মারা গিয়েছেন, কিছু বলুন না,” কুকিতে কামড় মেরে বলে রাজা।

“ও। তোমরা জেনে গিয়েছ,” ভায়োলিন নামিয়ে ধৃতিকান্ত বলে, “মোবাইলটা তা হলে অফ করি। ল্যান্ডলাইনের তারও খুলে রাখি। বিড়ম্বনা আমি একদম পছন্দ করি না।”

স্ত্রীর মৃত্যুতে এতটুকু দুঃখ পাচ্ছে না ভদ্রলোক, এটা অস্বাভাবিক নয়? তিতিরের অবাক লাগছে। তারা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছে। বাড়ি থেকে বের করে না দিয়ে তার উত্তরও দিচ্ছে, এটা অস্বাভাবিক নয়? তিতির জানে এই পরিস্থিতিতে রাজা ‘অলআউট’ খেলবে।

হলও তাই। নিজের ভিজ়িটিং কার্ড বাড়িয়ে, পরিচয় জানিয়ে রাজা বলে, “স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর থেকে, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর তদন্তভার এজেন্সিকে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে কথা বলতে পারি?”

“পারেন,” নির্বিকার উত্তর ধৃতিকান্তর। আধঘণ্টা সময় দিয়েছিল কথাবার্তার জন্য। সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে, সে খেয়াল নেই। নার্সিংহোমে রাউন্ডের চিন্তা মাথা থেকে বেরিয়ে গেল নাকি?

“বিনোদিনীর সঙ্গে আপনি থাকেন না কেন?” জিজ্ঞেস করে রাজা।

“খুব সহজ উত্তর। ওর কর্মক্ষেত্র মুম্বই, আমার কলকাতা শহর। বাধ্য হয়ে লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ। তবে প্রতি দু’মাসে আমি

BanglaBook.org

একবার মুম্বই যাই, ও-ও একবার কলকাতা আসত। দেখাসাক্ষাৎ নিয়মিত হত। সেগুলো মিডিয়া জানে না। অবশ্য প্রথম আলাপ ও বিয়ের সময়ে আমরা জানতাম না যে, একদিন এইভাবে আলাদা শহরে জীবন কাটাতে হবে।"

"আপনারা বাচ্চার জন্য চেষ্টা করেননি?"

"করেছিলাম। দূরত্বের জন্যে মেলামেশা কম হত," তিতিরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলে ধৃতিকান্ত, "যখন ইনফার্টিলিটি ক্লিনিকে গেলাম, ইট্‌স টু লেট," আরও কিছু বলতে গিয়ে, ভুরু কুঁচকে সামান্য ভেবে, চুপ করে গেল সে।

"আপনার সঙ্গে বিনোদিনীর আলাপ কীভাবে?"

"ওহ্! সে অনেকদিন আগে। ১৯৭৩ সালে। ও তখন সদ্য কলকাতায় এসেছে। কলুটোলা স্ট্রিটে হিন্দি শিখতে যেত। আমি মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে থাকতাম। রাস্তায় চোখাচোখি হয়। সেই থেকে আলাপ। তখন এত ফোনটোন ছিল না। রাস্তায় এক টুকরো কাগজ ফেলে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল কখন, কোথায় দেখা হবে। ছেলেমানুষি সব!" পুরনো দিনের কথা মনে পড়ায় আপেলের মতো লাল হয়ে ওঠে ধৃতিকান্তর গাল।

"তারপর?" রুদ্ধশ্বাসে জানতে চায় তিতির।

"দেখা করার জন্য মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্টিন ছিল সেফ। আমার জন্য সেফ নয়, আমি বন্ধুদের আওয়াজ খেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। বিনুর জন্য সেফ ছিল। সুশীলবাবুর চেনাশোনা কারও সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য।"

"তারপর?" ঠান্ডা কফি একচুমুকে শেষ করে বলে তিতির।

"তোমার কম বয়স। এইসব প্রেমের গপ্পো ভালই লাগবে," হাসে ধৃতিকান্ত, "আমাদের ওই যাকে বলে, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। রোজ দেখা হওয়া চাই। রোজ কলকল করে কত কথা বলত বিনু। বাবা-মায়ের কথা, পিসির কথা, সান্ত্বনাময়ী স্কুলের কথা। অন্ধ প্রেম-এর শুটিং-এর কথা, সুশীলবাবুর কথা, রামকুমারের কথা।"

"রামকুমার?" কায়দা করে প্রশ্ন ছোড়ে রাজা।

BanglaBook.org

"এক ছোকরা ছিল ফিল্মি লাইনের। মফস্‌সল থেকে আসত। সে তখন বিনুর প্রেমে হাবুডুবু। রোজ সকালবেলা সুশীলবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। বিনু বেরোলে পিছন পিছন হাঁটত।"

"সুশীলবাবুকে বলে দিলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।"

"বলেনি। কেননা প্রথম কয়েকদিন ছোকরাকে বিনু লাই দিয়েছিল। আসলে বিনু যাকে বলে..." গলা খাঁকরে শব্দ খোঁজে ধৃতিকান্ত, "কনভেনশনালি বিউটিফুল ছিল না। অন্তত বাঙালি ঘরানার সুন্দরী নয়। অনেকটা লম্বা, ভীষণ রোগা, শ্যামলা গায়ের রং, হনু দুটো উঁচু। ও কখনও ছেলেদের কাছ থেকে অ্যাপ্রিসিয়েশন পায়নি। রামকুমারই প্রথম যুবক যার চোখে অ্যাপ্রিসিয়েশন ছিল। সেটাই বিনু রেসিপ্রোকেট করে। আমার সান্নিধ্যে এসে নিজের ভুল বুঝতে পারে বিনু।"

"ওঁর পছন্দের প্রশংসা করতেই হবে," একগাল হেসে বলে তিতির। সে মনে মনে এখনকার আর্কেদে আর ধৃতিকান্তর তুলনা সেরে ফেলেছে।

"বিনোদিনী নিজের ভুল সংশোধন কীভাবে করলেন?" রাজা প্রশ্ন চালিয়ে যাচ্ছে।

"জানাটা কি জরুরি?" তিতিরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলে ধৃতিকান্ত।

"হ্যাঁ। জরুরি। আপনার বলতে সংকোচবোধ হলে তিতির অন্যঘরে গিয়ে বসবে।"

রাজার ইশারা বুঝতে পেরে তিতির পিয়ানোর পাশের দরজা দিয়ে বারান্দায় যাওয়ার সময় পকেট থেকে মোবাইল বার করে পিয়ানোর উপরে রেখে দিল। এখনকার কথাবার্তা সে শুনতে না পেলেও একটু বাদে ডিক্টাফোনে পাবে। ফোনটা ছোটমামুর শোনার জন্য।

"ডিক্টাফোন অফ করুন," তিতির বেরিয়ে যাওয়ার পরে রাজাকে বলে ধৃতিকান্ত। রাজা যন্ত্রটির অফ বাটন টেপে।

"আপনারা দু'জনে এই যে একসঙ্গে এলেন, একজন সাংবাদিক সেজে আর অন্যজন গোয়েন্দা হিসেবে, এর পিছনে যুক্তিটা কী?

BanglaBook.org

প্রথমে কমবয়সি মেয়েটিকে এগিয়ে দেওয়ার মানে কী?" ধৃতিকান্তর কণ্ঠস্বরে কোনও রাগ নেই। আগের মতোই তা নিস্পৃহ ও উদাসীন।

"ওয়েল, এটা ফ্যাক্ট যে, ঋণীকে ওর কাজটা করতে হচ্ছে। শি হ্যাজ় গট আ টাইম বাউন্ড প্রজেক্ট। ওকে যাঁদের ইন্টারভিউ নিতে হচ্ছে, তাঁরাই আমার দরকারের মানুষ। তাই ওর সঙ্গে নিজেকে ট্যাগ করে নিয়েছি। আপনার আপত্তি থাকলে বলবেন না। কিন্তু তা হলে পুলিশি জেরার মুখে পড়তে হবে," বলে রাজা।

"বলব না কখন বললাম? আমি শুধু আপনাদের এই কম্বিনেশনের একটা এক্সপ্ল্যানেশন চাইছিলাম। আপনার উত্তরে আমি সন্তুষ্ট। বাই দ্য ওয়ে, এটা কি প্রমাণিত যে, বিনু খুন হয়েছে?"

"এখনও নয়। পিএম রিপোর্ট এখনও আসেনি। ভিসেরা কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে পাঠানো হয়েছে।"

"মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় রয়েছে। আপনাকে বরং ১৯৭৩ সালের ঘটনাটা বলি। যেদিন রামকুমারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়," কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধৃতিকান্ত বলেন, "বিনু একদিন বলল, সে ইডেন হস্টেলে আমার রুমে আসবে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ। ওই সময়ই ও হিন্দি শেখার জন্য কলুটোলা স্ট্রিটে যেত।

"ডাক্তারি হস্টেলে ছেলেদের রুমে মেয়েদের ঢোকা নিয়ে কোনও বাধা-নিষেধ নেই। তবে এর আগে বিনু কখনও রুমে আসেনি। সেদিন প্রথম এল। ফাঁকা ঘর। এক জোড়া জোয়ান ছেলেমেয়ে। ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে যা হয় আর কী! হঠাৎ দরজায় খটখটানি," মসৃণ গালে হাত বুলিয়ে সামান্য ভাবে ধৃতিকান্ত, "দরজা খুলতে সময় লাগল। ছিটকিনি খুলে দেখি একজন অচেনা ছেলে। আমাকে না বলে, বিনু রামকুমারকে ইডেন হস্টেলে আমার রুম নম্বর দিয়ে সাড়ে পাঁচটার সময় আসতে বলেছিল। রামকুমারকে বলেছিল, 'একজন বন্ধু আছে। তারও ছবি তোলায় খুব আগ্রহ,' যদিও তখন আমার কোনও ক্যামেরা নেই।"

"আমি অচেনা ছেলেটিকে বললাম, "আপনি?"

BanglaBook.org

ছেলেটি বলল, "আমি রামকুমার দে। বিনোদিনী আমাকে এখানে আসতে বলেছে।"

আমি খেয়াল করলাম, রামকুমারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখমুখ লাল। আমাকে টপকে তার দৃষ্টি ঘরের ভিতরে। পিছন ফিরে আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। যে বিনু এতক্ষণে শাড়ি জড়িয়ে বসেছিল, সে এখন শাড়ি খুলে শুধু সায়া ও ব্লাউজে আচ্ছাদিত। চোখে-মুখে অদ্ভুত আশ্লেষ। চুল এলোমেলো, ব্লাউজের বোতাম খোলা। যেন শরীর দেওয়া-নেওয়ার খেলায় তাল কেটে গিয়েছে।"

"তারপর?"

"রামকুমার থতমত খেয়ে চলে যাচ্ছিল। বিনু তার পাঞ্জাবির গলা ধরে, ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় ছিটকিনি দিল। হিসহিস করে বলল, 'আলাপ করিয়ে দিই, এর নাম ধৃতিকান্ত মজুমদার। ডাক্তার। আমার ভাবী স্বামী। তোমার মতো গাঁইয়াকে পাত্তা দেব, এটা ভাবলে কী করে? যদি আর কখনও আমার পিছু নিয়েছ তা হলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব,' তারপর আমাকে চমকে দিয়ে রামকুমারের সামনে আমার ঠোঁটে ঠোঁট ডোবাল।"

রাজার শুনতে অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। সংলাপ চালু রাখতে সে বলল, "তারপর?"

"আমি জানি না মিস্টার চৌধুরী। কম বয়স, রক্ত গরম, এক্সিবিশনিজ়মের লোভ, কী-কী করেছিলাম আজ আর মনে করতে পারি না। মনে করতে পারি না, ঠিক কখন কাঁদতে কাঁদতে রামকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আজ বুঝি, বিনু জন্ম-অভিনেত্রী। ইনহিবিশন কাটিয়ে ফেলা, সহ-অভিনেতাকে ঠিক সময়ে কিউ দেওয়া, দর্শককে অভিনয় দক্ষতায় চমকে দেওয়া, সব গুণ ওর মধ্যে ছিল। বছর দুয়েক প্রেম করার পর ১৯৭৫ সালে আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি।"

"রামকুমারের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি?"

"হয়েছিল। আমাদের বিয়ের সময়ের আশপাশে। রামকুমার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওর বিয়ের ঠিক আগে।"

"উনি বিবাহিত?" আকাশ থেকে পড়ে রাজা।

BanglaBook.org

"না। সম্বন্ধটা ভেঙে যায়। কেননা ও ইমপোটেন্ট। ডাক্তারি পরামর্শের জন্য আমার কাছে এসেছিল। আমি ওকে সাইকায়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাই। সাইকোলজিক্যাল ইমপোটেন্সি। যাকে ভালবাসত, তাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে স্বেচ্ছায় মিলিত হতে দেখার মেন্টাল ট্রমা ওর যৌনজীবন ছারখার করে দিয়েছিল। নিজের কাছ থেকে পালাতেই ও দেশ ছাড়ে। এখন নামকরা ফোটোগ্রাফার। অনেকদিন বাদে গতকাল দেখা হল।"

রাজা চুপ। নৈঃশব্দের মধ্যে তিতির এ ঘরে ঢুকে পড়েছে। বারান্দা থেকে কান পেতে সে সব কথা শুনতে পেয়েছে। পিয়ানোর উপর থেকে মোবাইল তুলে পকেটে ঢুকিয়ে সে বলল, "আপনার বাড়ির সামনে টিভি চ্যানেলের তিনটে ওবি ভ্যান দাঁড়িয়ে। দারোয়ান সামলাতে পারছে না।"

"দুঃস্বপ্ন শুরু হল," হাত ঘড়িতে সময় দেখে ধৃতিকান্ত, "কাজ শেষ হয়ে গিয়ে থাকলে আপনারা আসতে পারেন।"

"আমার দুটো প্রশ্ন আছে," বলে রাজা। "আপনি কাউকে সন্দেহ করেন? কে বিনোদিনীকে খুন করতে পারে?"

"সন্দেহ করা আমার কাজ নয় মিস্টার চৌধুরী, ওটা আপনার কাজ। তাও বলি, সাক্ষী উইগওয়ালার সঙ্গে কথা বলে দেখুন। আরও কিছু জানতে পারবেন।"

"শেষ প্রশ্ন। আপনি আমার মতো অচেনা একজনকে এত কথা গড়গড় করে কেন বললেন? এটা আমার খুব অস্বাভাবিক লাগছে। ছ'টা বাজে। আপনার রাউন্ড দেওয়ার সময় তো পেরিয়ে গেল।"

রাজার কথা শুনে হাসে ধৃতিকান্ত, "রামকুমারের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। আপনারা আসবেন আমি জানতাম। আমার ধারণা বাকিরাও অলরেডি জানে। কেরিয়ার ওয়ার্ল্ডের ইন্টারভিউয়ের মুখোশটার আর প্রয়োজন নেই। সরাসরি কথা বলুন।"

"ওটা মুখোশ নয়!" চেঁচিয়ে বলে তিতির, "আমার এই অ্যাসাইনমেন্টটা সত্যিই আছে।"

টেবিল থেকে ডিক্টাফোন নেয় সে।

BanglaBook.org

"হোয়াটএভার!" ফরাসি কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে ধৃতিকান্ত বলে, "সব বললাম, কেননা আমি চাই সত্য উদ্ঘাটিত হোক।" হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সদ্য বিপত্নীক ইস্থেটিক সার্জন।

লিফ্টের দিকে এগোয় রাজা আর তিতির।

॥ ৬ ॥

"টিভি বন্ধ কর বোনো," ক্লান্ত গলায় শিউলিকে বলে সুনীল। বসার ঘরের দেওয়ালে ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি ঝুলছে। শিউলি ক্রমাগত চ্যানেল চেঞ্জ করছে। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, সব চ্যানেলে একটাই খবর। বিনোদিনীর মৃত্যু। ফুটেজের কোনও অভাব নেই। ওঁর অজস্র ছবির ক্লিপিংসের পাশাপাশি বলিউডের সমস্ত শিল্পীর শ্রদ্ধার্ঘ্য-বাইট। বাংলা চ্যানেলগুলো ওঁর বাঙালি শিকড় ধরে টান দিচ্ছে। পলাশি ও কলকাতাবাস, বাংলা সিনেমার দৃশ্য, তারপরই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড।

ইংরিজি চ্যানেলে চলছে প্যানেল ডিসকাশন। মাল্টিট্যালেন্টেড বিনোদিনীকে নিয়ে সর্বভারতীয় ডিসকোর্স। পটবয়লার মুভির সেক্সি হিরোইন না আর্টহাউজ় ছবির থিঙ্কিং অভিনেত্রী? মুখোশের পিছনে আসল মানুষটা কীরকম? এই তাদের অনন্ত আলোচনার বিষয়।

হিন্দি চ্যানেলের 'সনসনাতি হুই খবরেঁ' উঠে পড়ে লেগেছে 'আনন্যাচারাল ডেথ' অ্যাঙ্গলটি নিয়ে। জবড়জং ইনফোগ্রাফিক্স দিয়ে তারা দর্শকের মনে এই আশঙ্কা ঢোকানোর চেষ্টা করছে, যে বিনোদিনীর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

গত একঘণ্টা ধরে রাবিশ শুনে শুনে ক্লান্ত সুনীল। এ ছাড়া, তার জ্বর এসেছে। একটু আগে জ্বর কমার ওষুধ দিয়েছে শিউলি। ভাইয়ের কথা শুনে টিভি অফ করে সে বলে, "এককাপ চা খাবি?"

"ওরা আসুক। একসঙ্গে খাব," গুঁড়ি মেরে বসে বলে সুনীল, "এখন ওরাই আমার ভরসা।"

বলতে না-বলতে ডোরবেল বাজল। শিউলি দরজা খুলে দিতে

BanglaBook.org

তিতির লাফাতে লাফাতে ঢুকল। পিছন পিছন রাজা। দু'জনেরই বিধ্বস্ত চেহারা। তিতির ন্যাপস্যাক সোফায় ছুড়ে নিজের ঘরে ঢোকার আগে চেঁচাল, "মা, চা করো। আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।"

রাজা অন্য সোফায় শরীর এলিয়ে বলল, "ওফ! খুব ধকল গেল।"

"আগামী দু'দিনও যাবে। কিছু এনার্জি সেভ করো," ক্লান্ত গলায় বলে সুনীল। শিউলি চারকাপ চা করে টেবিলে রাখল। চায়ে চুমুক দিয়ে সুনীল বলল, "প্রথমে আজকের ফলো আপ। এক নম্বর, তুষার ময়না তদন্তর রিপোর্ট স্ক্যান করে মেল করেছে। আমি প্রিন্ট আউট বার করেছি," একটা লম্বা কাগজ দেখিয়ে সে বলে, "আমি শুধু ওপিনিয়ন পড়ছি, 'কজ় অব ডেথ ইজ় কার্ডিওরেসপিরেটারি ফেলিয়োর, মে বি ডিউ টু পয়জ়নিং, হুইচ ইজ অ্যান্টিমর্টেম ইন নেচার। হাউএভার, ফাইনাল রিপোর্ট ইজ় উইথহেল্ড টিল অ্যারাইভ্যাল অব কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট অব ভিসেরি', কিছু বোঝা গেল?"

"হয়তো বিষক্রিয়ার কারণে মৃত্যু। কী বিষ সেটা পরে জানা যাবে। সোজাসাপটা কথা। কিন্তু ভিসেরি মানে কী?" চায়ে চুমুক দিয়ে তিতির বলে।

"ওটা ভিসেরা-র প্লুরাল। দু'নম্বর, ক্রাইম সিনের সব ছবি তুষার মেল করেছে। আমি আলাদা ফাইলে রেখেছি। এই দ্যাখ," কম্পিউটারের 'মাই পিকচার' ডকুমেন্ট খুলে একগাদা ছবির দিকে ইশারা করে সুনীল। রাজা আর তিতির ছবিগুলো দেখতে থাকে।

জ়ানাডু রুমের ছবি। চড়া আলোয় তোলা। মেঝেয় পড়ে আছেন বিনোদিনী। লংশট, মিড শট, ক্লোজ় আপ, সবরকম ছবি রয়েছে।

"কোনও র‍্যাশ দেখা যাচ্ছে না তো?" মুখের একটা ক্লোজ় শট এনলার্জ করে বলে তিতির।

"এগুলো ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরের ছবি। র‍্যাশ মিলিয়ে গিয়েছে। টেবিলের এক কোণে দেখ কয়েকটা অ্যাম্পিউল, সিরিঞ্জ আর আইভি নিড্‌ল পড়ে। ওগুলো তুষার সিজ় করেছে। ডেরিফাইলিন, ডেকাড্রন,

BanglaBook.org

ডোপামিন আর অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পিউল, কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য পাঠানো হয়েছে।"

"কেন?" চায়ে চুমুক দিয়ে জানতে চায় রাজা।

"অনেক সময় ভেজাল ওষুধের কারণেও মৃত্যু হয়। কোনও অ্যাঙ্গলই বাদ রাখা হচ্ছে না। এই রিপোর্ট আগামীকাল বা পরশু পাওয়া যাবে।"

"আচ্ছা, বিনোদিনী সোনালি আর সবুজ কম্বিনেশনের ড্রেস পরে কেন?" ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলে রাজা।

"আমসূত্র গয়নার ডিজ়াইনে সোনালি আর সবুজ রংই আসবে। সোনার সোনালি আর কাঁচা আমের সবুজ," তিতির আঙুল দিয়ে দেখায়, "শাড়ি সবুজ, পাড় সোনালি। ব্লাউজ় সোনালি, বর্ডার সবুজ, কনট্যাক্ট লেন্স সি গ্রিন, ফ্ল্যাট হিল জুতো সবুজ। হাত আর গলার গয়নাগুলো সোনার, তাতে পান্না আর হিরে বসানো।"

"আম্রাবর্তর কোনও ছবি নেই," মন্তব্য করে রাজা।

"তার মানে ওটা ছবি তোলার আগে গায়েব হয়েছে," চায়ে চুমুক দেয় তিতির।

"তুষার বলছিল, জ়ানাডু রুমটা ইম্যাজিনারি তিনভাগে ভাগ করা ছিল। একদিকে পাঁচটা চেয়ার আর সেন্টার টেবিল। এটা সিটিং জ়োন। মাঝখানটা শুটিং জ়োন। এখানে ছিল একটা থ্রোন। তার উপরে আম্রাবর্ত। আর ছিল দুটো ক্যামেরা, দুটো ট্রাইপড, ছ'টা রিফ্লেক্টর, তিনটে হাজার ওয়াটের আলো। আলো করতে টালিগঞ্জ থেকে তিনটে ছেলেকে ভাড়ায় আনা হয়েছিল। তারা আলো করে বেরিয়ে গিয়েছিল। একদম অন্যপাশে মেকআপ জ়োন। এখানে রয়েছে একটা মেকআপ টেবিল এবং চেয়ার। শাড়ির হ্যাঙার, অন্য পোশাকের হ্যাঙার, গয়নার বিশাল বাক্স। সবগুলোই খোলা। বিনোদিনীর জন্য খাট, টেবিল আর চেয়ার। টেবিলে ওঁর মেডিসিন কিট, কনট্যাক্ট লেন্সের বাক্স, ভাঙা অ্যাম্পিউল আর ব্যবহৃত সিরিঞ্জ রয়েছে," ছবি দেখাতে দেখাতে বলে সুনীল, "টেবিল ফাঁকা, চেয়ার ফাঁকা। খাটের উপরে বা তলায় কোথাও আম্রাবর্ত নেই।

BanglaBook.org

তিনটে জোনের প্রতি ইঞ্চির ছবি আছে। কোথাও নেই।”

কেউ কোনও কথা বলল না।

“বিনোদিনী যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন সিটিং জোনে ছিল পাখি আর ইলা, শুটিং জোনে ছিল আর্কেদে আর বিবি মেহতা। মেকআপ জোনে ছিল বিনোদিনী, আমিশা আর সাক্ষী। বিনোদিনী ফ্লোরে বসে পড়ার পরে সবাই শুটিং জোনে চলে আসে। এরপর কোনও একসময়ে আম্রাবর্ত গায়েব হয়ে যায়।”

সবাই চুপ।

“এবার কালকের প্ল্যান। আমার সঙ্গে বাদল চট্টোপাধ্যায়ের ফোনে কথা হয়েছে। উনি লাল বিকন আর হুটারওয়ালা পুলিশি জিপ পাঠাবেন। ড্রাইভারসহ। ড্রাইভারের নাম মোহিত। বন্‌ধে তোদের মুভ করতে অসুবিধে হবে না। কার কাছে প্রথমে যাবি, তিতির?”

“আমি বাড়ি ফেরার সময়ে ফোনে সাক্ষী উইগওয়ালার সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। উনি সকাল ন’টার সময় কিড স্ট্রিটের হেয়ার স্পা-তে থাকবেন। ওঁকে কভার করে যেতে হবে হাওড়ার গ্রিনল্যান্ড ক্লাবে। ওখানে বিবি মেহতা থাকবেন। আমসূত্রর ফ্যাশন শোয়ের রিহার্সালে।”

“আবার হাওড়া!” হতাশ হয়ে বলে রাজা।

“তুমি তো গাড়ি চালাবে না। তোমার কীসের ফ্রাস্ট্রেশন?” ইয়ারকি মারে তিতির, “ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পাবে বলে কথা!”

“বাই দ্য ওয়ে,” বলে রাজা, “রামকুমারের কাছ থেকে সবাই সব জেনে গিয়েছে। সাক্ষী বা বিবির গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলতে বা কেরিয়ার ওয়াল্ডর্কে ইন্টারভিউ দিতে কোনও আপত্তি নেই। তবে পুলিশ যেন সঙ্গে না থাকে। এটাই ওদের একমাত্র শর্ত।”

শিউলি ডাইনিং টেবিল থেকে হাঁক পাড়ে, “রাজা, তিতির, তোমরা খেয়ে নাও। সুনীলকে আমি খাইয়ে দেব।”

“খাইয়ে দেবে?” হ্যা হ্যা করে হাসে রাজা।

“দেখছ না! বেচারি মন দিয়ে বিনোদিনীর ব্লগ পড়ছে!” তিতিরের কান ধরে তাকে ডাইনিং টেব্‌লে নিয়ে যায় শিউলি। তিতির মনে মনে

BanglaBook.org

ভেবে নেয়, ঘুমোনোর আগে সেও ল্যাপটপ থেকে ব্লগের দ্বিতীয় এন্ট্রিটা পড়ে নেবে।

কুইন বি ব্লগস ॥ পোস্টেড অব টুয়েন্টিয়েথ জুন অ্যাট ইলেভেন পিএম (বঙ্গানুবাদ)

সরি সরি সরি সরি! কুড়িদিন পর আবার সময় পেলাম। আসলে আমার পুরনো কম্পিউটারটা, ওয়েল, পুরনো হয়ে গিয়েছিল। ওটাকে বিদেয় করে একটা নতুন ল্যাপটপ কিনলাম। তারওয়ালা মোডেম রইল। সঙ্গে একটা বে-তার ডেটা কার্ড কিনে নিয়েছি। আশা করা যায় এখন থেকে শুটিং-এ গিয়েও ব্লগ করতে পারব।

আপনাদের এত কমেন্ট জমেছে আমার প্রথম এন্ট্রি নিয়ে, যে আমি অভিভূত! দেড়হাজার! সবাইকে অজস্র ধন্যবাদ। আপনাদের ভালবাসাই আমার এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। এবার আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিই। অনেকেই জানতে চেয়েছেন, ছাপ্পান্ন বছর বয়সে, (খেয়াল করবেন, আমি বয়স লুকোই না!) আমি এত টেকস্যাভি কী করে। উত্তরটা গত ব্লগেই ছিল। আমি ক্রমাগত নিজেকে পালটাই। আমি সবসময় নতুনের পূজারি (এই যেমন ডেস্কটপ থেকে ল্যাপটপে শিফ্‌ট করলাম)।

কাজেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টেকস্যাভি হয়ে উঠতে আমার অসুবিধে হয়নি।

অনেকে লিখেছেন, আমার যে স্বামী আছে, এটা তাঁরা জানতেন না। স্বাভাবিক। তিনি গ্ল্যামার জগতের বাসিন্দা নন। মিডিয়ার সামনে মুখ দেখাতে অপছন্দ করেন। তাই আপনারা জানেন না। তবে আজ আমি তাঁর কথাই বলব। বলব, আমার কলকাতা-বাসের গল্প।

সুশীলবাবু আমাকে কলকাতার স্কুলে ভরতি করালেন, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করালেন, (ফার্স্ট ডিভিশন! এখনও মার্কশিট আছে) কিন্তু 'অন্ধ প্রেম'-এর ওই এক্সট্রার চরিত্রের পর অন্য কোনও ফিল্মে চান্স দিলেন না। অন্ধ প্রেম-এর চরিত্রলিপিতে আমার নাম ছিল না।

BanglaBook.org

উনি নিয়মিত আমায় স্টুডিয়ো নিয়ে যেতেন। শুটিং-এর টেকনিক্যাল নানা কাজ শেখাতেন।

উনি আমার জন্য নিয়োগ করেন ইংরেজি এবং হিন্দি শেখার দু'জন মাস্টারমশাই। মার্কুইস স্ট্রিটের পিটার অস্টিনের কাছে সপ্তাহে দু'দিন ইংরিজি এবং কলুটোলা স্ট্রিটের ফুয়াদ আলির কাছে সপ্তাহে দু'দিন হিন্দি শিখতাম। একটু-একটু উর্দুও। ততদিনে আমার গায়ে কলকাতার হাওয়া লেগে গিয়েছে। একাই মর্নিংস্কুলে যাই। সেখান থেকে টালিগঞ্জ। সেখান থেকে কোনওদিন মার্কুইস স্ট্রিট, কোনওদিন কলুটোলা।

একদিন সুশীলবাবু আমাকে দিয়ে একটা ফর্ম ফিল আপ করালেন। সেটা 'মিস ক্যালকাটা' প্রতিযোগিতার ফর্ম। রামকুমার আমার দুটো ছবি তুলে দিল। একটা লংশট আর একটা মুখের ক্লোজ় আপ। ছবিগুলো আর ফর্মটা নিয়ে সুশীলবাবু কী করলেন আমি জানি না। দিন কয়েক বাদে আমাকে ডেকে পাঠানো হল মধ্য কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবে। আমি জানতে পারলাম মিস ক্যালকাটার প্রাথমিক নির্বাচনে আমি উতরে গেছি। অন্য আরও উনত্রিশজন মেয়ের সঙ্গে আমিও ক্যাটওয়াক করলাম, প্রশ্নের উত্তর দিলাম (তখন বুঝতে পারলাম, পিটার অস্টিনের কাছে ভরতি করার সময় সুশীলবাবু কতদূর পর্যন্ত ভেবেছিলেন!) এবং প্রথম দশজনের মধ্যে নির্বাচিত হলাম।

মূল প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হই। ক্রাউন এবং স্যাশে পরার সময় জানতে পারি একটা বিস্ময়কর তথ্য। মিস ক্যালকাটা হওয়া মানে ইভ পত্রিকা আয়োজিত 'মিস ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতার জন্য অটোমেটিক্যালি নমিনেটেড হওয়া। স্টেজ থেকে নামার পর, ফ্ল্যাশের ঝলমলানি শেষ হওয়ার পর, ফোটো জার্নালিস্টদের জন্য পোজ় দেওয়া শেষ হওয়ার পর, ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরার সময় সুশীলবাবু বলেছিলেন, "আমার জহুরির চোখ। এখন তোর ডেস্টিনেশন বম্বে!"

"বম্বে (তখন বম্বে ছিল। মুম্বই নয়।) যাব?" আমি তো অবাক!

BanglaBook.org

সুশীলবাবু বলেছিলেন, "কুয়োর ব্যাং! সবে বাইরে এসেছিস, সমুদ্দুর এখনও অনেক দূর!"

আবার পুরোদমে ইংরেজি আর হিন্দির ক্লাস শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে টেব্‌ল ম্যানার্স, ক্যাটওয়াক, এটিকেট, কথা বলার কায়দা, নিজেকে ক্যারি করা... যা আজকাল প্রতিটি পাড়ার গ্রুমিং স্কুলে শেখানো হয়। আপনাদের শুধু মনে রাখতে বলব, সেটা ছিল ১৯৭৩ সাল।

সেই সময়ই আমি দেখা পেলাম আমার ভাবী স্বামীর। ধৃতিকান্ত পড়ত মেডিক্যাল কলেজে। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। লেক রোডে বাড়ি। বাবা-মা দু'জনেই নামকরা চিকিৎসক। ছেলে ডাক্তার হবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে ওর ছবি তোলার শখও ছিল। সেই সূত্রেই আলাপ রামকুমারের সঙ্গে। টালিগঞ্জের স্টুডিয়োতে এসেছে। আমি খেয়াল করিনি। রামকুমার বলল, "একজন ডাক্তারবাবু তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।"

আমি বললাম, "কেন?" রামকুমার বলল, "সেটা তুই ডাক্তারবাবুকেই জিজ্ঞেস করিস।"

এক বিকেলে রামকুমার আমাকে নিয়ে গেল মেডিকেল কলেজের ক্যান্টিনে। সেদিন কলুটোলা স্ট্রিটের ফুয়াদ আলির কাছে আমার হিন্দির ক্লাস। ক্লাসটা করা হয়নি। ছ'ফুট লম্বা, ফরসা, সুগঠিত ধৃতিকান্ত আমার মন কেড়ে নেয় এক মুহূর্তে। আমি বুঝতে পারি এ-ই আমার স্বপ্নের পুরুষ, যার সঙ্গে জীবন কাটাতে ভাল লাগবে। যার সন্তান গর্ভে ধারণ করলে আমি সম্পূর্ণ হব। যার সঙ্গে যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য কাটালে আমি পূর্ণতা পাব। যার সুখে আমি হাসব, যার দুঃখে আমি কাঁদব। এই সেই পুরুষ। রামকুমারের প্রতি ইনফ্যাচুয়েশন আমার মন থেকে কর্পূরের মতো উবে গেল। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম, ধৃতিকান্তর মতো মানুষ আমাকে উপহার দেওয়ার জন্য।

টানা দু'বছর আমি এবং ধৃতিকান্ত প্রেম করি। কলকাতায় কেউ জানত না, মুম্বইয়েরও না। সাউথ আফ্রিকার সানসিটিতে মিস ইউনিভার্স ক্রাউন জিতে দেশে ফেরার পর আমরা গোপনে বিয়েটা সেরে ফেলি। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অবিবাহিতা মেয়েদেরই কদর। তাই

BanglaBook.org

এই গোপনীয়তা। অনেক পরে যখন জানাজানি হয়, তখন আমার কেরিয়ারের ফ্লপ ফেজ় চলছে। ওটা বাসি খবর।

আজ আমরা দু'জনে আলাদা শহরে থাকি। কিন্তু আমি জানি, এই পৃথিবীতে আমার স্বামীর থেকে বড় কোনও বন্ধু আমার নেই। ধৃতিকান্তও সেটাই জানে।

অনেক রাত হল। কাল ভোর পাঁচটায় কলটাইম। আজ এখানে থামছি। এরপর আপনাদের শোনাব আমার মুম্বই পর্বের কথা। ভাল থাকবেন। শুভরাত্রি।

"কী জটিল মহিলা রে বাবা!" বিড়বিড় করে তিতির। ল্যাপটপের পাওয়ার অফ করে, বিনোদিনীর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে।

বসার ঘরের সোফায় সুনীল আধশোওয়া হয়ে ব্লগের দিকে তাকিয়ে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। নীল ধোঁয়া ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিকের কায়দায় উপরে উঠে যাচ্ছে অবিরাম। ভুরু কুঁচকে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে সুনীল ভাবছে। এত সব তথ্যর মধ্য থেকে ছাঁকনি দিয়ে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছে কাজের কথাটুকু...

॥ ৭ ॥

বাংলা বন্‌ধের সকালবেলা রাস্তা শুনশান থাকবে, বাচ্চারা রাজপথে ক্রিকেট খেলবে, আলগা একটা-দুটো মিছিল বেরোবে, এটাই স্বাভাবিক। লাল বিকন জ্বালাতে হয়নি, বাজাতে হয়নি হুটার। তিতির আর রাজা বর্ধমান রোড থেকে বেরিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে জওহরলাল নেহরু রোড আর কিড স্ট্রিটের ক্রসিং-এ পৌঁছোল। কিড স্ট্রিটে ঢোকার মুখে রাজা পুলিশের ড্রাইভার মোহিতকে বলল, "একটু দাঁড়াও। মিছিলটা যাক।"

ধর্মতলার দিক থেকে জনাপঞ্চাশ লোকের একটা মিছিল আসছে।

BanglaBook.org

বাচ্চা থেকে বুড়ো, সব বয়সের ছেলেমেয়ে মিলে মিছিল করে আসছে। সবার হাতে পোস্টার। তাতে বিনোদিনীর ছবি। তলায় লেখা, 'বিনোদিনী। নেভার বর্ন। নেভার ডায়েড। ওনলি ভিজ়িটেড আওয়ার প্ল্যানেট বিটুইন ১৯৫৫ অ্যান্ড ২০১১।'

মৌনমিছিল দেখে তিতিরের চোখ ছলছল করে উঠল। ব্যক্তি বিনোদিনী কেমন ছিলেন তার অল্প আন্দাজ সে পেয়েছে। ভবিষ্যতে আরও পাবে। কিন্তু ভারতীয় জনমানসে সুপারস্টার কুইন বি-র ইমেজ আগামী কয়েক প্রজন্ম জ্বলজ্বল করবে।

মিছিল চলে যাওয়ার পরে রাজা বলল, "মোহিত, চলো।"

কিড স্ট্রিটের এক প্রাচীন বহুতলের একতলার অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাক্ষীর হেয়ার স্পা, 'সাক্ষীজ়'। ফ্রন্ট এরিয়া তিরিশ ফুট চওড়া। ফ্রস্টেড গ্লাস আর লাল রঙের কম্বিনেশনে সাজানো বিলবোর্ড এবং সুইং ডোর। দরজা খুলে তিতির দেখল পুরো ইন্টিরিয়রে ঝাপসা সাদা আর লাল রঙের ব্যবহার। রিসেপশনের ছেলেটিকে নিজের পরিচয় দিতে সে তিতির আর রাজাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

একটা বড় ঘরে জনা তিরিশেক ছেলেমেয়ে লালরঙা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে। তাদের সামনে বক্তব্য রাখছে সাক্ষী উইগওয়ালা। দেওয়ালে হোয়াইট বোর্ড, সাক্ষীর হাতে লাল মার্কার পেন।

হ্যালি বেরির বয়স হলে তাকে সাক্ষীর মতো দেখতে হবে, সাক্ষীকে দেখে প্রথম অনুভূতি তিতিরের। দ্বিতীয় অনুভূতি, সেরেনা উইলিয়ামস কি ফেয়ারনেস ক্রিম মাখছে?

বছর পঞ্চান্নর সাক্ষীর উচ্চতা আনুমানিক পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। সে পরে আছে শরীর কামড়ানো কালো লেগিংস এবং লাল টুকটুকে খাটো টি শার্ট। সাক্ষীর চেহারা পেশিবহুল। বাইসেপ্‌স ছেলেদের মতো। টকটকে লাল চুল জেল দিয়ে মোহক করা। দু'কানে অজস্র ইয়ার স্টাড, নাকে নোজ় রিং, ভুরুতে দুল, ডান হাতে একগাদা লাল চুড়ি এবং ধাতব কড়া। বাঁ হাত নিরাভরণ। সাক্ষীর গায়ের রং, ভারতীয় হিসেবে কালো। তাকে দেখতে ইউনিক। দুই হনু এবং চিবুক খুব প্রমিনেন্ট। দু'চোখ উজ্জ্বল। মুখের মধ্যে হালকা পুরুষালি ভাব আছে।

BanglaBook.org

"ট্রাইকোলজি!" হোয়াইট বোর্ডে লাল মার্কার দিয়ে লিখতে লিখতে ইশারায় রাজা আর তিতিরকে বসতে বলে সাক্ষী। ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, "কে বলতে পারবে? এর মানে কী?"

"এনিথিং রিলেটেড টু সাইকোলজি?" চেষ্টা করে এক ছাত্র।

"সাইকোলজি মাই ফুট!" গর্জে ওঠে সাক্ষী, "তুমকো আনসার মালুম নহি, তো কিপ ইয়োর মাউথ শাট। ডোন্ট চ্যাটার লাইক আ ফুল! এনিবডি এল্‌স?"

আর কোনও উত্তর এল না। নীরবতায় খুশি হয়ে সাক্ষী বলল, "এর মানে কেশবিদ্যা। চুলচর্চাও বলতে পারো। প্রতিটি পাড়ায় 'বার্বার অ্যান্ড হেয়ার ড্রেসার' আছে। তার থেকে তোমরা কেন আলাদা? কেননা তোমরা মানুষের চুলের বিজ্ঞান জানবে। সেটাই ট্রাইকোলজি।"

এরপর দীর্ঘক্ষণ সাক্ষী হোয়াইট বোর্ডে ছবি এঁকে টেলোজেন, অ্যানাজেন, থাইরয়েড, অ্যানিমিয়া, কীসব বোঝাল। পুরোটা তিতিরের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বোরিং ক্লাসের শেষে সাক্ষী বলল, "এনি কোয়েশ্চেন?" ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উসখুস শুরু হল।

"তুমি! লাল সালোয়ার কামিজ়। বলো!" চেঁচায় সাক্ষী।

"এই পেশার দু'-একটা প্রবলেম যদি বলেন।"

"নাম্বার ওয়ান, স্টে স্ট্যান্ডিং লাইক আ ট্র্যাফিক পুলিশ। এটা ডেস্ক জব নয়। তোমাকে সারাক্ষণ ক্লায়েন্টের পাশে বা পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এবং নাম্বার টু, লং ওয়ার্কিং আওয়ার্স। গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড নাইন টু ফাইভ জব নয়। ইট ডিম্যান্ডস এভরি সেকেন্ড অফ ইয়োর লাইফ।"

"আমাদের রোজগার কীরকম হবে ম্যাম?" জানতে চায় বকুনি খাওয়া ছাত্রটি।

"ম্যাম নহি! মেরেকো সির্ফ সাক্‌শি বোলনা," রুটিন ধমক সেরে সাক্ষী বলে, "স্টার্টিং স্যালারি প্রতিমাসে তিন থেকে ছ'হাজার টাকা। যারা ভাল কাজ শিখবে, তারা এই স্পা-তে অ্যাবজ়র্বড হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

মাইনের আপার লিমিট, আমার স্পা-তে মাসে কুড়ি হাজার টাকা, এক্সক্লুডিং টিপস্। এবং এটা ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় স্পা-চেন। চাকরি করে এর থেকে বেশি টাকা তোমরা পাবে না। যদি নিজেরা ব্যাবসা করো, তা হলে অন্য কথা। আর কোনও প্রশ্ন?”

আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। সাক্ষীর নিজের সেশন শেষ। এরপর একজন সিনিয়র হেয়ার স্টাইলিস্ট শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল।

“এখন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। টপিক...” বোর্ডে লাল মার্কার দিয়ে সে লিখল, “হাইলাইটিং!”

সাক্ষী ইশারায় তিতির আর রাজাকে ডেকে নিয়েছে।

তিনজন একটা সিটিং এরিয়ায় ঢুকল। এখানেও ঝাপ্‌সা সাদা আর লাল রঙের প্রাধান্য। সোফা এবং সেন্টার টেবিল ছাড়া একটি ফ্রিজ, বার কাউন্টার, কফি টেব্‌ল এবং বই-ঠাসা ছোট বুকর্যাক রয়েছে।

“কিউট সাইড কিক!” তিতিরের গাল টিপে বলে সাক্ষী, “অ্যান্ড বিফকেক স্লুথ। নাইস কম্বো। বলো, তোমাদের জন্য কী করতে পারি?”

“আমার ইন্টারভিউটা...” কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড-এর চিঠি আর ডিক্টাফোন বার করে তিতির।

“দ্যাখো মেয়ে,” তিতিরের মাথায় হাত বুলিয়ে সাক্ষী বলে, “তুমি আমার আস্ত একটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করলে। আমার মনে হয় লেখার মেটিরিয়াল পেয়ে গিয়েছ। পেপটক বন্ধ করে আমরা বরং বিনির ডেথ নিয়ে কথা বলি।”

“বেশ। তা হলে তাই হোক,” নিজের মোবাইল থেকে সুনীলকে ফোন করে ফোন পকেটে ঢোকায় তিতির। ডিক্টাফোন অন করে বলে, “গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর হেয়ার স্টাইলিস্টের পরিচয় কতটা সম্মানের?”

“যে-কোনও ফিল্ডের এক নম্বর হওয়া ব্যাপারটাই সম্মানের। দু’নম্বরকে কে মনে রাখে? কিন্তু এই প্রশ্নের সঙ্গে বিনির ডেথের কী সম্পর্ক?”

BanglaBook.org

"উনি এক নম্বর নায়িকা। আপনি অনেক বছর ধরে অনেক ছবিতে ওঁর হেয়ারস্টাইলিস্ট। আপনাদের মধ্যে কীরকম সম্পর্ক?"

"আমি কিন্তু শুধু হেয়ারস্টাইলিস্ট নই। আমি বেশ কয়েকটা হিন্দি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ও করেছি, তুমি বোধহয় জানো না," আবার তিতিরের গাল টিপে দেয় সাক্ষী। তিতিরের অস্বস্তি হয়।

"আমার আর বিনির বন্ডিং অনেক পুরনো, ১৯৭৪ সাল থেকে। তুমি কি জানো যে, ওই বছর ইভ পত্রিকা আয়োজিত মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় আমিও একজন কনটেস্ট্যান্ট ছিলাম?" লাল মার্কার গালে ঠুকতে ঠুকতে বলে সাক্ষী।

"তাই?" আনন্দে লাফিয়ে ওঠে তিতির। জীবনে প্রথম সে কোনও মিস ইন্ডিয়া কনটেস্ট্যান্টকে চোখের সামনে দেখল, "বিনোদিনী ফার্স্ট হয়েছিলেন। আপনি কি কিছু হয়েছিলেন?"

"না সাইড কিক! একটা ব্যক্তিগত কারণে আমি কম্পিটিশন থেকে নাম উইথড্র করে নিয়েছিলাম। অন দ্য ডে অফ কম্পিটিশন।"

"ওহ!" হতাশা ঝরে পড়ে তিতিরের গলায়।

"এনিওয়ে। নো রিগ্রেট্স। আমি এখন হ্যাপিলি ম্যারেড। বাচ্চাদেরও বিয়ে দিয়েছি। সাকসেসফুল কেরিয়ার। কাজেই ওসব নিয়ে ভাবি না। নিজের কাজ করে যাই। বাট উই আর গ্রেট ফ্রেন্ডস। শি ইজ় আ লেজেন্ড।"

মহিলা ভীষণ ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর দিচ্ছেন। বসে বসে ভাবছিল রাজা। সাক্ষীকে উত্তেজিত করার জন্য সে বলল, "যত যাই হোক, নায়িকা আর নাপতেনির মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না।"

"শাট আপ ইউ ফুল!" গর্জে উঠে ঘুরে বসে সাক্ষী।

উত্তেজনায় তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। রগের শিরা দপদপ করছে, "আর যাই করি না কেন, 'গিভ মি আম্স' বলে ভিক্ষে তো করি না!"

"'গিভ মি আম্স' কে বলে? বিনোদিনী?" ঠান্ডা মাথায় জানতে চায় রাজা। আইস ব্রেকিং পর্ব শেষ। জেরা শুরু।

BanglaBook.org

"ভিক্ষে চাওয়ার মেয়ে বিনি নয়। শি উড রাদার স্টিল। অর বরো অ্যান্ড নেভার রিটার্ন! ভিক্ষে চায় ওর বর ধৃতিকান্ত। দ্য রিক্লুসিভ প্লাস্টিক সার্জন হাজ়ব্যান্ড অফ কুইন বি," হাতের চুড়ি ঝমঝমিয়ে বলে সাক্ষী।

"উনি বিনোদিনীর কাছে টাকা চান? আমি তো দেখলাম নাইস প্র্যাকটিস!"

"নাইস প্র্যাকটিস, ইয়েস। বাট নট ফ্যাবুলাস। বাজারে প্রায় এক কোটি টাকার ঋণ। হি ইজ় অ্যান অ্যাভিড গ্যাম্বলার। প্রতি উইক-এন্ডে নেপালে গিয়ে ক্যাসিনোতে লাখ লাখ টাকা খুইয়ে আসে। রুলে, ক্র্যাকজ্যাক, কার্ড-গেম্‌স....নেম ইট অ্যান্ড হি উইল লুজ় মানি অন ইট। অত সুন্দর বাড়িটা মর্টগেজ দিয়ে ব্যাঙ্কলোন নিয়ে সব টাকা গ্যাম্বলিং-এ উড়িয়ে দিল! এখন ইএমআই পে করতে পারছে না। ব্যাঙ্ক ওই বাড়ি নিয়ে নেবে বলেছে। রেগুলার ফোন করে বিনির কাছে ভিক্ষে চায়, 'টাকা দাও... টাকা দাও...'"

"বিনোদিনী কখনও টাকা দিয়েছেন?"

"বিনি উলটে নিয়েছে! সারাজীবন ধরে লোকটাকে ইউজ় করেছে।"

"মানে?" আপত্তি জানায় তিতির, "ওঁদের এতদিনের ফেয়ারি টেল ম্যারেজ..."

"ফেয়ারি টেল মাই ফুট!" রাগে পা দাবায় সাক্ষী, "বিনি ধৃতিকে বিয়ে করেছিল কমবয়সের মোহে পড়ে। পরে একটার পর-একটা পুরুষ বদলেছে। কিন্তু ধৃতিকে কখনও ছাড়েনি। কেন জানো? বিকজ় হি ইজ় আ ফ্যান্টাবুলাস প্লাস্টিক সার্জন, বিনির সব প্লাস্টিক সার্জারি ধৃতির করা।"

"উনি 'গ্রোইং ওল্ড গ্রেসফুলি' তত্ত্বে বিশ্বাসী। উনি কেন প্লাস্টিক সার্জারি করাতে যাবেন?" বিনোদিনীর ইমেজ বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছে তিতির।

"ম্যাগাজ়িনের আষাঢ়ে গপ্‌পো আমাকে শুনিয়ো না। সারাজীবন নিদেনপক্ষে পনেরো বার ধৃতির ছুরির তলায় ও নিজেকে সঁপেছে।

BanglaBook.org

মুম্বই থেকে প্রতি দু'মাসে একবার করে কেন কলকাতায় আসত? ধৃতির সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে? ঘোড়ার ডিম! আজ নাক সরু করল, কাল গালে টোল ফেলল, পরশু গলার চামড়া টানটান করল... লিস্ট ইজ় এন্ডলেস। বোটক্স শট্স তো প্রতি ছ'মাসে একবার," বকবক করতে করতে সাক্ষী তিতিরের চুলে হাত বোলাচ্ছিল। তিতির তড়াক করে সোফা থেকে উঠে বুকর‍্যাকে বই দেখতে লাগল।

"তার মানে বিনিপয়সায় কস্টলি সার্জারি। নার্সিংহোমের খরচও ফ্রি!" হাসতে হাসতে বলে রাজা, "আর বেচারি ধৃতিকান্ত মনের দুঃখে বেহালা বাজাচ্ছে!"

"বেহালা নয়। ওটা ভায়োলিন! ইতালিয়ান ভায়োলিন মেকার ফ্যামিলি আমাটি-র নাম শুনেছ, সাইড কিক?" তিতিরকে জিজ্ঞেস করে সাক্ষী। তিতির ঘুরে দাঁড়ায়। মহিলাকে এতক্ষণ যত ক্রুড এবং অ্যাগ্রেসিভ মনে হচ্ছিল, অতটা বোধহয় নয়। শোনা যাক কী বলে।

"হ্যাঁ। শোনা। আমাটি, স্ট্র্যাডিভেরিয়াস..."

"ঠিক। জ্ঞানগম্যি আছে মেয়েটার। আপনার মতো গামবাট নয়" রাজাকে দাঁত খিঁচিয়ে সাক্ষী বলে, "আন্দ্রে আমাটিকে বলা হয় 'আধুনিক ভায়োলিনের জনক'। ইতালির ক্রেমোনাতে আমাটি ফ্যামিলি ১৫৪৯ সাল থেকে ১৭৪০ সাল পর্যন্ত ভায়োলিন তৈরি করে গিয়েছে। অনেকেই ছিল। তবে আন্দ্রে ওদের মধ্যে সেরা। ১৫০০ সালে জন্ম। মারা যায় ১৫৭৪ সালে। এলিগ্যান্স বলো বা ডিজ়াইনের জিয়োমেট্রিক্যাল প্রিন্সিপল, ওঁর মতো মেকার হয় না। ফ্রান্সের নবম চার্লসের দরবারে বাজানোর জন্য উনি মোট চব্বিশটি ভায়োলিন তৈরি করেন। তার কয়েকটা এখনও এক্সিস্ট করে। ধৃতির কাছে একটা আছে।"

"আপনি এত জানলেন কী করে? বই পড়ে?" বুকর‍্যাকে ভায়োলিন-সংক্রান্ত একটা মোটকা বই দেখিয়ে বলে তিতির।

"না সাইড কিক! আমি একসময়ে প্রফেশন্যাল ভায়োলিন প্লেয়ার ছিলাম। এখন আর সময় পাই না। তবে এত কথা জেনেছি, কারণ

BanglaBook.org

জাপানের একজন ইন্টারেস্টেড বায়ার আমার মাধ্যমে ধৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করে। ধৃতিও ভায়োলিনটা বেচতে উৎসাহী ছিল। ক্রিস্টি থেকে একজন ভায়োলা ইভ্যালুয়েটর কলকাতার ধৃতির লেক রোডের বাড়িতে এসে অথেন্টিকেট করে গিয়েছে যে, ওটা ওরিজিন্যাল আমাটি। এর পুরো খরচ বহন করেছে ওই জাপানি আর্ট কালেক্টর।"

"ভায়োলিন বিক্রি করে কত টাকা পাবে ধৃতিকান্ত? তার থেকে বাড়ির পেন্টিংগুলো বিক্রি করলে বেশি টাকা উঠবে," নিজের মোবাইলের কি বোর্ড টিপতে টিপতে বলে রাজা।

"অশিক্ষিতর মতো কথা না বলে মুখ বন্ধ রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ" রাজাকে আবার দাঁত খিঁচোয় সাক্ষী, "ওরিজিন্যাল আমাটির দাম সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে?"

"আছে," স্বমূর্তি ধরেছে এজেন্সির ইস্টার্ন রিজিয়নের অপারেশনের হেড, "বস্টন মিউজ়িক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সেলে কিছুদিন আগে একটা ওরিজিন্যাল আমাটি বিক্রি হল এক লাখ আট হাজার একশো ডলারে। ওরা দাম রেখেছিল আশি হাজার থেকে এক লাখ ডলারের মধ্যে।"

"মাই গড!" আঁতকে ওঠে সাক্ষী, "ইউ ওয়্যার অ্যাক্টিং ডাম! অ্যাকচুয়ালি জ্ঞানগম্যি ভালই আছে! এত জানলেন কী করে? আপনিও কি ভায়োলিন প্লেয়ার?"

"আমি প্লেয়ার। তবে আমার খেলা মানুষের মন নিয়ে," সাক্ষীর চোখে চোখ রেখে বলে রাজা, "তার জন্য যা-যা জানতে হয়, সব জেনে যাই। এনিওয়ে, বিনোদিনী ধৃতিকান্তকে ভায়োলিন বিক্রি করতে দেননি কেন?"

"কেন দেবে? ওর কাছে ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। পারলে ওই ভায়োলিন ধৃতির কাছ থেকে ছিনিয়ে ও মুম্বইয়ের বাড়িতে রাখে। পারলে নিজে বেচে ওই টাকা নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকায়। ধৃতি বিক্রির জন্য জোরাজুরি করলে ও ডিভোর্স এবং খোরপোশের ভয় দেখাত," রাজাকে ছেড়ে তিতিরকে নিয়ে পড়ে সাক্ষী, "ফেয়ারি টেল ম্যারেজ ফেয়ারি টেলেই হয় সাইড কিক! বিনি অ্যান্ড ধৃতি ওয়্যার এনিমিজ়।"

BanglaBook.org

"পরশু রাতে বিনোদিনীর অসুস্থতার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?" প্রশ্ন করে রাজা।

"শুটিং জোনে। বিনোদিনীর পাশে। একটা লম্বা ফোটোশুট হল, যেখানে বিনি আম্রাবর্তর পাশে দাঁড়িয়ে হাজার রকম পোজ় দিল। তারপর ও ড্রেস বদলাল। আগে ছিল শাড়ি সোনালি, পাড় সবুজ। সেইমতো গয়না এবং অ্যাকসেসরি। তারপর কালার প্যালেট রিভার্স করা হল। গয়না, অ্যাকসেসরি বদলানো হল। বিনি বসে বসে ব্লগ লিখছিল। তার মধ্যে আমিশা মেকআপ চেঞ্জ করল, আমি হেয়ারস্টাইল বদলালাম। এর মধ্যে আলো বদলে ফেলা হয়েছে। শুটিং জোনে একটা থ্রোন ঢোকানো হয়েছে। বিনি স্পটলাইটে ঢুকল। তারপর ফ্লোরে বসে পড়ল।"

"ওঁকে ইঞ্জেকশন কে দিয়েছিল?"

"ইঞ্জেকশন...ইঞ্জেকশন..." কিছুক্ষণ ভাবে সাক্ষী, "ও নিজে ইঞ্জেকশন নিতে পারে। হাঁপানি আছে তো। ইঞ্জেকশন নেওয়া শিখে গিয়েছে। তবে দিল বোধহয় ইলা, নাকি প্যারামেডিকরা? মনে পড়ছে না। ইলা বিনির মেডিসিন কিট ঘাঁটছিল মনে আছে। আমি তখন বিনির মাথার কাছে। বিনি বলল, 'আমই দায়ী'।"

"কী বলল? 'আমিই দায়ী' না, 'আমই দায়ী'?" উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে রাজা।

"আমিই দায়ী?" সাক্ষীকে কনফিউজ়ড লাগে। চিবুকে তর্জনী দিয়ে টকটক করে আওয়াজ তুলে সে বলে, "বাংলায় বলল। এটা শিয়োর। ও বলল, 'আম... আমই দায়ী,' হতে পারে 'আমিই দায়ী' বলেছিল। আই মে বি রং!"

"আমই দায়ী? এর মানে কী?" স্বগতোক্তি করে তিতির।

"ওয়েট, ওয়েট!" চুড়ির ঝংকার তুলে দু'জনকে থামিয়ে দেয় সাক্ষী। চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবে। অবশেষে বলে, "ও বলেছিল, 'আম...আম... আমিই দায়ী,' আমি শিয়োর! এইভাবেই থেমে থেমে বলেছিল। ওটাই ওর শেষ কথা।"

রাজা আর তিতির পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'জনের

BanglaBook.org

মনে একই চিন্তা দানা বাঁধছে। রাজা রামকুমারকে বলেছিল, তারা শুধু বিনোদিনীর অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত। আম্রাবর্ত চুরির তদন্তভার তাদের কেউ দেয়নি। কাজেই ওই বিষয় নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে না। যদি না কোনওভাবে চুরি এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু এক সূত্রে বাঁধা পড়ে।

এই মুহূর্ত থেকে দু'টি ঘটনা এক সূত্রে বাঁধা পড়ল।

রাজা সাক্ষীকে প্রশ্ন করল, "বিনোদিনীকে কে খুন করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

তিতিরের দিকে তাকিয়ে হাসে সাক্ষী। রাজাকে বলে, "আপনি জাসুস। আমি নাপতেনি। আমার কাজ মাথার বাইরে নিয়ে। আপনার কাজ মাথার ভেতর নিয়ে। পেশা বদল করা সম্ভব বলে আপনার মনে হয়?"

"সম্ভব। চুল কাটা বা গোয়েন্দাগিরি করা তো আর রকেট সায়েন্স নয়। অনেকখানি পরিশ্রম, আর সামান্য বুদ্ধি লাগে। আর অল্পবিস্তর লাক," সাক্ষীর ইগো মাসাজ করে রাজা, "এনিওয়ে, তাও বলুন না। কে খুন করতে পারে বলে আপনার ধারণা?"

"ওয়েল..." সোফা থেকে উঠে তিতিরের কাঁধে হাত দিয়ে ঘর থেকে বেরোয় সাক্ষী। তিতির ডিক্টাফোন তুলে নেয়। হেয়ার স্পা-তে অন্য একজন শিক্ষকের কাছে ছাত্রছাত্রীরা পার্মিং শিখছে। তাদের পেরিয়ে, ঘষা কাচের দরজা খুলে দেয় সাক্ষী। রাজা আর তিতির কিড স্ট্রিটের ফুটপাথে নামে। সামনেই দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়ি। ড্রাইভারের আসনে মোহিত।

"আপনারা বিবির সঙ্গে কখন কথা বলবেন?" কাজুয়ালি জানতে চায় সাক্ষী।

"আজও বলতে পারি। কেন বলুন তো?"

"এমনি জিজ্ঞেস করলাম," বলে সাক্ষী।

"আপনার নাম সাক্ষী। বিনোদিনীর মৃত্যুর সাক্ষী ছিলেন। আর বলতে পারছেন না কে তাকে খুন করতে পারে?" গাড়িতে ওঠার আগে শেষ চেষ্টা করে তিতির।

BanglaBook.org

ভাঙা ভাঙা বাংলায় সাক্ষী বলে, "আমি নাপতেনি। ছুরি-কাঁচি নিয়ে কাজ করলেও খুনজখম খুব ভয় পাই। তবে যদি জিজ্ঞেস করো, কুইন বি-কে কে খুন করেছে? আমার জবাব হবে, বিবি।"

জুতো খটখটিয়ে ঘষা কাচ আর লাল দরজার ওপরে অদৃশ্য হয়ে যায় সাক্ষী। রাজা মোহিতকে বলে, "চলো। আমরা সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ ধরে হাওড়ার গ্রিনল্যান্ড ক্লাবে যাব। তিতির, এই ফাঁকে ব্লগে পরের এন্ট্রিটা পড়ে নে।"

তিতির গাড়ির চার্জারে মোবাইল লাগায়। ঘড়িতে সকাল এগারোটা। আপনমনে সে বলে, "আম... আম... আমিই দায়ী।"

॥ ৮ ॥

"কী দাদা? কী বুঝছ?" সুনীলকে জিজ্ঞেস করে তুষার।

সুনীল বলে, "এখনও কেসটার সমস্ত দিক জানা হয়ে উঠল না। তাই বোঝা বন্ধ করে দিয়েছি।"

সুনীল সোফায় বসে। তাকে খাইয়ে দিচ্ছে শিউলি। ভোরবেলায় ভালই জ্বর এসেছিল। তিতিররা বেরিয়ে যাওয়ার পর ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান পঙ্কজ দে এসে জানিয়ে গিয়েছে ধূমপান কঠোরভাবে নিষেধ। সঙ্গে একগাদা ওষুধ। তার মধ্যে একটা ওষুধ খেলে ঘুম পায়। সুনীল তাই ড্রাউজি হয়ে আছে।

"এত তাড়াতাড়ি দুপুরের খাবার?" জানতে চায় তুষার।

"তিতিররা বিবি মেহতার কাছে যাচ্ছে। এই ফাঁকে খেয়ে নিচ্ছি। ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় কানে মোবাইল ধরে বসে থাকতে হবে," একদলা ভাত গিলে বলে সুনীল, "তোমার তরফে কোনও খবর আছে নাকি?"

"আপনাকে ক্রাইম সিনের ছবিগুলো আর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট মেল করে দিয়েছিলাম। পাননি?"

BanglaBook.org

"পেয়েছি। দেখাও হয়ে গিয়েছে। ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট পেয়েছ?"

"সেই রিপোর্ট পেলাম বলেই আপনার কাছে আসছি। এই দেখুন," উর্দির বুকপকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তুষার, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

রিপোর্ট দেখে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় সুনীলের। সে বলে, "আর্সেনিক? এ তো ইম্পসিব্‌ল ব্যাপার!"

"হ্যাঁ দাদা। বিনোদিনীর শরীরে বিপজ্জনক মাত্রায় আরসেনিক পাওয়া গেছে। মৃত্যুর আগে যেসব ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল, যেমন ডেরিফাইলিন, ডেকাড্রন, ডোপামিন বা অ্যান্টি-অ্যালার্জিক, সেসবও পাওয়া গিয়েছে। আর্সেনিকের কোনও ব্যাখ্যা নেই," তুষারের চোখেমুখে কনফিউশন, "কলকাতার জলে আর্সেনিক বেশি। সেই থেকে হয়নি তো?"

"তুমি বোকা, না বোকা সাজছ তুষার?" বিরক্ত হয়ে বলে সুনীল, "এক নম্বর, মুম্বই থেকে ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসে জল খেয়ে কেউ ব্লাড লেভেলে এত আর্সেনিক জমাতে পারে না। দু'নম্বর, বিনোদিনী হোটেলের মিনারেল ওয়াটার খাবেন, এটাই স্বাভাবিক।"

"তা ঠিক," বিড়বিড় করে তুষার।

"এটা ফোটোকপি তো?" ফাইলে বিষের রিপোর্ট ঢুকিয়ে প্রশ্ন করে সুনীল। তুষার ইতিবাচক ঘাড় নাড়ে।

সুনীল বলে, "এটা আমার কাছে থাক।"

"আজ আর কালকের দিনটা হাতে আছে। পরশু ম্যানগোর ফ্যাশন শো আর প্রেস কনফারেন্সের পরে সবাই শহর ছাড়বে," বিড়বিড় করে সুনীল, "তার মধ্যে যা করার করে ফেলতে হবে। কেসটা গন্ডগোলের হবে এটা বুঝেছিলাম। এতটা গন্ডগোল, আন্দাজ করতে পারিনি। এর মধ্যে পা ভাঙা, শরীর খারাপ... উফ্! অসহ্য!"

একটা বোলে জল এনে ভাইয়ের মুখ ধুইয়ে দেয় শিউলি।

চোখ কচলে জোর করে ঘুম তাড়ায় সুনীল, "আমি আর তুষার বরং বিনোদিনীর ব্লগ পড়ি। সময় কেটে যাবে।"

BanglaBook.org

কুইন বি ব্লগ্‌স ॥ পোস্টেড অন ফিফটিন্‌থ জুলাই অ্যাট এইট এ এম (বঙ্গানুবাদ)

প্রায় একমাস বাদে সময় পেলাম। আসলে নিজের শরীর নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম। আপনারা বলবেন, কুইন বি-র অমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তার আবার শরীরের চিন্তা!

আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনাদের মনোরঞ্জন করতে করতে এই শরীরে নানা রোগব্যাধি বাসা বেঁধেছে। তার তালিকা দিলে আপনারা অক্কা পাবেন। আমার হাঁপানি আছে, এটা আপনারা জানেন। ইনফ্যাক্ট, একটি ইনহেলারের আমি ব্র্যান্ড অ্যামব্যাসাডর। ব্যক্তিগত জীবনেও আমি ব্র্যান্ডটি ব্যবহার করি। কখনও কখনও ইনহেলারে কাজ হয় না। তখন আমাকে নার্সিংহোমে ভরতি হতে হয়। নাকে অক্সিজেনের নল, হাতে স্যালাইনের সুচ, একের পর-এক ইঞ্জেকশন চলছে, সে দৃশ্য আপনারা সহ্য করতে পারবেন না।

এবারের নার্সিংহোমে ভরতি হওয়ার ঘটনাটা কাগজে ছবিসহ খবর হয়েছিল। আমাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই ছবি বেরোনোর পরে আপনারা অনেকে আমার জন্য মন্দিরে, মসজিদে, চার্চে প্রার্থনা করেছেন। আপনাদের সমবেত প্রার্থনায় আমি এ যাত্রা সংকট কাটিয়ে উঠলাম। ধন্যবাদ। ঈশ্বর-আল্লা-জিসাস আপনাদের মঙ্গল করুন।

অসুখের কথা বলে আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না। গত পোস্টে কথা দিয়েছিলাম আমার মুম্বই পর্বের কথা শোনাব। শোনাব ইভ পত্রিকার আমন্ত্রণে আমার মিস ইন্ডিয়া বিউটি পেজ্যান্টে অংশ নেওয়ার কথা।

মুম্বই এসে বুঝলাম, 'মায়ানগরী' নাম সার্থক। প্রতিদিন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ভারতের বিভিন্ন গ্রাম, শহর, মফস্‌সল, শহরতলি থেকে ট্রেনে ওঠে মুম্বই আসার জন্য। এক নম্বর গায়ক-গায়িকা হবে, এক নম্বর ডিরেক্টর হবে, এক নম্বর ডান্স ডিরেক্টর হবে (তখনও কোরিয়োগ্রাফার শব্দটা চালু হয়নি), এক নম্বর সং রাইটার

BanglaBook.org

(লিরিসিস্ট নয়!) হবে... টাকা, গাড়ি, বাড়ি, নাম, যশ অর্জন করবে। কিছু বোঝার আগেই তারা এই শহরের ঘূর্ণিজালে জড়িয়ে পড়ে। বলিউডে এক্সট্রার সংখ্যা (জুনিয়র আর্টিস্ট নয়!) প্রতিদিন বাড়ে। এক নম্বর একজনই হয়। তাই না?

আমি বুঝলাম, আবার নিজেকে পালটানোর সময় এসেছে। আমার জীবন থেকে আর-একটা অধ্যায় মুছে গেল। মুছে গেল টালিগঞ্জ, মার্কুইস স্ট্রিট, কলুটোলা, মেডিক্যাল কলেজ। মুছে গেল কলকাতা শহর। শুধু বন্যাপ্লাবিত গ্রামের মধ্যে যেভাবে জেগে থাকে আমগাছ (এই উপমাটা কেন মাথায় এল? পলাশির স্মৃতি থেকে?) সেইভাবে রয়ে গেল একজন মানুষ। তার নাম ধৃতিকান্ত মজুমদার।

ব্যবস্থাপনার দিক থেকে মিস ইন্ডিয়া পেজ্যান্ট, মিস ক্যালকাটা থেকে এক আলোকবর্ষ এগিয়ে, পার্টিসিপ্যান্টরা এগিয়ে অনেক আলোকবর্ষ। মূলত মেট্রো শহরের উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সব। বেশির ভাগেরই আর্মি ব্যাকগ্রাউন্ড। ইংরিজি বলে মাতৃভাষার মতো। চলনে, বলনে, পোশাকে, আদবকায়দায় তারা অন্য গ্রহের বাসিন্দা। আমার মতো অজ-পাড়াগাঁ থেকে কেউ আসেনি। যা আমাকে প্রতিমুহূর্তে সংঘর্ষ করে শিখতে হচ্ছে, তাতে এদের জন্মগত অধিকার।

একদিন ভাবতে বসলাম। আমার কি কোনও স্ট্রেংথ নেই? ভেবেচিন্তে দেখলাম, আছে। এক নম্বর, আমার হাইট। দু'নম্বর, বরুণদা যেটাকে বলেছিলেন, 'ঝি-ঝি দেখতে,' সেই লম্বা, হাড়গিলে চেহারা। সারা ভারতের পঁচিশজন সেরা সুন্দরীর মধ্যে আমি সবচেয়ে লম্বা, তাই যাবতীয় গ্রুপ ফোটোশুটে আমাকে একপাশে রেখে ছবি তোলা হচ্ছিল। একদম অন্যপাশে, সাক্ষী উইগওয়ালা নামের একটি মেয়েকে। মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মেয়ে, পড়াশুনোয় ভাল, ভায়োলিন বাজাতে পারে, সবাই ধরে নিয়েছিল ও ফার্স্ট হবে।

সাক্ষীর কথায় পরে আসছি। আমার দু'নম্বর স্ট্রেংথ, আমার চাপা গায়ের রং। কালো বলা যাবে না, মাজা মাজা বললে ধারণা আসে। তা ছাড়া আমি অসম্ভব রোগা। ভারতীয় চেতনায় শাঁসে-জলে নারীত্বের

BanglaBook.org

যে ধারণা আছে, আমি তার ধারে-কাছে পৌঁছোই না।

আপনারা বলতে পারেন, এগুলো তো দুর্বলতা! স্ট্রেংথ কোথায়? আমি আপনাদের সঙ্গে সহমত হয়ে বলতে চাই, চিরকাল আমি নিজের দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করেছি। তাই আজ আমি, আমি... কুইন বি।

একটানা একমাসের গ্রুমিং সেশন চলল। সকালে সামান্য জলখাবার। তারপরে জিমে যাওয়া। তারপর ডিকশন এবং আদবকায়দার ক্লাস, তারপর সুইমিং। সন্ধেবেলা নাচ শেখা। দৌড় দৌড় দৌড় দৌড়... ডিনারের শেষে হোটেলের ঘরে এসে যখন বালিশে মাথা দিতাম, কোথা থেকে ঘুম এসে জাপটে ধরত।

লীলা হোটেলে এই একমাস আমার রুমমেট ছিল সাক্ষী উইগওয়ালা। অসাধারণ ভাল মেয়ে। নিজে মুম্বইকর হওয়া সত্ত্বেও বাংলার এক গ্রামের মেয়েকে যেভাবে আপন করে নিয়েছিল, তার তুলনা আমি আজও পাইনি। হৃদয়হীনতার ইঁদুর দৌড়ে ওই এক বন্ধু পেয়েছিলাম। আমি মনে করি, ১৯৭৪ সালে ইভ পত্রিকা আয়োজিত মিস ইন্ডিয়া পেজ্যান্টের ক্রাউন ওঠা উচিত ছিল সাক্ষীর মাথায়। কিন্তু হঠাৎ প্রতিযোগিতার দিন সকালে ও নিজের নাম উইথড্র করে নেয়। কেন, আমি জানি না। শুনেছি, ওই সময়ে ওর জীবনে কোনও সংকট ঘনিয়ে এসেছিল।

সেবছর মিস ইন্ডিয়া হলাম আমি। ক্রাউন ও স্যাশে অঙ্গে ওঠার পরে জানতে পারলাম দক্ষিণ আফ্রিকার সানসিটিতে আয়োজিত ১৯৭৫ সালের মিস ইউনির্ভাস বিউটি পেজ্যান্টে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করব আমি। তার আগে একবছর ধরে ইভ পত্রিকার তত্ত্বাবধানে আমাকে আন্তর্জাতিক সুন্দরী হয়ে উঠতে হবে।

এইভাবে আমার জীবন ঢুকে পড়ল ভিন্ন এক বৃত্তে। পলাশির আমবাগানের ঝি-এর মতো দেখতে, নিম্নবিত্ত বাড়ির এক মেয়ে ক্রমশ আরও স্যাসি, আরও সেনসুয়াল, আরও ডিজ়ায়ারেব্‌ল হয়ে উঠতে লাগল। সাক্ষীর সঙ্গে আজও আমার অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক। আমার প্রায়

BanglaBook.org

প্রতিটি ছবিতে ও হেয়ার স্টাইলিস্ট। আজও আমি ওকে শ্রদ্ধা করি।

আর না। এবার আমায় থামতে হবে। আমার প্রতিমাসে ফিজ়িক্যাল চেকআপ হয়। তার জন্য নার্সিংহোম যেতে হবে। বিখ্যাত হওয়ার বিড়ম্বনা কম নয়।

আর আপনারা ভাবেন কুইন বি সুখে আছে!

ভাল থাকবেন। ভালবাসার মানুষকে ভাল রাখবেন। বাই!

"ব্যাঁটরা পেরোলাম। একটু পরেই ডানদিকে গ্রিনল্যান্ড ক্লাব," ড্রাইভারের আসন থেকে বলে মোহিত। রাজা আর তিতির বিনোদিনীর ব্লগে ডুবে ছিল। আচ্ছন্নতা কাটিয়ে রাজা বলল, "কার কাছে যেন যাচ্ছি? ও হ্যাঁ, বিবি মেহতা।"

"বন্‌ধের দিনে ক্লাবে কী হচ্ছে?" ল্যাপটপে বিবি মেহতার ওপরে তৈরি করা ফাইলে চোখ বোলাতে বোলাতে বলে তিতির। রাজা ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনে সুনীলকে ধরেছে। ভারী গলায় সুনীল বলল, "হ্যালো?"

"তোমার শরীর কি খুব খারাপ?" চিন্তিত গলায় বলে রাজা।

"কী জানি!" অসহায়ভাবে বলে সুনীল।

"ছোটমামু, বন্‌ধের দিনে এই ক্লাবে কী হচ্ছে?" রাজার হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে প্রশ্ন করে তিতির।

"ম্যানগোর ফ্যাশন শো-র রিহার্সাল। ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের শো। কলকাতার মতো ধর তক্তা মার পেরেক নয়। আজ এবং কাল দু'দিনই রিহার্সাল আছে। তোরা পৌঁছে গিয়েছিস?"

"হ্যাঁ। এখানে প্রচুর বিদেশি গাড়ি পার্ক করা। মিউজ়িক বাজছে।"

"মুম্বই থেকে একগাদা মডেল নিয়ে এসেছে বিবি। রিহার্সাল ওখানে হচ্ছে। মূল শো টিউলিপ বেঙ্গলে। তোরা ব্লগটা পড়লি?" নাক টেনে বলে সুনীল।

"পড়লাম," গলা নামিয়ে তিতির বলে, "সাক্ষী যেন একটু কেমন কেমন! বড্ড আমার গায়ে হাত দিচ্ছিলেন।"

"ভ্যাট। বাজে বকিস না তো!" ধমক দেয় রাজা।

BanglaBook.org

"আমরা 'টাচ' ব্যাপারটা বুঝি রাজাদা! কোনটা স্নেহ, কোনটা 'অন্যকিছু', আমাদের বুঝতে সময় লাগে না! সেটা কোনও ছেলের টাচ হোক বা মেয়ের!" রাজাকে উলটে ধমকায় তিতির।

সুনীল অন্যপ্রান্তে নীরব।

"কী হল ছোটমামু! কিছু বলো?" চ্যাঁচায় তিতির।

"এখন বলার সময় নয়। শোনার সময়," ক্লান্ত গলায় বলে সুনীল।

ফোন কেটে, রাজাকে ফেরত দেয় তিতির। গেটম্যান কেরিয়ার ওয়ার্ল্ডের চিঠি দেখে সেলাম ঠুকে ক্লাবের গেট খুলে দিয়েছে।

॥ ৯ ॥

আয়নার সামনে একা-একা ক্যাটওয়াক প্র্যাকটিস করছে তালপাতার সেপাইয়ের মতো চেহারার সাইজ় জ়িরো এক মডেল। আর-এক সাইজ় জ়িরো সুপারমডেল প্রিয়া কপূর তার সিক্সপ্যাকওয়ালা নিগ্রো বয়ফ্রেন্ডের কোলে বসে কানে ফিসফিস করে কী সব বলছে। খুব হাসির কথা নিশ্চয়ই। কেননা কেলোকুলো যুবকটি মাঝে মাঝেই "ইয়া বেবি" বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ছে, আর চকাম করে প্রিয়ার গালে চুমু খাচ্ছে। আর-এক সুপারমডেল বানি সোমানির কানে আইপডের তার গোঁজা, একহাতে জ্বলন্ত সিগারেট। অন্য হাতে পানীয়ের গেলাস। সে সবুজ আইল্যাশ কাঁপিয়ে রাজাকে আপাদমস্তক মেপে বলল, "গ্রেট বড!"

ফ্যাশন শো-এর ব্যাকস্টেজ! তাও মূল শো-এর নয়। রিহার্সালের। সেখানে এই কাণ্ড দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে রাজা। বেদম জোরে মিউজ়িক বাজছে। বাংলার লোকগীতি আর সুফি সংগীতের ফিউশন!

মডেলরা হাঁটছে মিউজ়িকের তালে তালে। প্রত্যেকে অসম্ভব রোগা এবং ভীষণ লম্বা। সবাই পরে আছে জিন্স এবং সাদা টি-শার্ট। টি-শার্টে ম্যানগোর লোগো। সবার গলায় ম্যানগোর ইভেন্টের

BanglaBook.org

আইকার্ড ঝুলছে। সবার পোশাক এক বলেই তিতিরের নজরে পড়ল, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা গয়না পরে আছে। কারও হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত চুড়ি। কারও কনুই পর্যন্ত বাজুবন্ধ। কারও গলায় কুড়িটা হার, দশটা সামনের দিকে ঝোলানো, দশটা পিঠের দিকে। এক মডেল হাঁটল মাথা ভরতি সোনার হেয়ার ক্লিপ লাগিয়ে। রাজা বলল, "গয়নাগুলো সোনার নয়।"

মডেলরা হাঁটছে লম্বা টি শেপের র‍্যাম্প বরাবর। টি বরাবর হেঁটে গিয়ে তারা শেষপ্রান্তে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে অল্প থেমে ফেরত আসছে। যেখানে তারা দাঁড়াচ্ছে, সেখানে স্টপওয়াচ আর খাতা-পেন নিয়ে কী সব হিসেব কষছে এক বয়স্ক ভদ্রলোক। সে হাত নাড়লে মিউজ়িক থেমে যাচ্ছে। আলোর ঝলমলানি বদলে যাচ্ছে। এক মডেলের বদলে অন্য মডেল আসছে।

"ওই হল আমাদের বিনয়ভূষণ মেহতা, ওরফে বিবি। কেরিয়ার ওয়ার্ল্ডের প্রাক্তন জার্নো। এসো রাজাদা।"

মডেলদের টপকে র‍্যাম্প বরাবর হেঁটে গিয়ে তিতির বলে, "হাই বিবি। আমি ঋণী।"

"নেমে এসো ঋণী। ওখানে হাঁটতে গেলে আগে সাইজ় জ়িরো হতে হবে," হাসতে হাসতে বলে বিবি।

দু'হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বানি সোমানিকে বলে, "কন্টিনিউ রিহার্সাল। আই উইল বি ব্যাক আফটার হাফ অ্যান আওয়ার।"

আবার মিউজ়িক, আলো, ক্যাটওয়াক শুরু হয়ে যায়।

বিবিকে দেখতে শার্প। সাড়ে পাঁচ ফুটের আশপাশে হাইট। বয়স অ্যারাউন্ড ষাট। পরে আছে লো ওয়েস্ট, এনজ়াইটি ওয়াশড জিন্স আর হোয়াইট গোল-গলা টি-শার্ট। বেল্ট আর স্নিকার্স টুকটুকে লাল রঙের। বিবি ক্লিন শেভ্ন। মাথাও কামানো। গলায় ম্যানগোর আইকার্ড ঝুলছে। কাগজ, পেনসিল এবং স্টপওয়াচ র‍্যাম্পে রেখে, বাঁ হাতে পানীয়ের গেলাস নিয়ে, ডানহাতে সে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বলে, "ঋণী! ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট!"

"হ্যাঁ," হ্যান্ডশেক করে বলে তিতির, "আর এ হল..."

BanglaBook.org

"উইলিয়াম শাজাহান চৌধুরী ফ্রম এজেন্সি। স্লুথ হু উইল ইন্টারোগেট মি," দিলখোলা হেসে সবুজ বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে বিচশ্যাক ধরনের একটা রেস্তরাঁয় বসে বিবি বলে, "কী অফার করব? চা না কফি? না আমি যা নিচ্ছি?"

"কফি," দ্রুত নিজের অপশন জানিয়ে মোবাইল থেকে সুনীলকে ফোন করে মোবাইল পকেটে ঢোকায় তিতির। ডিক্টাফোন টেবিলে রেখে বলে, "মডেলরা সারাজীবনে যত হাঁটে, ওদের চাঁদে চলে যাওয়া উচিত।"

"যায় তো!" আবার একচোট হাসে বিবি, "দে আর অলওয়েজ় ওভার দ্য মুন। যাক গে। তুমি কী জানতে চাও বলো।"

"আপনি শুটিং কো-অর্ডিনেটর, কোরিয়োগ্রাফার এবং গ্রুমিং এক্সপার্ট। তিনটে কাজ একসঙ্গে সামলান কী করে?"

"দ্যাখো ঋণী, একটা অন্যটার লজিক্যাল এক্সটেনশন। ইভ পত্রিকা আমাকে মিস ইন্ডিয়া বিউটি পেজ়্যান্টের গ্রুমিং-এর দায়িত্ব দেয়। বছরের পর-বছর বিভিন্ন ফ্যাশন-শোর মডেলদের গ্রুম করতে করতে আমি কোরিয়োগ্রাফি পিকআপ করি। কোরিয়োগ্রাফি মানে নাচ নয়। কীভাবে র‍্যাম্পে হাঁটলে প্রডাক্টকে ক্রেতার চোখে পড়ানো যাবে। জুতো দেখানোর জন্য মডেল একরকম পোশাক পরে একভাবে হাঁটবে, ব্রাইডাল ওয়্যারের জন্য অন্যভাবে, গয়নার বা ব্যাগের জন্য আরও অন্যভাবে। এগুলো ট্রিক অব দ্য ট্রেড, না ঘষলে শেখা যায় না। তবে এখানে যারা আছে তারা ট্রেন্ড মডেল। এই পেশার এক নম্বর। এদের গ্রুম করতে হয় না।"

"হু ইজ় আ গ্রুমার?" ডিক্টাফোন অন করে তিতির।

"যে আগলি ডাকলিংকে সোয়ান করে। এটা এককথার উত্তর। আর যদি একটু ডিটেলে জানতে চাও তা হলে বলি, গ্রুমিং একটা ছাতা। একজন মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলতে যা-যা প্রয়োজন, সব এই ছাতার তলায় আসে। যেমন কনফিডেন্স বিল্ডিং, যেমন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, যেমন ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন। পারসোনাল হাইজিন, সোশ্যাল এটিকেট, বিউটি থেরাপি, টেবল ম্যানার্স, সব এর মধ্যে

BanglaBook.org

আসবে। হাউ ইউ অ্যাপিয়ার অ্যান্ড কনডাক্ট ইয়োরসেল্‌ফ ইন ফ্রন্ট অব আদার্স। কিছু বোঝা গেল?"

ঘাড় নাড়ে তিতির, "আপনার পয়েন্ট আমি ধরতে পারছি। আমার ইন্টারভিউ শেষ," হাসতে হাসতে বলে তিতির, "এবার রাজাদা।"

"ওক্‌কে। শুট!" কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে বলে বিবি।

"ম্যানগো-র এই প্রজেক্টটা আপনার হাতে এল কী করে?" জানতে চায় রাজা।

"ওয়েল, ম্যানগো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। তারা ইন্ডিয়ায় পা রাখতে গেলে ইন্ডিয়ার বেস্ট ট্যালেন্টের খোঁজ করবে এটাই স্বাভাবিক। খেয়াল করে দেখবেন, এই প্রজেক্টে যারা যারা কাজ করছে, তারা প্রত্যেকে তাদের ফিল্ডে বেস্ট। পাখি বাদে। আসলে পাখি এতটাই ট্যালেন্টেড, যে ওকে প্রোমোট করার জন্যই এত আয়োজন।"

"তা নয়, আমি বলতে চাইছি, আপনার সঙ্গে ম্যানগো সরাসরি যোগাযোগ করে? না কেউ মধ্যস্থতা করেছিল?"

"ওকে! আই আন্ডারস্ট্যান্ড," মাথায় আবার হাত বুলিয়ে বিবি বলে, "আমিশা কলকাতায় পাখির কালেকশন দেখেছিল। সে এই কালেকশনের কথা ইলাকে জানায়।"

"এঁরা দু'জনে দু'জনকে চিনতেন?"

"বহুদিন থেকে। তারপর ম্যানগোর তরফে ইলার গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে আমিশা সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমি, আর্কেদে, বিনোদিনী, সাক্ষী। সো লিয়াজঁ পারসন ইজ় আমিশা।"

"বিনোদিনীর মৃত্যুর সময় আপনি কী করছিলেন?"

"আমি আর আমকুমার শুটিং জ়োনে বসে গপ্পো করছিলাম।"

"আমকুমার মানে?"

"উপ্‌স! সরি!" হাসিতে ফেটে পড়ে বিবি, "এটা বিনোদিনীর ফান্ডা। ও বরাবরই ক্লোজ় সার্কলে আর্কেদেকে আমকুমার বলে ডাকে। বলে, 'আমতার রামকুমার নয়। ওর নাম হওয়া উচিত রামতার আমকুমার। কেমন আমের মতো টুসটুসে চেহারা!' এনিওয়ে ওসব বাদ দিন। আমি আর আর্কেদে বসে গপ্‌পো করছিলাম। শুটিং

BanglaBook.org

জোনে ঢুকে বিনোদিনী ধড়াম করে পড়ে গেল।"

"ওঁকে কে ইঞ্জেকশন দিয়েছিল খেয়াল করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। কেন করব না। ইলা জানাডু রুমের দরজা খুলে সিকিয়োরিটিকে ডাকল। সিকিয়োরিটি ডাকল প্যারামেডিকদের। পাখি স্ট্রেচারের জন্য চেঁচাচ্ছিল। বিনোদিনী সাক্ষীর কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল। ইলা ওর মেডিসিন কিট ঘাঁটছিল। ইঞ্জেকশন দিল একজন প্যারামেডিক।"

"ক'টা ইঞ্জেকশন দিয়েছিল?"

"এটা বলা সম্ভব নয়। তারপর অন্য প্যারামেডিকরা এসে সিপিআর করল..."

"সিপিআর কী জিনিস?" প্রশ্ন করে তিতির।

"কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশান। সিনেমায় দেখোনি? হার্টের উপরে চাপ দেয়। তারপর মুখে মুখ দিয়ে অক্সিজেন পাঠায়..."

"হুম! তা হলে ইঞ্জেকশন আপনারা কেউ দেননি," স্বগতোক্তি করে রাজা। বিবিকে বলে, "বিনোদিনীর শরীর খারাপ কেন হল? আপনার কী মনে হয়? ওঁর কি হাঁপের টান উঠেছিল?"

"হাঁপের টানে কারও গায়ে র‍্যাশ বেরোয় না। অনেকটা আমবাতের মতো গায়ে চাকাচাকা দাগ বেরোল। ওই যাকে অ্যালার্জি বলে। ইঞ্জেকশন দিতে দাগগুলো মিলিয়ে যায়।"

"আমবাত?" আঁতকে উঠে তিতির বলে, "বড্ড আমের সংকেত চারদিকে! ব্র্যান্ডের নাম ম্যানগো। প্রডাক্টের নাম আমসূত্র। শো-পিসের নাম আম্রাবর্ত। আমতার রামকুমারকে আমকুমার বলা হচ্ছে। বিনোদিনীর জন্ম পলাশির আমবাগানে। তিনি 'আম... আম... আমিই দায়ী' বলে মারা গেলেন। মরার আগে ওঁর আমবাত হয়েছিল।" আমাটির ভায়োলিনের কথা তিতির চেপে গেল।

"'আমিই দায়ী' বলেছিল?" প্রশ্ন করে বিবি, "নাকি 'আমিশাই দায়ী' বলতে গিয়ে বলতে পারেনি?"

শুনে তিতির স্তম্ভিত হয়ে রাজার দিকে তাকায়। লোকটা সত্যি কথা বলছে না বদমায়েশি করছে?

BanglaBook.org

"আপনি কি মনে করেন, আমিশা ওকে খুন করেছে?" জানতে চায় রাজা।

"করতেই পারে," ক্যাজুয়ালি বলে বিবি, "বিনোদিনীর শত্রুর অভাব ছিল না।"

"আর কে শত্রু ছিল?"

"কেন? সাক্ষী! দায়িত্ব নিয়ে যাকে মিস ইন্ডিয়া পেজ্যান্ট থেকে আউট করেছিল বিনোদিনী?"

বিবির কথায় রাজা আর তিতির আবার পরস্পরের দিকে তাকায়।

রাজা বলে, "আপনি ১৯৭৪ সালে ইভ পত্রিকা আয়োজিত মিস ইন্ডিয়া বিউটি কনটেস্টের কথা বলেছেন? সে তো মুম্বইতে হয়েছিল। আপনি তখন কোথায়?"

"আমিও তখন মুম্বইতে। দু'বছর হল কলকাতা থেকে শিফ্‌ট করেছি। কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড ক্যালকাটা অফিস থেকে আমাকে ট্রান্সফার করল মুম্বই অফিসে। চলে গেলাম। ইভ একই হাউজের সিস্টার ম্যাগাজিন। শুটিং কো-অর্ডিনেশনের সূত্রে গেলাম ইভ পত্রিকায়। ১৯৭৩ সালে শুধু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে ছিলাম। ১৯৭৪ সাল থেকে মেয়েদের গ্রুমিং করতে শুরু করি ইলিনা মার্চেন্টের তত্ত্বাবধানে। ১৯৭৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ইভ পত্রিকার বিউটি কনটেস্টের মেয়েদের আমি গ্রুম করে এসেছি। যদিও ইভের চাকরি ছেড়েছি ১৯৭৮ সালে।"

"ওই বছর কী হয়েছিল যদি বলেন," তিতির আগ্রহ নিয়ে বলে।

"তুমি বাচ্চা মেয়ে। তোমার সামনে বলব?" অস্বস্তি মেশানো গলায় বলে বিবি।

তিতির বলে, "বিবি, আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট। ভারতীয় সংবিধান আমাকে ভোট দেওয়ার এবং বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে।"

"হুম!" পানীয়তে ছোট্ট চুমুক দিয়ে বিবি বলে, "মুম্বই-এর লীলা হোটেলে সাক্ষী আর বিনোদিনী রুমমেট ছিল। দু'জনের ভাল বন্ধুত্বও হয়ে যায়। একসঙ্গে গ্রুমিং, একসঙ্গে ওয়ার্ক আউট, একসঙ্গে পার্টি

BanglaBook.org

করা, আই মিন দে ওয়্যার রিয়্যালি গুড ফ্রেন্ডস। বিউটি পেজ্যান্টের দু'দিন আগে, এক সন্ধ্যায় বিনোদিনী আমার কাছে এসে বলল, 'বিবি। আই নিড ইয়োর হেল্‌প!' আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?' বিনোদিনী যা বলল, শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। গত এক সপ্তাহ ধরে, প্রতিরাতে সাক্ষী নাকি বিনোদিনীকে প্রেম নিবেদন করছে। বলছে, ওকে ছাড়া বাঁচবে না। বিনোদিনী প্রথমে হেসেই অস্থির। ভেবেছিল, ইয়ারকি।"

"সাক্ষী লেসবিয়ান," বিরক্ত মুখে বলে তিতির, উনি যেভাবে আমার গায়ে হাত বুলোচ্ছিলেন, তাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।"

"চুপ কর!" তিতিরকে দাবড়ায় রাজা, "আপনি বলুন।"

"বিনোদিনী আমায় বলল, গত রাতে ঈষৎ মদ্যপান করে সাক্ষী তাকে চুমু খেয়েছে। বিনোদিনী ওয়াজ় টেরিবলি আপসেট। কিন্তু ও একটা ফন্দি আঁটে। আমায় রিকোয়েস্ট করে পরের রাতে ওদের ডাবল বেডরুমের কাবার্ডে ক্যামেরা নিয়ে লুকিয়ে থাকতে। আমি রাজি হইনি। কিন্তু বিনোদিনী নিজের কাজ আদায় করে নিতে জানে," ইঙ্গিতপূর্ণ, খুকখুকে হাসি দেয় বিবি, "তারপর যা হওয়ার তাই হল। পরের রাতে সেই ঘটনা। বিনোদিনী বড় অভিনেত্রী তো! অনেকক্ষণ অবধি সাক্ষীকে অ্যালাও করল। যাতে আমি ঠিকঠাক ফ্রেম পাই। তারপর অসহায় মুখ করে প্রতিবাদ করতে লাগল। শি ওয়াজ় ইন হার নাইট ড্রেস। সাক্ষী ওয়াজ় ...ওয়েল... ইন নাথিং। আমি ঝটাপট পাঁচসাতটা ছবি তুলি। সাক্ষী কিছু বোঝার আগে রুমের দরজা খুলে পালাই। বিনোদিনীর সঙ্গে যেমন চুক্তি ছিল, রাত্তিরেই ছবিগুলো ডেভেলপ করে, পরদিন সকালে বিনোদিনীর হাতে তুলে দিই। বিনোদিনী সেগুলো তুলে দেয় ইভ ম্যাগাজিনের ম্যানেজমেন্টের হাতে। ব্যস! কাম তামাম।"

"কী হল?" প্রশ্ন করে রাজা।

"ম্যানেজমেন্ট সাক্ষীকে দিয়ে লিখিয়ে নিল, 'আমি স্বেচ্ছায় এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে উইথড্র করে নিচ্ছি,' বাকিটা বিনোদিনীর কাছে কেকওয়ক। আমরা সবাই জানতাম, ওদের

BanglaBook.org

দু'জনের মধ্যে কেউ একজন ফার্স্ট হবে। ইনফ্যাক্ট সাক্ষীর দিকেই পাল্লা ভারী ছিল।"

"ছবিগুলো আপনি তুলেছিলেন, সাক্ষী জানতে পেরেছিল?" তিতির জিজ্ঞাসা করে।

"এই মেয়েটা ভীষণ ইনটেলিজেন্ট," বলে বিবি, "না। ও তখন ড্রাঙ্ক ছিল। হোটেলের রুমে নাইটল্যাম্প জ্বলছিল। বুঝতে পারেনি। পরদিন থেকে ওর আর আমার সার্কল আলাদা হয়ে যায়। অ্যাক্টিভ যোগাযোগ আবার তৈরি হয় অনেক পরে। তখন শি হ্যাজ় কেম আউট অব দ্য ক্লোজ়েট। সাক্ষী বিবাহিত। কিন্তু নিজের সম্পর্কে বলে, 'আয়্যাম ট্রাইসেক্সুয়াল অ্যান্ড বাইকিউরিয়াস।' "

"মানে?" আঁতকে ওঠে রাজা।

"এটার মানে আমি জানি," হাসতে হাসতে বলে তিতির, "বাইসেক্সুয়াল মানে উভকামী। কিন্তু ট্রাইসেক্সুয়াল শব্দটায় 'ট্রাই' মানে তিন নয়। বানানটা টি আর আই নয়, টি আর ওয়াই। ট্রাই মানে চেষ্টা। শি ইজ় ট্রাইং উইথ হার সেক্সুয়াল প্রেফারেন্সেস। আর বাইকিউরিয়াস মানে, মেয়ে এবং ছেলে, এই দু'রকম জেন্ডার সম্পর্কেই ওঁর কিউরিওসিটি আছে।"

আড়মোড়া ভেঙে বিবি বলে, "আপনার আর কোনও কোয়্যারি আছে?" উর্দি পরা ওয়েটার বিল নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। বিবি বলল, "দুটো কফি আর-একটা আমারেত্তো। কত হল?"

"আপনি কীসে চুমুক দিচ্ছিলেন?" ডিক্টাফোন বন্ধ করতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নেয় তিতির।

"আমারেত্তো। কেন?" প্রশ্ন করার পরে কারণ বুঝতে পেরে হো হো হাসিতে ফেটে পড়ে বিবি, "আর-একটা আমসূত্র। তাই তো? তা হলে জেনে রাখো, আমারেত্তো ইতালিয়ান লিকার। এপ্রিকট আর নানারকম হার্ব দিয়ে তৈরি । হালকা আমন্ডের ফ্লেভার পাওয়া যায়। এটা বিনোদিনীর প্রিয় পানীয় ছিল।"

"আমন্ড?" বলে তিতির। আবার হো হো করে হেসে ওঠে বিবি। বেয়ারাকে দাম ও বকশিশ মিটিয়ে, রাজা আর তিতিরকে হাত নেড়ে

BanglaBook.org

র‍্যাম্পের দিকে চলে যায়।

"আমিই দায়ী... ম্যানগো... আমসূত্র... পলাশি... আমতার রামকুমা... আমিশা... আমাটি... আমবাত... আমারেত্তো... আমন্ড... না জানি আরও কত কী আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে," গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলে তিতির।

॥ ১০ ॥

সুনীল ফোনে কথা বলার সময়ে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। চোখ-মুখ লাল। মাথার চুল উসকোখুসকো। মাঝে মাঝে মৃদু কাঁপছে। ফোন চলাকালীন বিরক্ত করল না শিউলি। ক্রেড্‌লে রিসিভার রাখামাত্র বলল, "তুই আর এই কেস নিয়ে মাথা ঘামাবি না। আবার তেড়ে জ্বর এসেছে।"

"টেম্পারেচার কত?" জানতে চায় তুষার। তার চোখমুখে উৎকণ্ঠা।

"একশো চার পয়েন্ট আট। ইয়ারকি হচ্ছে নাকি? ইস্টার্ন রিজিয়নের কেস রাজা সামলাবে। তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। এর চেয়ে বাড়াবাড়ি হলে নার্সিংহোমে ভরতি করতে হবে। বিয়েটাও করলি না যে বউ দেখবে!" ঝংকার দিয়ে ওঠে শিউলি।

জ্বরের বড়ি আর এক গেলাস জল এনে শিউলি বলে, "সন্ধে সাতটা বাজে। এগুলো খেয়ে আমায় উদ্ধার করো।"

সুনীল নীরবে ওষুধ খেয়ে নেয়।

"ফোনটা কার ছিল?" প্রশ্ন করে তুষার।

"খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কেসটা নিয়ে মিডিয়ায় ন্যাশনাল লেভেলে হইহল্লা চলছে। জানতে চাইছিলেন, কোনও ব্রেক থ্রু হল কিনা," সামান্য ক'টা কথা বলে হাঁপিয়ে যায় সুনীল।

"ওই যে! দ্যাবাদেবী এলেন," দরজায় ঘণ্টি শুনে বলে শিউলি, "এবার তিনজন মিলে বকরবকর শুরু হবে! সুনু, আমি কিন্তু আজ এসব

BanglaBook.org

অ্যালাও করব না। সাড়ে সাতটায় ডিনার দেব। তারপর স্ট্রেট বিছানা। সোফায় বসে বোকার মতো মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না।"

"ওফ্! মা! তুমি চেঁচানো বন্ধ করবে?" ঘরে ঢুকেই চিৎকার শুরু করেছে তিতির। "ছোটমামু, আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি। রাজাদাও হাত মুখ ধুয়ে নিক। চা খেতে খেতে আমরা তদন্তের দ্বিতীয় দিন নিয়ে ব্রেনস্টর্মিং করব।"

"কোনও ব্রেনস্টর্মিং হবে না। সুনীলের একশো পাঁচ জ্বর। রাজা এই কেস একা সামলাবে," ঘোষণা করে শিউলি।

"একশো পাঁচ?" রাজা সুনীলের কপালে হাত রেখে বলে, "সত্যিই তো গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! কোনও ওষুধ খাওনি?"

"এ দেখি ভানু গোয়েন্দার জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট!" মুচকি হেসে বলে শিউলি, "গোরু চুরির কেসও সমাধান করতে পারে না," রাজাকে ঠেলা মেরে বলে, "ওষুধ দেওয়া হয়েছে। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও। আমি চা আনছি।"

সুনীল গাব্দা ফাইল উলটোচ্ছিল। হঠাৎ বলল, "তুষার, তুমি বাড়ি যাও। আমি এই অবস্থায় কতদূর কী করতে পারব জানি না। সেক্ষেত্রে তোমার থানায় আর একটা আনসল্‌ভ্‌ড কেসের ফাইল বাড়বে। এই আর কী!"

"ঠিক আছে," চিন্তিত মুখে সোফা থেকে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তুষার বলে, "বউদি, আমার জন্য চা করতে হবে না।"

তিন কাপ চা নিয়ে এসে শিউলি দেখে তিন মক্কেল মন দিয়ে ডিক্টাফোনে সাক্ষী আর বিবির গলার আওয়াজ শুনছে। পুরোটা শোনার পর সুনীল বলল, "কাল শেষ দিন। তোদের প্ল্যানিং কী?"

"খুব সিম্পল," বলে রাজা, "প্রথমে যাব চিৎপুরে আমিশার বাড়ি। ওর সঙ্গে ফোনে কথা হয়ে গিয়েছে। তারপর যাব টিউলিপ বেঙ্গল হোটেলে ইলা ক্যামেরুনের সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রমহিলা স্নব টাইপের। একদম পাত্তা দিতে চাইছিল না। তিতির অনেক তোতাইপাতাই করে ম্যানেজ করল।"

"আর পাখি?" জিজ্ঞেস করে সুনীল।

BanglaBook.org

"পাখি রাজি হয়ে গিয়েছে। বলেছে সারাদিন নিউটাউনে ওর স্টুডিয়ো অ্যাপার্টমেন্টে আছে। যখন খুশি যেতে পারি। আমরা চেষ্টা করব সকালে আমিশা, দুপুরে ইলা আর বিকেলে পাখিকে ধরতে। তা হলে সন্ধের মধ্যে বাড়ি চলে আসব।"

"তা হলে কী রাজকার্যটা উদ্ধার হবে শুনি?" বলে শিউলি, "সবাইকে জেরা করলেই জানা যাবে বিনোদিনীকে কে খুন করেছিল? আম্রাবর্ত কে চুরি করেছিল? তোরা কি ম্যাজিশিয়ান নাকি যে, পরশু ফ্যাশন শোয়ের আগে তুষারের হাতে সব প্রুফ তুলে দিবি? আর ও অপরাধীকে হাতকড়া পরিয়ে মন্ত্রীর মুখ রক্ষে করবে!"

"তোদের একটা ইনফো দিই..." সুনীল বলে, "ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্টে বিনোদিনীর শরীরে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। অন্য-কোনও বিষ বিনোদিনীর শরীরে পাওয়া যায়নি," ফাইলে রাখা ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট দেখায় সুনীল।

"ডেরিফাইলিন, ডেকাড্রন, ডোপামিন, অ্যান্টি-অ্যালার্জিক... এই ওষুধগুলোও ব্লাডে পাওয়া গিয়েছে," রিপোর্ট দেখে বলে তিতির।

শিউলি বলে, "কাল তোমাদের দৌড়োদৌড়ি আছে। খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। আমি সুনীলকে খাইয়ে দিচ্ছি। এসব নিয়ে আর আলোচনা নয়।"

খাওয়া পর্ব চুকিয়ে তিতির নিজের ঘরে ঢুকে যায়। রাজা চলে যায় নীচের তলায়। বাসনকোসন ধুয়ে এসে শিউলি দেখে সুনীল বিনোদিনীর ব্লগ পড়ছে।

"শুবি না?" ভাইকে প্রশ্ন করে শিউলি।

"এই পোস্টটা পড়ে শোব," বলে সুনীল, "তুই শুতে যা।"

শিউলি নিজের ঘরে শুতে চলে যায়। যাওয়ার আগে বলে, "আমি শিয়োর, তিতির ঘুমোয়নি। ল্যাপটপে বিনোদিনীর ব্লগ পড়ছে!"

শিউলির কথা শুনে মুচকি হাসে সুনীল।

BanglaBook.org

কুইন বি ব্লগ্‌স ॥ পোস্টেড অন ফিফটিনথ অগস্ট অ্যাট টেন এএম (বঙ্গানুবাদ)

গতবার ব্লগ লিখেছিলাম পনেরোই জুলাই। ঠিক একমাস পর ফিরে এলাম আপনাদের কাছে। কেন এত দেরি হল, সে কথা বলব। তার আগে আপনাদের জানাই, আজ স্বাধীনতা দিবস। এই মহান দেশের অজস্র মানুষ স্বাধীনতা আনার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থ দেখেননি। দেখেছেন সমষ্টির স্বার্থ। তাঁরা নিজেদের ভাল ভাবেননি, সবার ভাল ভেবেছেন। সেইসব মহান মানুষের আত্মবলিদানে আজ দেশ স্বাধীন। তাঁদের প্রণাম জানাই।

আমার পাঠক সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গত ব্লগের পর আপনাদের দু'হাজার মন্তব্য জমা পড়েছে। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। একসঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

একটা বড় অংশের মানুষ জানিয়েছেন, তাঁরাও হাঁপানিতে আক্রান্ত। শ্বাসকষ্টের কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারতেন না। আমার ব্লগ পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা নিয়মিত ওষুধ খাওয়া, ইনহেলার নেওয়া, প্রাণায়াম ইত্যাদি শুরু করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, তাঁরা আগের চেয়ে সুস্থ। আপনাদের পরিবর্তনে আমি গর্বিত। কেননা এই ব্লগ আপনাদের স্বাস্থ্যসচেতন করেছে।

এবার আপনাদের জানাই, একমাস পর কেন লিখতে বসলাম। এর জন্য দায়ী আমার এক বদঅভ্যেস, যা আমি আজও ছাড়তে পারিনি। সেটা হল দাঁত দিয়ে নখ কাটা। মা-র মুখে শুনেছি এই বাতিক ছোটবেলা থেকে আছে। আঙুলে ন্যাকড়া বেঁধে, আঙুলের ডগায় নিমপাতার রস লাগিয়েও ছাড়ানো যায়নি। এখনও কারণে-অকারণে আমি কুটকুট করে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে শুরু করি। অভিনেত্রীদের হাত এবং নখ তাদের তাদের অ্যাসেট। আমার ম্যানিকিওর করে দেয় যে মেয়েটি, সে প্রতি সপ্তাহে আমাকে বকাবকি করে। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন, আমার ডান হাতের ক্লোজ় শট খুব কম ছবিতে আছে। থাকলেও সেখানে ফল্‌স নখ লাগানো।

BanglaBook.org

এই কুকর্মটি করতে গিয়েই গত একমাস ধরে আমার আঙুল ফুলে কলাগাছ! তর্জনীর নখের কোণে ইনফেকশন! পুঁজ জমে একশা কাণ্ড। আমি প্লেন ধরে পালালাম সোজা কলকাতায়। ধৃতিকান্তর কাছে। ও প্লাস্টিক সার্জন হলেও জেনারেল সার্জারিটা ভোলেনি। (অবশ্য এসব ছোটখাটো অপারেশন সব ডাক্তারই পারে!) সে আমার অপারেশন করে দিল। আমি অজ্ঞান ছিলাম। কিছু জানি না। পরে শুনলাম, অনেকটা পুঁজ বেরিয়েছে। আমার আবার সবরকম অ্যান্টিবায়োটিক চলে না। মনে আছে, অনেককাল আগে, ১৯৭৪ সালে, শ্বাসকষ্টের জন্য আমাকে পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছিল। তখন আমার মিস ইউনিভার্সের প্রস্তুতি পর্ব চলছে। পেনিসিলিনের পুরো ডোজ় ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে চামড়ায় সামান্য দিয়ে দেখে নিতে হয়, ওষুধটা শরীরে সুটেবল কিনা। স্কিন টেস্টের অল্প সেই ডোজ়েই আমার মরোমরো অবস্থা হয়েছিল। তখন থেকেই জেনে গিয়েছি আমার পেনিসিলিন অ্যালার্জি আছে।

এখন অবশ্য নতুন নানা অ্যান্টিবায়োটিক বেরিয়েছে। পেনিসিলিনের ব্যবহার নেই বললেই চলে। সেইরকম নতুন একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এইবারে আমায় ভাল করল ধৃতিকান্ত। সব মিলিয়ে জটিল পরিস্থিতি। কলকাতায় দিন কুড়ি থেকে, হাত সুস্থ করে ফিরতেই একগাদা পেন্ডিং কাজ। অ্যাড শুট, দু'-দুটো নতুন ফিল্মে সাইন করা, (এ নিয়ে যা কিছু বলার প্রোডাকশন হাউস বলবে। আমাকে বলতে অনুরোধ করবেন না। প্লিজ়। আমি কনট্র্যাক্ট-বাউন্ড!) একটা ছবির রিলিজ়... সেসব চুকিয়ে আজ সামান্য সময় পেলাম, আপনাদের সঙ্গে গপ্‌পো করার জন্য। তর্জনীতে এখনও সামান্য ব্যথা আছে।

এই দেখুন, আপনাদের সঙ্গে গপ্‌পো করতে করতে সকাল দশটা বেজে গেল। এবার আমাকে বেরোতে হবে। আপনাদের প্রমিস করেছিলাম, সাউথ আফ্রিকার সানসিটিতে আমার মিস ইউনিভার্স খেতাব জেতার গপ্‌পো শোনাব। আজ পারছি না। আঙুলে ব্যথার কারণে, সে জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পরের দিন শোনাবই।

BanglaBook.org

আপনাদের স্বাধীনতা দিবস ভাল কাটুক। ক্রমাগত নিজের জন্য না বেঁচে একটু দেশের জন্য বাঁচুন। জয় হিন্দ!

শিউলি নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে। সে জানতেও পারেনি, ডুপ্লের নীচের তলা থেকে নিঃশব্দে ওপরে উঠে এসেছে রাজা। তিতিরও বেরিয়ে এসেছে নিজের ঘর থেকে। সুনীলের সোফার দু'দিকে দু'জনে বসে।

সুনীল রিমোট টিপে ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি চালিয়ে দেয়। সাউন্ড ভলিউম মিনিমাম রাখে। দেশের সবক'টি নিউজ় চ্যানেলে এখন বিনোদিনীর শ্মশানযাত্রার লাইভ টেলিকাস্ট দেখাচ্ছে।

পিস হাভেনে রাখা মৃতদেহ বিশাল ট্রাকে তোলা হয়েছে। খুলে দেওয়া হয়েছে ট্রাকের দেওয়াল, যাতে কাচের বাক্সে রাখা বিনোদিনীর মৃতদেহ সবাই দেখতে পায়। পিস হাভেন থেকে ট্রাক আস্তে আস্তে যাচ্ছে টালিগঞ্জ স্টুডিয়োর দিকে। রাস্তার দু'ধারে অজস্র মানুষ। মানুষ বারান্দা থেকে ঝুঁকে দেখছে, ছুড়ে দিচ্ছে ফুলের মালা, পুষ্পস্তবক। সবাই মিলে গান গাইছে, আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে। তবুও শান্তি তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে...

ক্যামেরা আস্তে আস্তে ক্লোজ়আপে ধরছে ট্রাকের এককোণে বসে থাকা, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক প্রৌঢ়কে। জমিদার-সুলভ চেহারার মানুষটি মুখের কাছে হাত চাপা দিয়ে মোবাইলে কথা বলছে। একবার সামান্য হাসলও।

তিতির বলল, "ধৃতিকান্ত মজুমদার।"

সঞ্চালক বলছে, "একথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, যে বিনোদিনী দেবীর মৃত্যু কোনও স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যা। ঠান্ডা মাথায় খুন। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এবং ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট আমাদের হাতে। আমরা জোরের সঙ্গে একথা বলতে পারি। এখন প্রশ্ন, পুলিশ কত তাড়াতাড়ি এই খুনের সমাধান করতে পারবে? এবিষয়ে আমরা কথা বলব, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে।"

BanglaBook.org

টিভিতে এখন বিনোদিনীর শোকমিছিলের পরিবর্তে কমিশনার বাদল চট্টোপাধ্যায়ের মুখ। নতমস্তক মানুষটি ক্যামেরার দিকে তাকাল। সুনীলের মনে হল, বাদল যেন তার দিকে তাকিয়ে। বাদল বলল, "আমাকে আর সামান্য সময় দিন। আমি সব বলব..."

॥ ১১ ॥

বাংলা এবং ইংরিজি দু'রকম কাগজেই প্রধান খবর বিনোদিনীর অন্তিম যাত্রা। বাংলা বন্‌ধের খবর কাগজে স্থান পায়নি। বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে সাধুভাষায়, কর্মনাশা জোড়া বন্‌ধের তীব্র নিন্দা করে বাঙালির অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে কঠিন কঠিন বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

পড়তে পড়তে গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় তিতির। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে গাড়ি চলেছে চিৎপুরের দিকে। রাস্তা ক্রমশ সরু হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে দু'পাশের বাড়ির স্থাপত্য, ফুটপাথে হকারদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, বাতাসে ভেসে আসছে আতরের মৃদু গন্ধ।

নাখোদা মসজিদের সামনে পৌঁছে তিতির আমিশাকে ফোন করে, "আমরা বড় মসজিদের সামনে। এবার কী করব?"

আমিশার উত্তর শুনে ফোন কেটে বলে, "মোহিতদা, এখানেই গাড়ি রাখো। আমরা নামব।"

"এখানে গাড়ি পার্ক করা বিশাল প্রবলেম," গজগজ করে মোহিত, "আমি প্ল্যাসি অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পার্ক করছি। তোমাদের কাজ শেষ হলে মোবাইলে ডেকে নিয়ো।"

রাজা আর তিতিরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে এগিয়ে যায় সে।

"আমিশা কোথায়?" জিজ্ঞেস করে রাজা।

"বলল, বড় মসজিদের সামনের ফুটপাথ থেকে চুড়ি কিনছে," ভিড় ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে বলে তিতির।

বন্‌ধের বাজারেও এই রাস্তায় ঠাসাঠাসি ভিড়। রাস্তায় ঢেলে বিক্রি

BanglaBook.org

হচ্ছে লুঙ্গি, ফেজ, আতর, লাচ্ছা, কাচের চুড়ি, সলমা-চুমকি বসানো ঝলমলে পোশাক। কারিগররা ছোট ছোট মাচায় বসে, নিখুঁত ফোঁড়ে নেট কাপড়ে ফুটিয়ে তুলছে অসাধারণ সব নকশা। কাটা ফলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। বাংলা, হিন্দি, উর্দু, গুজরাতি, নানা ভাষার টুকরো টাকরা কানে আসছে। আক্ষরিক অর্থেই কসমোপোলিটান কলকাতা।

ফুটপাথের দোকান থেকে সালোয়ার-কামিজ় পরা এক মহিলা বলে, "তুমি ঋণী। তাই তো?"

তিতির দাঁড়িয়ে বলে, "হ্যাঁ। আর ইনি উইলিয়াম শাজাহান চৌধুরী।"

একগাদা কাচের চুড়ি কিনে দাম মেটাতে মেটাতে আমিশা বলে, "উইলিয়াম? শাজাহান? চৌধুরী? বেশ নাম।"

"নামের পিছনে একটা গপ্‌পো আছে। পরে শোনাব," কেজো গলায় বলে রাজা, "এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না। আমরা অন্য কোথাও যেতে পারি না?"

"যাব তো! আসুন আমার সঙ্গে," চুড়ির বান্ডিল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে পৌঁছোয় আমিশা। পিছন পিছন রাজা ও তিতির।

আমিশার বয়স ষাটের আশেপাশে। সে চোখ-ধাঁধানো সুন্দরী। গায়ের রং উজ্জ্বল গোলাপি, চোখ দুটি যামিনী রায়ের আঁকা, টিকোলো নাক, একঢাল হেনা করা চুল, হাঁসের মত গলা উঁচিয়ে সে যখন রাজপথ দিয়ে হাঁটছে, সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছে! ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত বলেই বোধহয় তার অ্যাপিয়ারেন্সে কোনও একটা 'এক্স ফ্যাক্টর' আছে, যা তাকে ভিড়ের মধ্যে স্বতন্ত্র করেছে। এমন অপরূপ সুন্দরীর মেকআপ আর্টিস্ট না হয়ে মডেল হওয়া উচিত ছিল, ভাবে তিতির। উত্তরটা মনে মনে পেয়েও যায় সে। সৃষ্টিকর্তা আমিশাকে সবটুকু দিলেও এক জায়গায় মেরে রেখেছেন এবং সেটা হল তার উচ্চতা! তার হাইট সাড়ে চার ফুটেরও কম। সাদার ওপর হাল্‌কা নীল ভার্টিকাল স্ট্রাইপের সালোয়ার কামিজ় পরে অপটিক্যাল ইলিউশন তৈরির চেষ্টা বা চার ইঞ্চির হিল পরা... কোনওটাই কাজে লাগেনি।

BanglaBook.org

রিগ্যাল হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আমিশা বলে, "আসুন, আমরা উপরে বসি। এখানেই কথা বলে নেওয়া যাবে।"

রিগ্যালের ভেতর থেকে জাফরান, জায়ফল, জয়িত্রীর, দারুচিনির প্রাণকাড়া গন্ধ আসছে। বাইরে মস্ত তাওয়ায় কষা হচ্ছে মাংস। তিতিরের জিভে জল এসে গেল। কথা বলার জন্য চমৎকার জায়গা বেছেছে আমিশা। ডিক্টাফোন অন করে সে।

"আপনি থাকেন তো আমেরিকায়। চিৎপুরে কি আপনার নিজের বাড়ি?" দোতলায় উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করে রাজা।

আমিশা বলে, "দেশের বাড়ি নদিয়া। কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট লাগে, তাই আছে। পলাশি অ্যাপার্টমেন্টে। বাড়িভরতি লোকজন বলে আপনাদের নিয়ে গেলাম না। মুম্বই আর বেঙ্গালুরুতেও আমার একটা করে ফ্ল্যাট আছে।"

চেয়ারে বসে ফিরনির অর্ডার দিয়ে আমিশা বলে, "সময় খুব কম। কাজেই ঋণীর ইন্টারভিউ বরং থাক। সরাসরি বিনুর কথায় এসো।"

ডিক্টাফোন টেবিলে রাখে তিতির। মোবাইল থেকে সুনীলকে ফোন করে মোবাইল কুর্তির পকেটে ঢোকায়। বলে, "আপনাকে এত সুন্দর দেখতে। আপনি মডেল হলেন না কেন?"

একগাল হাসে আমিশা। হাসলে গালে অপূর্ব দুটি টোল পড়ে। দাঁতের সেটিংও চমৎকার। ওয়েটারের দিয়ে যাওয়া জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বলে, "আমার হাইটের জন্য। মেয়েদের মিনিমাম সাড়ে পাঁচ ফুট থেকে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি হাইট না হলে মডেলিং-এ আসা যায় না। ছেলে হলে অন্তত ছ'ফুট।"

"কেন? সব মডেলই র‍্যাম্পে হাঁটে নাকি?" প্রতিবাদ করে তিতির।

"তা নয়। অনেকরকম কাজই ওরা করে। অ্যাড শুট, মিউজ়িক ভিডিয়ো, শো-রুম ডিসপ্লে, অ্যাক্টিং, মডেলিং। তবে আমি কখনও এসব নিয়ে ভাবিনি।"

"বিনোদিনীর মডেলিং কেরিয়ার আপনি কত কাছ থেকে দেখেছেন?" তিতিরকে থামিয়ে প্রশ্ন করে রাজা।

BanglaBook.org

"টু বি ভেরি অনেস্ট, মুম্বই থেকে। আমিও পলাশির মেয়ে। কিন্তু আমি আর বিনু আলাদা ক্লাসে বিলং করতাম। আমার বাবার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই..."

"উনি ন্যাশনাল লেভেলের পলিটিক্যাল লিডার," সংক্ষিপ্ত জবাব রাজার।

"হ্যাঁ। আর বিনু কৃষক পরিবারের মেয়ে। কাজেই পলাশিতে চেনাশোনার স্কোপ ছিল না। আমি কলকাতায় পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে মুম্বই শিফ্‌ট করি। মানুষকে সাজানোর ন্যাক বরাবর ছিল। সেটা নিয়ে কাজকর্ম শুরু করি। বিনু মিস ক্যালকাটা হওয়ার পর মুম্বই আসে। তখনও আমি ওকে চিনি না। মিস ইন্ডিয়া হওয়ার পর ইভ ম্যাগাজিনের তত্ত্বাবধানে বিবি যখন ওকে গ্রুম করছিল, সেই সময়ের আশপাশে আমার সঙ্গে আলাপ। দু'জনেই বাঙালি, দু'জনেই নদিয়ার মেয়ে, দু'জনেরই আদি বাড়ি পলাশি... বন্ডিং হওয়া স্বাভাবিক। তবে আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড জানার পর ও একটু শেকি হয়ে যায়, দূরত্ব রাখতে শুরু করে। আমি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিইনি। ১৯৭৪ সালে এমন একটা ঘটনা ঘটে, যেটা আমাদের দু'জনকে কাছাকাছি নিয়ে আসে," ফিরনি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আমিশা। রাজা আর তিতির চুপ করে থাকে। প্রশ্ন করে লাভ নেই। যা বলার আমিশা নিজেই বলবে।

"ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইম্পর্ট্যান্ট, বুঝলেন," একচুমুক জল খেয়ে বলে আমিশা, "ওটা এক ধরনের ভ্যালু সিস্টেম দেয়। ওটার অ্যাবসেন্সে মানুষ আর মানুষ থাকে না। বিনু উপরে উঠছিল... কিন্তু অ্যাট দ্য কস্ট অব টু মেনি থিংস। ভ্যালু সিস্টেম না থাকার ফলে ও বুঝতে পারত না কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। কোনও কিছু পাওয়ার জন্য ও সব কিছু দিতে প্রস্তুত ছিল।"

"একটা উনিশ বছরের বেকার মেয়ে কী-ই বা দিতে পারে? ওর কাছে মিস ক্যালকাটা আর মিস ইন্ডিয়ার ক্রাউন আর স্যাশে ছাড়া কিছু ছিল না," ফুট কাটে তিতির।

তিতিরের দিকে সামান্যক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমিশা বলে,

BanglaBook.org

"উনিশ বছরের একটা মেয়ে পৃথিবী জয় করতে পারে। তার আর কিছু দরকার হয় না।"

আলোচনা কোনদিকে ঘুরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তিতির জিভ কেটে চুপ করে যায়।

"বিনু রেগুলারলি স্লেপ্ট উইথ বিবি মেহতা," যেসব কথা বাংলায় বললে অস্বস্তি হয়, সে সবের জন্য আছে ইংরিজি ভাষার আড়াল, "বিনু ওয়জ় নো বডি! অনেক স্ট্রাগ্‌ল করে ওকে উপরে উঠতে হয়েছে। মিস ইন্ডিয়া হওয়ার পরে শি ওয়জ় সামবডি। তাও যে ও কেন বিবির প্রস্তাবে রাজি হত, এটা আমার কাছে ক্লিয়ার নয়।"

"তার মানে এটা দু'জন কনসেন্টিং অ্যাডাল্টের মধ্যের ঘটনা নয়?" রাজা প্রশ্ন করে।

"নট অ্যাট অল। ইট ওয়জ় রেপ অল দ্য ওয়ে। কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল। বিনুর কোনও একটা দুর্বলতা ছিল, যা বিবি জানত। ইট ওয়জ় ব্ল্যাকমেল। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, বিনু প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ে। আপনি ভাবুন, সামনেই মিস ইউনিভার্স কমপিটিশন, নিয়মিত ট্রেনিং চলছে, পাসপোর্ট তৈরি, ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে এই কাণ্ড! বিবি একদিন লাফাতে লাফাতে আমার কাছে এল। সঙ্গে বিনু। আমিই ওদের সাবার্ব মুম্বই-এর এক গাইনিকলজিস্টের কাছে পাঠাই। মোস্ট প্রোব্যাবলি বিনু ওখান থেকে অ্যাবর্শন করিয়ে আসে। আমার সঙ্গে বিনুর ঘনিষ্ঠতা হল সানসিটিতে গিয়ে।"

"আপনি মিস ইউনিভার্স পেজ্যান্টের সময় বিনোদিনীর সঙ্গে ছিলেন?" তিতির লাফিয়ে ওঠে।

"ছিলাম। আমাকে ইভ ম্যাগাজ়িনের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছিল। অনেকেই সঙ্গে যায়। মেকআপ আর্টিস্ট, হেয়ার স্টাইলিস্ট, কস্টিউম ডিজ়াইনার, ম্যাগাজ়িনের তরফে একজন। সঙ্গে গাদা গাদা সুটকেস।"

"কী হয়েছিল ওখানে?" তিতিরের কৌতূহল শেষ হয়নি।

BanglaBook.org

"টু বি ভেরি অনেস্ট, আমার মনে নেই। এতদিন আগের কথা তবে এটুকু মনে আছে, ফাইনাল কোয়েশ্চেন-আনসার রাউন্ডে সবাইকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'তুমি মিস ইউনিভার্স ক্রাউন জিতলে এই খেতাবকে কীভাবে ব্যবহার করবে?' মিস চায়না, মিস ফিলিপিন্স, এর বিশ্বশান্তি, মানবতাবাদ, এসব আউড়েছিল। বিনু বলেছিল, কলকাতা শহরের এক সন্ত নারীর কথা, যিনি কুষ্ঠরোগীদের রাস্তা থেকে তুলে এনে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় দেন। মাদার টেরেসার দেখানো পথে বাকি জীবন কাটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচুর হাততালি এবং খেতাব জিতে নেয় বিনু।"

সামান্য থেমে আমিশা বলে, "ক্লাস না থাকতে পারে, বদমায়েশি বুদ্ধির কখনও অভাব হয়নি ওর মধ্যে। প্লাস সুইমসুট রাউন্ডে ও অসাধারণ একটা পারফরম্যান্স দিয়েছিল।"

"ওখানে একটা ন্যাশনাল ড্রেস রাউন্ড থাকে না? যেখানে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তার নিজের দেশের পোশাক পরে ক্যাটওয়াক করতে হয়।" জানতে চায় রাজা।

"হ্যাঁ হয়। বিনুর ডিজ়াইনার ওর জন্য 'আম্রপালী' পোশাক বানিয়ে দিয়েছিল। আম্রপালী সিনেমাটা দেখেছ ঋণী? যেটায় সুপ্রিয়াদেবী অভিনয় করেছেন?" তিতিরকে প্রশ্ন করে আমিশা।

"না, দেখিনি," কাঁচুমাচু মুখে বলে তিতির।

"দেখে নিয়ো। তা হলে ওই ড্রেসটা সম্পর্কে ধারণা পাবে। ওই ড্রেসের সঙ্গে যেসব গয়না পরেছিল, ওগুলো আমার। আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। বিনুকে দারুণ মানিয়েছিল।"

"আপনার গয়না কেন?" প্রশ্ন করে রাজা।

ইশারায় ওয়েটারকে বিল আনতে বলে আমিশা। পেপার ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে বলে, "আমরা জগৎ শেঠের বংশধর। ইতিহাস পড়লে দেখবে, জগৎ শেঠ সেই সময়ে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কার ছিলেন। ১৭৫৭ সালে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। সিন্দুক ভরা থাকত সোনা, হিরে, জহরতে।"

"বাপ রে! তখনকার দিনেই এত?" মন্তব্য করে তিতির।

BanglaBook.org

"তা হলেই বোঝো! পরবর্তীকালে সময় গড়িয়েছে, প্রজন্ম বদলেছে, একজন মানুষ পারিবারিক শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে বহু হয়েছে। পলাশির যুদ্ধের সময় যা ছিল সিন্দুক-ভরতি সোনা, তা এখন প্রতি তরফের একটা বা দুটো এয়ারলুম। কিন্তু আমাদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পরিবারের কাছে তা অমূল্য। সেরকমই কিছু অমূল্য এয়ারলুম আমি বিনুকে পরতে দিয়েছিলাম আম্রপালী ড্রেসের সঙ্গে," আমিশা বেয়ারাকে টাকা মিটিয়ে রাজাকে বলে, "আর কোনও প্রশ্ন আছে?"

"বিনোদিনী যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?"

"জ়ানাডু রুমে। শুটিং জ়োনে আমি বিনুর মেকআপ ঠিক করে দিচ্ছিলাম, সাক্ষী চুল ঠিক করছিল। আগে একটা লম্বা ফোটোশুট হয়ে গিয়েছে। তারপর ও পোশাক বদলে ব্লগ লিখতে লাগল। তার মধ্যে মেকআপ, হেয়ারস্টাইল বদলাতে হল। বিনু স্পটলাইটে ঢুকে বসে পড়ল। আমি আর সাক্ষী দৌড়ে যাই।"

"বাকিরা কে কোথায় ছিল?"

সিটিং জ়োনে ইলা আর পাখি বসেছিল। ইলা সিকিয়োরিটিদের ডাকে। পাখি স্ট্রেচারের জন্য চেঁচাচ্ছিল। আর্কেদে আর বিবি শুটিং জ়োনে বসেছিল। ওরাও দৌড়ে আসে। চলে আসে প্যারামেডিকরা। ওরাই বিনুকে ইঞ্জেকশন দেয়।"

"কী ইঞ্জেকশন দিয়েছিল? আপনি জানেন?"

"না। বিনুর মেডিসিন কিট থেকে নিয়ে ইঞ্জেকশন দিচ্ছিল। তারপর খবর পেয়ে ধৃতিকান্ত এল। সে পালস টালস দেখে বলল, বিনু মারা গিয়েছে। তারপর অন্য ডাক্তার এল। সেও একই কথা বলল। ডেথ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করল। এরপর পুলিশ এল। তারা বিনুকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল।"

"আম্রাবর্ত নামের একটি শো-পিস চুরি হয়েছে। কে চুরি করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

"দেখুন রাজা, বিনোদিনী অসুস্থ হওয়ার পর জ়ানাডু রুম লোকে

BanglaBook.org

ভরে যায়। সিকিয়োরিটির লোক, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, ধৃতিকান্ত, অন্য-একজন ডাক্তার... কে নয়? ওই ভিড়ে যে-কেউ আম্রাবর্ত চুরি করতে পারে। তবে শো-পিসটা বেশ বড়। জামাকাপড়ের আড়ালে নিয়ে পালানো শক্ত। পুলিশ তো সবাইকে ফ্রিস্ক করে জ়ানাডু রুম থেকে বেরোতে দিয়েছে। আমার শরীরও তল্লাশি করেছে পুলিশ! ওই রাগেই পুলিশের সঙ্গে কথা বলছি না।"

"পুলিশকে কে খবর দিয়েছিল?"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমিশা বলে, "হোটেলের কেউ হবে হয়তো। আপনার আর কোনও প্রশ্ন আছে?" ডিক্টাফোন হাতে তিতির পাশে পাশে আসছে।

রাজা বলে, "বিনোদিনীকে কে খুন করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

"আমি গোয়েন্দা নই, মিস্টার চৌধুরী। খুনি খোঁজা আমার কাজ নয়," ট্রাম রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলে আমিশা।

"তাও? এনি ওয়াইল্ড গেস?"

"ইলা ক্যামেরুনের সঙ্গে আপনাদের কথা হয়েছে? সিইও অব ম্যানগো?"

"একটু পরেই হবে," মোবাইলে মোহিতের নম্বর ডায়াল করে রাজা বলে, "ওঁর নাম কেন করলেন?"

"এমনিই। বাই!" বাংলা বন্‌ধের শুনশান সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রবীন্দ্র সরণির দিকে মিলিয়ে যায় আমিশা। তিতির ডিক্টাফোন আর মোবাইল অফ করে। ন্যাপস্যাকে ডিক্টাফোন ঢুকিয়ে বলে, "কী হচ্ছে বলো তো, রাজাদা?"

"যেটা হচ্ছে, সেটা খুব মারাত্মক। আমরা এখনও পুরো ভিউ পাইনি। অথচ হাতে সময় নেই। বিনোদিনী অত্যন্ত জটিল চরিত্রের মহিলা। জীবনের আগাগোড়া তিনি কোনও না-কোনও মানুষকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছেন। তারা প্রত্যেকে অন্তর থেকে ওঁর উপর রেগে আছে। প্লাস উনি বাকিদের থেকে বেশি সাক্‌সেসফুল। আমার ঘাড়ে পা দিয়ে কেউ উপরে উঠে গেলে আমার রাগ হয়।

BanglaBook.org

উঠতে গিয়ে সে যদি পড়ে যায়, তা হলে রাগ প্রশমিত হয়। কিন্তু সে যদি মগডালে চড়ে বসে, তা হলে রাগ একশোগুণ বেড়ে যায়। আর্কেদে, সাক্ষী, ধৃতিকান্ত, বিবি মেহতা... প্রত্যেককে বিনোদিনী কখনও না-কখনও ব্যবহার করেছে। সফল হওয়ার জন্য। এবং সে এদের মধ্যে সফলতম।"

"আর আমিশা সরকার?"

"জগৎ শেঠের বংশধরের একটা দিক আমরা দেখলাম। যেটা উনি দেখালেন। অন্যদিক জানা বাকি। তার জন্য ইলা আর পাখির সঙ্গে কথা বলতে হবে। পড়তে হবে বিনোদিনীর পরের ব্লগ। এরকমটা হতেই পারে যে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বিনোদিনী বলতে চেয়েছিলেন, 'আমিশাই দায়ী,' যে কথা বিবি মেহতা বলল।"

মোহিত গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে। রাজা মোহিতের পাশে বসে বলে, "আমরা যাব টিউলিপ বেঙ্গল হোটেলে।"

মোহিত বলে, "জোড়া বন্‌ধের বাজারে তোমাদের জ্বালায় আমাকে সারা কলকাতা চক্কর কাটতে হচ্ছে! এক মুহূর্ত রেস্ট পেলাম না।"

পিছনের সিটে বসে তিতির আপনমনে বলে, "আমিই দায়ী? আমই দায়ী? আম... আম... আমিশাই দায়ী?"

॥ ১২ ॥

"কী ভায়া? শরীর এখন কীরকম?" একগাল হেসে সুনীলকে প্রশ্ন করে ডক্টর পঙ্কজ দে।

"চলছে," সোফায় বসে থাকা অবস্থায় বলে সুনীল। শিউলি পঙ্কজের দিকে টেম্পারেচার চার্ট এগিয়ে দেয়। সেদিকে একপলক তাকিয়ে সে সুনীলকে নিয়ে পড়ল। স্টেথো দিয়ে বুক দেখে, টর্চ জ্বালিয়ে গলা দেখে, হাত দিয়ে পেট টিপে নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, "গলার অবস্থা আগের চেয়ে ভাল। সিগারেট বন্ধ নিশ্চয়ই?"

BanglaBook.org

"আপনি বলার পর আর খেতে দিইনি," ভাইয়ের সুস্থ হয়ে ওঠার খবরে খুশি হয় শিউলি, "অ্যান্টিবায়োটিক কি ওইটাই চলবে?"

"হ্যাঁ। ওষুধ বদলানোর কারণ দেখছি না। শুধু এই লোশন দিয়ে দিনে যতবার পারে গার্গল করিয়ো," বলে পঙ্কজ।

"আমাকে কী অ্যান্টি-বায়োটিক দিয়েছেন? পেনিসিলিন?" জানতে চায় সুনীল।

"পেনিসিলিন?" চোখ কপালে তুলে পঙ্কজ বলেন, "পেনিসিলিন কেন দিতে যাব? আজকাল কত নতুন অ্যান্টিবায়োটিক বেরিয়েছে। সেসব ছেড়ে মান্ধাতার আমলের ওই ড্রাগের নাম করছ কেন?"

"আমার পেনিসিলিনে অ্যালার্জি আছে। মনে পড়ল তাই বললাম," শিউলির গোল গোল চোখ দেখেও কথা চালিয়ে যায় সুনীল।

"বলে ভালই করলে। আমি দিই না মানে, কেউ যে দেবে না, তা তো নয়। পেনিসিলিনই বলো বা অন্য যে-কোনও ড্রাগ... তুমি যদি অ্যালার্জিক হও, তা হলে ওই ড্রাগের একটা কণা তোমার শরীরে ঢুকলেই শরীর বিদ্রোহ শুরু করবে, সে এক বিপদ!" নিজের ব্যাগে প্রেসক্রিপশনের প্যাড ঢোকাচ্ছে পঙ্কজ।

"হ্যাঁ। আমার তো প্রথমবার যাই-যাই অবস্থা। শ্বাসকষ্ট..." আমতা আমতা করে সুনীল।

"গায়ে চাকা চাকা দাগ বেরোয়, ওই যাকে বাংলায় বলে 'আমবাত'। সারা গা চুলকোয়। জিভ শুকিয়ে আসে, শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে আসে বলে কষ্ট হয়। ইটস আ মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি। তবে কেউ মরে না।"

"আমাকে তো একগাদা ইঞ্জেকশন দিতে হয়েছিল," পঙ্কজকে জানায় সুনীল। "ইঞ্জেকশনের নামগুলো ভুলে গিয়েছি।"

"ডেরিফাইলিন, ডেকাড্রন, অ্যান্টি-অ্যালার্জিক, আইভি ডোপামিন ড্রিপ, এইসব নানা ওষুধ। পেনিসিলিনে আর একটা ভয়ংকর জিনিস হয়, তাকে বলে 'অ্যানাফাইল্যাক্সিস'। তাতে লোক মারা পর্যন্ত যায়। তবে পেনিসিলিন অ্যালার্জি যেমন প্রেডিক্টেবল, অ্যানাফাইল্যাক্সিস

BanglaBook.org

তা নয়। ওয়ন্স ইন আ লাইফটাইম হবে, কেউ কিছু বোঝার আগে জীবন নিয়ে নেবে।"

"পেনিসিলিন অ্যালার্জি প্রেডিক্টেবল বুঝি?" জানতে চায় সুনীল।

"অবশ্যই। তোমার একবার পেনিসিলিনে অ্যালার্জি হলে বারবার হবে। ওইজন্যই তোমার ডাক্তার তোমাকে বলে দিয়েছে, পেনিসিলিন থেকে দূরে থাকতে।"

"আর ওই অ্যানোফিলিস?"

"অ্যানোফিলিস মশার নাম সুনীল," পঙ্কজ শাসন করে, "কথাটা অ্যানাফাইল্যাক্সিস। টোটালি আনপ্রেডিক্টেবল। তবে তোমার যখন অ্যালার্জি আছে, তখন অ্যানাফাইল্যাক্সিস হবে না। অ্যানোফিলিসের কামড়ে ম্যালেরিয়া অবশ্য হতে পারে। এখন চুপচাপ শুয়ে থাকো। আমি উঠলাম," খটাং করে ব্রিফকেস বন্ধ করে ওঠে পঙ্কজ।

"শিউলি, আমি উঠলাম। তোমার পতিদেব কবে ফিরছে?"

"ও বেঙ্গালুরুতে। আগামী রবিবার ফিরবে," পঙ্কজকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, ফিরে এসে ভাইকে ধমকায় শিউলি, "বয়স্ক মানুষটাকে মিথ্যে কথা বললি কেন? তোর আবার কবে ড্রাগ অ্যালার্জি হয়েছিল?"

সুনীল ইতিমধ্যে কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে বলে, "বেশি না বকে এক কাপ চা খাওয়া। আমি ততক্ষণে বিনোদিনীর পরের ব্লগটা পড়ি। এক্ষুনি তিতিরের ফোন আসবে। তখন মোবাইল কানে বসে থাকতে হবে।"

ভাইকে কিছুক্ষণ মাপে শিউলি। বলে, "তোর কী মনে হয়? তুই এইভাবে কেসটা সল্‌ভ করতে পারবি? বাড়িতে ভাঙা ঠ্যাং নিয়ে বসে, ফোনে জেরা শুনে, পুরনো ব্লগ পড়ে কিছু করা সম্ভব?"

"কী জানি!" অন্যমনস্ক উত্তর দেয় সুনীল। সে এখন বিনোদিনীর ব্লগে ডুব দিয়েছে।

BanglaBook.org

কুইন বি ব্লগ্‌স ॥ পোস্টেড অন টুয়েন্টি ফিফ্‌থ সেপ্টেম্বর অ্যাট ওয়ান এএম। (বঙ্গানুবাদ)

একটানা এক মাস নতুন ছবির শুটিং হল। মহারাষ্ট্রের 'ওয়াই' নামের এক ছোট্ট গ্রামে। ওখানে পানীয় জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, সড়ক নেই, হোটেল নেই... জাস্ট কিচ্ছু নেই! প্রোডাকশনের তরফ থেকে সম্পূর্ণ নতুন একটা গ্রাম তৈরি করল। তৈরি করল নতুন রাস্তা। সারাক্ষণ জেনারেটরে কাজ হল। আমাদের থাকার ব্যবস্থাও হয়েছিল গ্রামের কুটিরে। ওগুলো সব এসি কটেজ। যাবতীয় আধুনিক অ্যামেনিটিজ় আছে। আজকাল নতুন নতুন প্রোডাকশন হাউস তৈরি হয়েছে। কত নতুন ডিরেক্টর। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে সব। সিনেমার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাদের পড়াশোনা দেখলে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়! কত নতুন বিষয় নিয়ে ছবি তৈরি হচ্ছে। হিরো আর হিরোইন গাছের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচছে, হিরোইন হিরোকে বলছে, 'ম্যায় তুমহারে বাচ্চেকি মা বননেওয়ালি হুঁ!' হিরোর বাবা বলছে, 'ইয়ে শাদি নহি হো সক্‌তা হ্যায়!' এসবের জমানা শেষ।

নতুন ছবি, নতুন প্রোডাকশন হাউস, নতুন ডিরেক্টর। আমিও নিজেকে বদলে ফেললাম। এই ব্লগ আমি লিখছি পুরনো ল্যাপটপে নয়, নতুন আইপ্যাডে। যন্ত্রটি আমায় উপহার দিলেন আমার স্বামী ধৃতিকান্ত। গত এক মাস ওয়াই-এর শুটিং স্পটে উনি আমার সঙ্গে ছিলেন। মুম্বই থেকে এনেছেন আমার জন্য এই উপহার।

যন্ত্রটিতে সড়গড় হতে আমার খানিকটা সময় লাগল। তাই ব্লগ লিখতে এই দেরি। এই অসাধারণ উপহার দেওয়ার জন্য ধৃতিকান্তকে অনেক অনেক ভালবাসা!

এবার আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। আমি আপনাদের শোনাব, আমার মিস ইউনিভার্স খেতাব জেতার কাহিনি, যা ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সানসিটিতে।

তার আগের এক বছর ইভ ম্যাগাজ়িনের তরফ থেকে আমাকে নিংড়ে নেওয়া হয়েছে। ওই বছরের একটা বড় অংশ কেটে গিয়েছিল

BanglaBook.org

মিস ইন্ডিয়া হিসেবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ইভ ম্যাগাজিনের জন্য প্রচার করে। বাকি সময়টা অপরিসীম পরিশ্রম। আমার সঙ্গে থাকত টিম অব এক্সপার্টস। একজন ডায়েটিশিয়ান (এখন বলা হয় নিউট্রিশনিস্ট!), একজন স্কিন স্পেশ্যালিস্ট, একজন ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর, একজন হেয়ারস্টাইলিস্ট, একজন মেকআপ আর্টিস্ট, একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। আমার ঘুমের সময় মাপা ছিল, কত ক্যালরির খাবার খাব মাপা ছিল, কত ক্যালরি এক্সারসাইজ করে পুড়িয়ে ফেলব মাপা ছিল, কত গেলাস জল খাব মাপা ছিল। দিনে তিনবার মুখে ক্লিনিং টোনিং ময়েশ্চারাইজিং (সিটিএম)-এর হিসেব কষা ছিল, মাথার চুলের জন্য হট অয়েল মাসাজের সময় হিসেব কষা ছিল, সারা শরীরের রোম তোলার জন্য ওয়্যাক্সিং হিসেব কষা ছিল, (তখন লেসার থেরাপির মাধ্যমে বাহুমূল রোমহীন করা চালু হয়নি।) মেরুদণ্ড সোজা রেখে ডাইনিং টেবিলে কীভাবে বসতে হয়, এলবিডি (লিটল ব্ল্যাক ড্রেস) পরে বসার সময় কীভাবে নিজেকে ক্রসলেগ্‌ড করে নিতে হয়, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর শুনে একমুহূর্তের মধ্যে, না ভেবে, পলিটিক্যালি কারেক্ট উত্তর কীভাবে দিতে হয়, এবং তখন হাসিমুখটি নিটোল কীভাবে রাখতে হয়... সব শিখতে হল!

দীর্ঘ চর্চার শেষে অবশেষে সাউথ আফ্রিকা। আমার ধারণা ছিল আফ্রিকা মানেই জঙ্গল। কালো কালো মানুষ, নানারকম জন্তু-জানোয়ার। গিয়ে দেখলাম, ঝকঝকে তকতকে একটা শহর এবং প্রচুর সাদা চামড়ার মানুষ। ভারতীয়ও কিছু কম নেই। বেশির ভাগই গুজরাতি। যারা কয়েক প্রজন্ম ধরে ওখানে থেকে সাউথ আফ্রিকান হয়ে গিয়েছে। তখন মনে পড়ল, গাঁধীজি আইনচর্চা করতে এসে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বর্ণবিদ্বেষের শিকার হন।

মিস ক্যালকাটা বিউটি পেজ্যান্টের থেকে মিস ইন্ডিয়া এক আলোকবর্ষ এগিয়ে ছিল। সানসিটিতে এসে দেখলাম মিস ইউনিভার্স বিউটি পেজ্যান্ট মিস ইন্ডিয়া-র থেকে সমপরিমাণ এগিয়ে। সারা পৃথিবী থেকে মেয়েরা প্রতিনিধিত্ব করে বলে বলছি না, ওদের পেশাদারিত্ব, নিয়মানুবর্তিতা, ডিটেলের দিকে নজর, ভুল হলে তৎক্ষণাৎ তা

BanglaBook.org

সংশোধন করার জন্য বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া, আতিথেয়তা, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা... সে এক দেখার মতো ব্যাপার!

আমাদের ঠাঁই হয়েছিল হোটেল সানসিটিতে। সানসিটি শহরটি দক্ষিণ আফ্রিকায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত। জোহানেসবার্গ থেকে দু'ঘণ্টার ড্রাইভ। সল কর্জার নামে এক হোটেল ব্যবসায়ী এখানে প্রথম লাক্সারি রিসর্ট ও ক্যাসিনো খোলে। সানসিটির অনেকগুলো হোটেলের মধ্যে হোটেল সানসিটিই সবচেয়ে বড়। (একটা এইট্টিন হোল গল্‌ফ কোর্স পর্যন্ত আছে।) এখানে আজ পর্যন্ত ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা, কুইন, এলটন জন, বনি এম, রে চার্লস সবাই পারফর্ম করেছেন। এই পাঁচতারা হোটেলের পুরোটাই বুক করেছিল, মিস ইউনিভার্স খেতাবের আয়োজক কোম্পানি। প্রতিযোগী এবং তার এনটুরেজের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল পুরো হোটেল জুড়ে। মূল অনুষ্ঠানটি হয়েছিল হোটেলের নিজস্ব ইনডোর স্টেডিয়ামে।

জায়গাটার সঙ্গে পরিচিত হতে, গুছিয়ে বসতে দু'দিন লেগে গেল। তৃতীয়দিন থেকে শুরু হল অনুষ্ঠানের প্রাথমিক কাজকর্ম। ইন্ডিভিজুয়াল ফোটোশুট, টেকনিক্যাল ডিটেলের কচকচি, আমাদের হেল্‌থ চেকআপ। এই হেল্‌থ চেকআপের সময় আলাপ হল অন্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা চলে এক মাস ধরে। প্রথমদিকে গালা রাউন্ড, ডিনার, বল এসব চলতে থাকে। এবং একশো দেশ থেকে আসা একশো প্রতিযোগী এক-এক করে বাদ পড়তে থাকে। থাকে নানা সাবকনটেস্ট। মিস বিচ বিউটি, মিস ট্যালেন্ট, মিস কনজিনিয়ালিটি, মিস স্পোর্টস... এইসব। তখনও পর্যন্ত সুইমওয়্যার রাউন্ড আলাদা শুট করে মূল অনুষ্ঠানের দিন জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো হত। এখন নিয়ম বদলে গিয়েছে।

প্রতিযোগিতা চলছে, এক-এক করে খসে পড়ছে বিভিন্ন দেশের মেয়েরা। আমি অনেক ঘাটের জল খেয়েছি, অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার পূর্ণ। বুঝলাম, এই বছরে পেজ্যান্ট জিতবে মিস কোরিয়া, মিস ফিলিপিন্‌স, মিস আমেরিকা আর আমি, এদের মধ্যে কোনও একজন। আমাদের

BanglaBook.org

মধ্যে সব থেকে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিল মিস কোরিয়া। ('বিউটি উইথ আ পারপাস' তখনও পর্যন্ত এই কনটেস্টের ট্যাগলাইন ছিল।) মেয়েটার একটাই খুঁত, বেঁটে। (কারও চেহারা নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা আমার স্বভাববিরোধী। কিন্তু এই কনটেস্টে এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট প্যারামিটার।)

অবশেষে ঘনিয়ে এল শেষের সেদিন। মূল অনুষ্ঠানের আগের রাতে ছিল ন্যাশনাল কস্টিউম রাউন্ড। কস্টিউম ডিজ়াইনার আমার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল আম্রপালী পোশাক। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কথা...অম্বাপালিকা বা আম্রপালী ছিল বৈশালীর এক নগরবধূ। বুদ্ধদেবের সংস্পর্শে এসে তার পরিবর্তন ঘটে। (হাইপারলিঙ্ক দিয়ে দিলাম। দেখে নেবেন।) অসাধারণ সেই পোশাকের জন্য আমি 'বেস্ট ন্যাশনাল কস্টিউম'-এর খেতাব জিতে নিই।

পরদিন সকালে উঠে শুনি এক দুঃসংবাদ! মিস আমেরিকা নিজের নাম কমপিটিশন থেকে উইথড্র করে নিয়েছে। মিস ইন্ডিয়া বিউটি পেজ়্যান্টের সময়ও এইরকম ঘটনা আমার সঙ্গে ঘটেছিল। এখানেও ঘটল। আমি বুঝলাম, ঈশ্বর কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছেন। নতুন কনফিডেন্স নিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

মিস ইউনিভার্সের ফাইনাল পর্ব টিভিতে লাইভ দেখানো হত। এখনও হয়। পৃথিবী জোড়া লক্ষ লক্ষ টিভি দর্শক এবং হোটেল সানসিটির অডিটোরিয়ামের তিন হাজার দর্শকের সামনে বিচারকদের রায়ে সেকেন্ড রানার আপ হল মিস কোরিয়া। (খেয়াল করবেন, আজও বিজয়ীর নাম রিভার্স অর্ডারে ঘোষণা করা হয়।) ফার্স্ট রানার আপ হয় মিস ফিলিপিন্স... এবং মিস ইউনিভার্স... বিনোদিনী ফ্রম ইন্ডিয়া! ক্রাউন ও স্যাশে পরে বিজয়ীর ক্যাটওয়াক করতে করতে শরীরে যে শিহরন হয়েছিল, তা আমি এখনও অনুভব করতে পারছি!

খেতাব জেতার পর একবছর ওদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলাম। ঘুরে বেড়িয়েছি সারা পৃথিবী। কত নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কত বিবাহের প্রস্তাব পেয়েছি। কিন্তু আমার মন পড়ে ছিল ধৃতিকান্তের জন্য। আমার মন পড়ে ছিল মায়ানগরীর জন্য।

BanglaBook.org

একবছর বাদে আমি ফিরলাম। গোপনে বিয়ে করলাম ধৃতিকান্তকে। শুরু হল আমার মুম্বই-বিজয় পর্ব। সে গপ্‌পো আর-একদিন। আজ এখানেই থামছি। আপনারা আমার ভালবাসা নেবেন। উপরওয়ালা আপনাদের ভাল রাখুন।

"ছোটমামু, আমরা টিউলিপ বেঙ্গলে পৌঁছে গিয়েছি," মোবাইলে জানায় তিতির। সুনীল ল্যান্ডফোনে বাদল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। সে তিতিরকে বলল, "আমি অন্য ফোনে আছি। পরে ফোন করছি।"

তারপর মোবাইল কেটে ল্যান্ডফোনে বলল, "বুঝলেন, কত বড় অন্ধ হলে এই সামান্য ব্যাপারটা চোখ এড়িয়ে যায়।"

শিউলি পাশে দাঁড়িয়ে চোখ গোল গোল করে শুনছে। হাত নেড়ে, ইশারায় সে বলল, "কী?"

"কিছু না," হাত নাড়ে সুনীল। রহস্যময় হেসে ফোনে বাদলকে বলে, "ক্রাইম সিন এখনও সিল করা আছে তো?" কমিশনারের ইতিবাচক উত্তরে খুশি হয়ে বলে, "তা হলে ওগুলোও সিএসএফএলও-এ পাঠিয়ে দিন। কাল সকালেই আমার রিপোর্ট চাই। কাজ আদায় কীভাবে হবে, আপনি জানেন। বাই।"

ক্রেড্‌লে রিসিভার রাখার পর শিউলি ঝাঁপিয়ে পড়ে, "বাদলবাবুর সঙ্গে কী কথা হল?

"পরে। এখন তিতিরকে ফোন করব," শিউলিকে থামিয়ে দেয় সুনীল। তার চোখ-মুখ থেকে অসুস্থতাজনিত ক্লান্তি কেটে যাচ্ছে।

মুচকি হেসে শিউলি চা বানাতে রান্নাঘরের দিকে এগোয়। সুনীল গুগ্‌লে সার্চ দেয়, "মিস ইউনিভার্স, ১৯৭৫..."

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হোটেল টিউলিপ বেঙ্গলের রিসেপশনে পৌঁছোনোর আগে বাঁদিকে পড়ে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা কফি শপ, 'ফুডপাথ'। সেখানে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ বিভিন্ন রকমের খাবার খাচ্ছে। রাজা বলল, "হ্যাঁরে, এখানে শিঙাড়া পাওয়া যায়?"

তিতির পিছল মার্বেলের উপরে সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "পাওয়া গেলেও তার আগে-পরে ইতালিয়ান বা স্প্যানিশ বা মেডিটের‍্যানিয়ান শব্দ বসিয়ে, এক প্লেটের দাম নেবে দেড়হাজার টাকা। প্লাস এন্টারটেনমেন্ট ট্যাক্স আর ভ্যাট।"

"ভ্যাট! খালি বাজে কথা," মনের দুঃখে বলে রাজা। প্যান্টের পকেট থেকে ভাইব্রেটিং মোডে রাখা মোবাইল বের করে। সুনীলের ফোন।

"বলো," নিচু গলায় বলে রাজা।

"একটা ইনফো। গুগ্‌লে 'মিস ইউনির্ভাস ১৯৭৫' লিখে সার্চ দিতে বেরোল, ওই বছর কম্পিটিশন থেকে যে দেশ নিজের প্রার্থী তুলে দিয়েছিল, তার নাম আমেরিকা।"

তিতির ফ্রন্ট ডেস্কে পৌঁছে সুপুরুষ ম্যানেজারকে বলল, "উই হ্যাভ গট অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইথ ইলা ক্যামেরুন।"

ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজার প্রশ্ন করল, "ইউ আর ফ্রম?"

"ঋণী সেনগুপ্তা ফ্রম কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড।"

"জাস্ট আ সেক," ইন্টারকম তুলে চাপা গলায় কথা বলে যুবক। রাজাও মোবাইলে চাপা গলায় বলে, "জানি। গাড়িতে আসতে আসতে বিনোদিনীর ব্লগে পড়লাম।"

"জানতে ইচ্ছে হয়নি বারবার বিনোদিনীর সঙ্গেই এরকম কেন হচ্ছে? জানতে ইচ্ছে হয়নি, মিস আমেরিকার নাম কী? এইরকমভাবে কাজ হয়?" ফোনে ধমকায় সুনীল, "মিস আমেরিকার নাম ইলা রে। ফ্রম আয়ওয়া!"

"স্যুইট নাম্বার সেভেন ও ওয়ান। থ্যাঙ্ক ইউ," যান্ত্রিক হেসে

BanglaBook.org

লিফ্‌টের দিকে নির্দেশ করে ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজার।

"থ্যাঙ্ক ইউ!" পালটা হাসি দিয়ে এগোয় তিতির। রাজা পাশে হাঁটতে হাঁটতে ফোনে কথা বলছে, "তার মানে ইলা ক্যামেরুন!"

"বোধহয় তাই। তোমরা কনফার্ম করো। গ্রিল হার লাইক এনিথিং। জানার চেষ্টা করো, ওঁকে কেন প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। তিতিরকে ব্রিফ করে দাও। আমি রাখছি," সুনীলের ফোন কেটে যায়। তিতির আর রাজা লিফ্‌টে উঠে সাত নম্বর বোতাম টেপে। নিঃশব্দে লিফ্‌ট উপরে উঠতে থাকে।

বেল বাজাতে যে দরজা খুলে দিল, আর বয়স ষাটের কাছাকাছি। মেমদের মতো গায়ের রং। জানা না থাকলে বোঝা অসম্ভব, এই মহিলা ভারতীয়। উচ্চতা ছ'ফুটের কাছাকাছি। চুল কাঁধ পর্যন্ত। স্বর্ণকেশী মহিলাকে ইংরিজিতে 'ব্লন্ড' বলা হয়। ইলা ব্লন্ড। আন্দাজ করতে অসুবিধে নেই চুলে রং করা আছে। ইলা পরে আছে নীল ফেডেড জিন্‌স আর সাদা শার্ট। বাঁহাতে ঘড়ি, ডান হাত নিরাভরণ। কানে বা গলায় কিছু নেই। মুখের ত্বক মোম-মসৃণ। ঠোঁটে ন্যাচারাল রঙের লিপস্টিক। চোখে রিডিং গ্লাস। বাতাসে মৃদু সুগন্ধ। মহিলাকে দেখে মন ভাল হয়ে গেল তিতিরের।

টেবিলে রাখা পাঁচখানা ইংরিজি খবরের কাগজে বিনোদিনীর শেষ যাত্রার হেডলাইন দেখিয়ে ইলা ইংরিজিতে বলল, "কোনও মানে হয়? বিনোদিনী ফ্যাশন শো-এর শো স্টপার ছিল। এবার ঠ্যালা সামলাও! শো-টাও দু'দিন পিছিয়ে গেল। ডিসগাস্টিং!"

তিতির লিফ্‌টে উঠতে উঠতে রাজার কাছ থেকে যা শোনার শুনে নিয়েছে। সে বাংলায় বলল, "আমি ঋণী। আর ইনি রাজা চৌধুরী। আমরা আসছি এজেন্সির তরফ থেকে।"

তারপর মোবাইল থেকে সুনীলকে ফোন করে মোবাইল পকেটে ঢোকাল। অন করল ডিক্টাফোন।

বাংলা কথা শুনে ইলা কিছুক্ষণ তিতিরকে দেখল। বলল, "আমি বাংলা বুঝতে পারলেও বলতে একটু প্রবলেম হয়। আশা করি কিছু মনে করবে না।"

BanglaBook.org

"না," কথা বলার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে রাজা বলে, "আপনি ম্যানগোর সিইও হয়ে কলকাতার জুয়েলারি কালেকশনের সন্ধান পেলেন কী করে?"

"আপনাদের ধারণা নেই বিগ হাউস কীভাবে কাজ করে," গ্লাসে মিনারেল ওয়াটার ঢেলে এক চুমুক খেয়ে বলে ইলা, "শুধু কলকাতা নয়, সারা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে কীরকম কাজ হচ্ছে তা আমাদের নখদর্পণে। ভাল কাজ কেউ করলে, তার স্বীকৃতি স্থানীয় মানুষ দেওয়ার আগে ম্যানগো দেয়। ম্যানগোর নেটওয়ার্ক এতটাই স্ট্রং। তবে সে কাজটা ম্যানগোর ফিলজ়ফির সঙ্গে যেতে হবে।"

"ম্যানগোর ফিলজ়ফি কী?" প্রশ্ন ছোড়ে তিতির।

"আমরা এতদিন যেরকম কাজ করে এসেছি, তার একটা নিজস্বতা আছে। তার সঙ্গে যাবে, অথবা সেই নিজস্বতাকে এক্সটেন্ড করবে। এরকম জিনিস আমরা চাই," তিতিরকে বোঝায় ইলা।

"ও!" না বুঝে থতমত খায় তিতির। তাকে বাঁচাতে রাজা বলে, "পাখির কালেকশনের কথা ম্যানগো জানল কী করে? কলকাতায় আপনাদের তো কোনও অফিস নেই।"

"কলকাতা কেন, ইন্ডিয়াতেই নেই। পাখির কালেকশনের হাত ধরে আমরা ইন্ডিয়ার মার্কেটে ঢুকছি। 'পেইজ়লি' কালেকশনের কথা আমরা জানতে পারি আমিশার মাধ্যমে। নেটওয়ার্ক মানে অফিস খুলে বসা নয়, মানুষই আমাদের নেটওয়ার্ক।"

"পেইজ়লি ডিজ়াইন? সেটা আবার কী?" নেটওয়ার্কের কচকচি ছেড়ে নতুন শব্দ নিয়ে পড়েছে তিতির।

"যাকে বাংলায় বলে 'কলকা'। চোখের জলের ফোঁটা বা আম বা কিডনি শেপের যে কলকা মায়েরা আলপনায় ব্যবহার করে। এর উৎস এশিয়ায় হলেও পেইজ়লি শব্দটা এসেছে স্কটল্যান্ডের একটা গ্রামের নাম থেকে।"

"আবার আম?" বলে ফেলে তিতির।

"আবার মানে?" রিডিং গ্লাসের ওপর দিয়ে তিতিরকে মাপে ইলা।

BanglaBook.org

"মানে...ম্যানগো আর আম..." বানিয়ে বানিয়ে বলে তিতির।"

"ফ্যাশনের সঙ্গে আমের যোগাযোগ এত পুরনো যে, এটা কোনও কো-ইনসিডেন্স নয়," আর এক চুমুক জল খায় ইলা, "পঞ্জাবে এই ডিজ়াইনকে 'আম্বি' বলা হয়। যার মানে আম। পাকিস্তানে বলা হয় 'ক্যায়রি', যার মানে আম। তামিলে বলা হয় 'মাঙ্কোলাম', যার মানেও আম। ইরানে ১৫০১ থেকে ১৭৩৬ সালের মধ্যে রাজার গয়না, মুকুট বা পোশাকে কলকার বহুল প্রচলন ছিল। সোনা এবং রুপোর সুতোয় আমের নকশা ফোঁড়া হত। পোশাক ছাড়াও পেইন্টিং, ফ্রেস্‌কো, পরদা, টেব্‌লক্লথ, কম্বল, কার্পেট, গার্ডেন ল্যান্ডস্কেপিং-এ পেইজ়লি ডিজ়াইন হরদম ব্যবহার হত।"

"এই ডিজ়াইনটা তো র‍্যাপার 'স্নুপ ডগ' তার ব্যান্ডানাতে ব্যবহার করে। অত পুরনো ডিজ়াইন ইরান থেকে আজকের আমেরিকায় পৌঁছোল কী করে?" প্রতিবাদ করে তিতির।

"নাইস অবজ়ার্ভেশন!" হাততালি দেয় ইলা, "কাশ্মীরে এই ডিজ়াইন খুব জনপ্রিয়। ষোড়শ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে, কাশ্মীর থেকে ইউরোপে পেইজ়লি ঢোকে। তারপর থেকে এটা ইউরোপিয়ান সংস্কৃতির অঙ্গ। মেনস্ট্রিম ফ্যাশন তখনও ছিল না। ১৯৬৭ জন লেনন তার রোল্‌স রয়েসে পেইজ়লি ডিজ়াইন আঁকান। ১৯৬৭-তে 'বিট্‌ল্‌স' গাইল 'সামার অব লাভ', তাতে পেইজ়লির কথা আছে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পেইজ়লি মেনস্ট্রিম ফ্যাশন হয়ে উঠতে থাকে। ২০০০ সাল থেকে পেইজ়লির রেনেসাঁস ঘটে। তোমার এই 'স্নুপ ডগ' ছাড়াও অ্যাফ্রো-অ্যামেরিকান গ্রুপ 'ব্লাড অ্যান্ড ক্রিপ্‌স' বা 'দ্য গেম' তাদের ব্যান্ডানাতে পেইজ়লি ব্যবহার করেছে। ফ্যাশন ডিজ়াইনার রবার্ট ট্যালবট টাইতে পেইজ়লি ব্যবহার করেছে। ভেরা ব্র্যাডলির ব্যাগে পেইজ়লি আছে। ক্লাসিক ওম্যান্‌স ফ্যাশনে পেইজ়লি স্কার্ফ ইজ় আ মাস্ট। এখন পেইজ়লি ইজ় ভেরি ইন। এইসময়েই পাখির আমসূত্র কালেকশন আমাদের চোখে পড়ল। ইটস বেস্‌ড অন পেইজ়লি। ম্যানগোর সঙ্গে আমসূত্র যায় বলেই আমরা পাখিকে পিক আপ করি। থ্রু আমিশা।"

BanglaBook.org

"আপনি আমিশাকে আগে থেকে চিনতেন?" আমিশার প্রসঙ্গ উঠতে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় রাজা।

"আমিশা অত্যন্ত ট্যালেন্টেড মেকআপ আর্টিস্ট। তাকে চিনব, এটাই স্বাভাবিক। তাই নয় কি?" একটা ইংরিজি কাগজ টেনে নিয়ে ফ্রন্টপেজের ছবির দিকে দেখায় ইলা, "বিনোদিনীর ক্রিমেশন মুম্বইতে হলে আরও অনেক অর্গানাইজ়ড হত। এখানকার জেনারেল পাবলিকের টেস্ট অত্যন্ত পুয়োর। গাঁদা আর রজনীগন্ধা ছাড়া কিছু চেনে না!"

তিতির রেগেমেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে রাজা বলে, "আয়রনিটা দেখুন। এইরকম একটা আদ্যন্ত মিডিয়কার শহর থেকেই কিন্তু বিনোদিনী বা আমিশা বা আর্কেদে বা বিবি মেহতার মতো ট্যালেন্টরা উঠে এসেছে।"

"কলকাতা নিয়ে আমার অত আদিখ্যেতা নেই," মাছি তাড়ানোর কায়দায় হাত নাড়ে ইলা, "বাই দ্য ওয়ে, বিনোদিনী বা আমিশা বা আর্কেদে, এরা কেউ কলকাতার লোক নয়। বিবি মেহতাই শুধু কলকাতায় বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ।"

"বাঙালি হয়েও আপনার কোনও কলকাতা-সেন্টিমেন্ট নেই? স্ট্রেঞ্জ," কাজের প্রশ্ন করার আগে একটু 'বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ' করে নিচ্ছে রাজা।

"আমি একজন আমেরিকান। আমার মাতৃভাষা ইংরিজি। ফ্রেঞ্চ আর ইতালিয়ানের মতো বাংলাও বলতে, বুঝতে পারি। ভারতবর্ষ বা বাংলা বা কলকাতার প্রতি আমার কোনও ইমোশনাল কানেকশন নেই। আমাকে বাঙালি বলে ভুল করবেন না," ধমকের সুরে বলে ইলা।

"আপনি মিস আমেরিকা হয়েছিলেন। আমেরিকান প্রাইড আপনার মধ্যে না থাকলে কার মধ্যে থাকবে!" কটাস করে চিমটি কাটে রাজা। এই উক্তিটি মুহূর্তের জন্য ইলার মুখে অজস্র অভিব্যক্তি ছায়া ফেলে যায়। নিজেকে সামলে সে বলে, "আমি বাই বার্থ আমেরিকান। আমার স্বামী আমেরিকান। আমি থাকি নিউইয়র্ক সিটিতে। বাবা-মা

BanglaBook.org

বাঙালি বলে আমার এই দেশ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্ভ্রম আছে। কিন্তু আলাদা কোনও অনুভূতি নেই। সরি ইফ আই সাউন্ড হার্শ। বাট দ্যাট্‌স দ্য ট্রুথ।"

"বিনোদিনীর মৃত্যুর সময় আপনি কী করছিলেন?" প্রশ্ন করে রাজা। কোনও উত্তর না দিয়ে ড্রয়ার থেকে একটি বিদেশি সিগারেটের-এর প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরায় ইলা। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, "দেখুন মিস্টার চৌধুরী, আমি অ্যামেরিকান সিটিজ়েন। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার ভারত সরকারের কোনও কর্মচারীর নেই। তার জন্য আগে এমব্যাসির অনুমতি নিতে হবে। আপনি সামান্য ইনভেস্টিগেটর। আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।"

"আচ্ছা, বাকিরা কী করছিল?"

"বললাম তো। আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই," এসি ঘরের মধ্যে আরও একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে ইলা।

"এর ফলে সন্দেহ কিন্তু আপনার উপরেই গিয়ে পড়ছে মিসেস ক্যামেরুন," বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে ইলাকে ডমিনেট করার চেষ্টা করে রাজা, "একটা খুন হয়েছে। ক্রাইম সিনে আপনি উপস্থিত ছিলেন। আপনি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। আপনার সম্মান রেখে পুলিশের বদলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এল। তার সঙ্গে আপনি কথা বলছেন না। এগুলো কিন্তু ভাল চোখে দেখা হবে না।"

"দেখবেন না।"

রাজার ঠান্ডা চাহনিতে ভবি ভুলল না। ইলা তাদের এখনও বেরিয়ে যেতে বলছে না। তবে আর দু'-একটা বেফাঁস কথা বললেই দরজা দেখাবে।

"আপনি মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার দিন কেন নিজেকে উইথড্র করে নেন? নাকি উদ্যোক্তারা আপনাকে বাধ্য করে রেজ়িগনেশন লেটার লিখতে?" এলোপাথাড়ি প্রশ্ন ছোড়ে তিতির। কোনওভাবে এই মহিলাকে ক্র্যাক করতে হবে।

তিতিরের প্রশ্ন শুনে ইলা আবার ধোঁয়া ছাড়ে। ভাবে, উত্তর দেবে,

BanglaBook.org

না দেবে না। অবশেষে বলে, "আমি রেজ়িগনেশন লেটার লিখতে বাধ্য হই।"

"মিস ইন্ডিয়া কনটেস্টে সাক্ষী উইগওয়ালাও রেজ়িগনেশন লেটার লিখতে বাধ্য হয়, এতে বিনোদিনীর হাত ছিল। আপনার ক্ষেত্রে?"

প্রথমটা থেকে দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়ে ইলা বলে, "আমার ক্ষেত্রেও তাই। তবে মিস ইন্ডিয়াতে ও একজনের ক্ষতি করেছিল। মিস ইউনিভার্সে দু' জনের।"

"দু'জন? আপনি আর কে?"

"আমিশা।"

"আমিশা? ওঁর কী ক্ষতি হয়?"

"তোমরা তো আমিশার সঙ্গে দেখা করে এলে। ও কিছু বলল না?" মৃদু হেসে বলে ইলা।

"উনি অন্য নানা বিষয়ে কথা বললেও এ বিষয়ে কিছু বলেননি," কাঁচুমাচু মুখে বলে তিতির।

"বিনোদিনী ওর এয়ারলুম চুরি করেছিল, এটা বলেনি?" আবার একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে ইলা।

"এয়ারলুমের কথা বলেছিলেন," সন্তর্পণে এন্ট্রি নেয় রাজা। ইলার পার্সোন্যালিটি সে অ্যাসেস করতে পারছে না। রাজা কথা বলতে চাইলে এমব্যাসি দেখিয়ে দিচ্ছে। তিতির কথা বলতে চাইলে টপাটপ গোপন কথা বলে দিচ্ছে। ব্যাপার কী, কে জানে!

"আমিশাকে চিনি ১৯৭৫ সাল থেকে। প্রথম আলাপ হোটেল সানসিটিতে। যখন মিস ইউনিভার্স কম্পিটিশনের আগের দিন ওর গয়না চুরি গেল। আর সেই গয়না পাওয়া গেল আমার ঘরে।"

"আপনার ঘরে...?" ঢোঁক গেলে তিতির।

"হ্যাঁ। আমি মিস আমেরিকা বটে। কিন্তু বাবা মা বাঙালি! মিস ইন্ডিয়া একজন বাঙালি শুনে লাফাতে লাফাতে আলাপ করতে গিয়েছিলাম। ওখানে একটানা একমাস থাকা। আমার সঙ্গে বিনোদিনীর ভাল র‍্যাপো হয়ে যায়। আমি জানতাম এটা কম্পিটিশনের মঞ্চ। এখানে কেউ কারও বন্ধু নয়। সুযোগ পেলেই একে-অন্যকে ছুরি মারবে,"

BanglaBook.org

ধোঁয়া ছেড়ে ইলা বলে, "সব জানতাম। কিন্তু বাঙালি ডিএনএ যাবে কোথায়? আমার ঘরে বিনোদিনীকে অ্যাকসেস দিয়েছিলাম। এবং বাঙালিই আমার সর্বনাশ করল!"

এতক্ষণে ইলার স্ট্যান্ডপয়েন্ট আন্দাজ করতে পারল রাজা। ইলাকে মডেলিং দুনিয়া থেকে লোপাট করে দিয়েছিল বিনোদিনী। যেমন দিয়েছিল সাক্ষীকে। রাগ নানাভাবে চ্যানেলাইজ়ড হয়। ইলার ক্ষেত্রে সেটা বাঙালি-বিরোধী সেন্টিমেন্টে পৌঁছেছে।

"তারপর কী হল?" প্রশ্ন ছুড়ে দেয় সে।

"কী আবার হবে? গয়না না পেয়ে আমিশা চেঁচামেচি করে। সেটা হোটেলে রিপোর্টেড হয়। সব বড় হোটেলের নিজস্ব ইনটেলিজেন্স থাকে। সবার ঘর এবং বাক্স-প্যাঁটরা চেক করল। আমিশার গয়না পাওয়া গেল আমার সুটকেসে। তখন সিসিটিভির জমানা নয়। থাকলে দেখা যেত, কে আমার ঘরে ঢুকে বিনোদিনীর গয়না আমার সুটকেসে ভরে যাচ্ছে। এরপরে মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ আমার পক্ষে সবচেয়ে সম্মানজনক কাজটা করে। তারা বলে, 'আমি স্বেচ্ছায় এই প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি', এই বয়ানে একটা চিঠি লিখতে। আমি লিখলাম। আমি লিখলাম এবং সানসিটি থেকে পরের প্লেনে আমেরিকা ফিরলাম। দেশে ফিরে প্রচুর হ্যাটা সহ্য করতে হয়েছিল। বাবা-মা শোকে মুহ্যমান। প্রতিবেশী, কলেজ, লোকাল প্রেস... কেউ ছেড়ে কথা বলেনি।"

"অনেক গয়না ছিল?" প্রশ্ন করে তিতির।

"অনেক গয়না পরে কেউ মিস ইউনিভার্সে যায় না। তবে ন্যাশনাল কস্টিউম রাউন্ড বলে কথা। পোশাকটা ছিল আম্রপালী ডিজ়াইনের। কানপাশা, নথ, রতনচুড়, কণ্ঠহার, বাজুবন্ধ, চুড়ি, কোমরবন্ধ, মল... সবেতে পেইজ়লি ডিজ়াইন ছিল। আমার ঘর থেকে এ সবই উদ্ধার হয়। শুধু একটা শো-পিস উদ্ধার করা যায়নি। ওটা হাতে নিয়ে বিনোদিনী ক্যাটওয়াক করেছিল। শো-পিসটা ছিল সোনার তৈরি একটা আম। গায়ে পান্না আর হিরে বসানো। পাখির আম্রাবর্ত নামের যে শো-পিসটা চুরি গেছে, তার সঙ্গে আশ্চর্য মিল। তবে পাখির

BanglaBook.org

শো-পিসটা অনেক বড়। অনেক মূল্যবান। আমিশার এয়ারলুম ছোট ছিল।"

"পুরনো গয়নাটা পরে উদ্ধার হয়েছিল?" প্রশ্ন করে রাজা।

"পাখি যে ডিজ়াইনটা কপি করেছে?" জানতে চায় তিতির।

"পুরনো গয়না উদ্ধার হয়েছিল কি না, বলতে পারব না। কেননা তখন আমি সিন থেকে আউট। তবে পাখি ডিজ়াইন কপি করেনি। পেইজ়লি একটা আন্তর্জাতিক ক্লাসিক্যাল ডিজ়াইন। তাকে দুমড়ে-মুচড়ে অজস্র জিনিস করা যায়। আমার মতে মিলটা কোইনসিডেন্স।"

আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকায় রাজা। দুপুর দেড়টা বাজে। এখান থেকে দৌড়োতে হবে নিউটাউনে পাখির স্টুডিয়ো অ্যাপার্টমেন্টে। এবার তাদের ওঠার সময় হয়েছে। শেষ প্রশ্ন করে সে, "বিনোদিনীকে কে খুন করেছে বলে আপনার মনে হয়?"

"আমার কিছু মনে হয় না। আপনি তদন্ত করে দেখুন। আমার এ বিষয়ে কোনও মতামত নেই।"

ইলা ক্যামেরুনের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের মোবাইলের সুইচ অফ করে তিতির বলে, "এখন আমাদের গন্তব্য নিউটাউন!"

"একবার ফুডপাথে ঢুকবি না?" টিউলিপ বেঙ্গলের লবি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে রাজা, "মনে হচ্ছে শিঙাড়ার গন্ধ আসছে।"

"তোমার বস কি তোমাকে ফাইভ স্টার হোটেলে খাওয়ার মতো ডেইলি অ্যালাউন্স দেয়?" তিনধাপ সিঁড়ি একলাফে টপকে ফয়্যারে আসে তিতির। সামনেই মোহিত গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

"দেয় না। বস কিপ্‌টে আছে। চল ফুটপাথের শিঙাড়াই খাই তা হলে!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা বলে, "মোহিত, নিউটাউন!"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ১৪ ॥

কুইন বি ব্লগ্‌স ॥ পোস্টেড অন থার্টিয়েথ অক্টোবর অ্যাট ইলেভেন পিএম। (বঙ্গানুবাদ)

খেয়াল করে দেখলাম, এই পোস্টটা আমার ব্লগের ষষ্ঠ কিস্তি। পয়লা জুন শুরু করেছিলাম। আজ ত্রিশে অক্টোবর। পাঁচ মাসে ছ'টা পোস্ট। খারাপ নয়, কী বলুন?

অবশ্য আপনারা আরও চাইছেন। জামশেদপুর থেকে মোনা ঠাকুর লিখেছেন, তিনি আমার ব্লগে অ্যাডিক্টেড। আমি কম লেখার ফলে তাঁর উইথড্রয়াল সিম্পটম হচ্ছে। আলেপ্পি থেকে দিপু লিখেছেন, 'দিওয়ানা হাসিনা' ছবিটি তিনি একাত্তরবার দেখেছেন। আরও উনত্রিশবার দেখে রেকর্ড করতে চান। সবাই জানতে চাইছেন দিওয়ানা হাসিনা-র মেকিং-এর কথা। ঠিক আছে। সবার চাহিদা মেনে নিয়ে চলুন ১৯৭৮ সালে।

সাতের দশক! আজ যাকে আমরা 'রেট্রো' বলি, তখন তা রিয়্যালটাইম! ছেলেদের মাথায় বাবরি চুল, পরনে ফ্লোরাল প্রিন্টের জামা আর বেলবটম প্যান্ট, পায়ে হাইহিল জুতো। জামার প্রথম তিনটে বোতাম খোলা, কলারের মাপ হাতির শুঁড়ের মতো। মেয়েরা পরছে ডেনিমের বেলবটম আর ববি প্রিন্টের শার্ট, চোখে গোগো। দু'জনের হাতেই গাঁজার কলকে। দম মারো দম।

হিপি মুভমেন্ট, বিট্‌লস, মুক্ত যৌনতা, 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম থেকে হাত ওঠাও...' সব মিলিয়ে সাতের দশকের মতো কালারফুল দশক বিরল। আজ নতুন শতকে এসেও তাই ওই জমানায় ফেরত যেতে হচ্ছে সিনেমাকে, ফ্যাশনকে, সেই রেট্রো লুকেই নতুন করে সাজছেন আপনারা।

দিওয়ানা হাসিনা এই দশকের মুড ডিফাইনিং সিনেমা। যখন আমি কন্ট্র্যাক্ট পেপারে সাইন করছি, তখন জানিও না যে ইতিহাসের পাতায় (ফুটনোটে হলেও), আমার নাম লেখা হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

চন্দ্রকান্ত সিংহ অন্তত দশটা সুপারডুপার ছবির প্রযোজক ও পরিচালক। কিন্তু সে সব ছবি পাঁচ ও ছয়ের দশকে তৈরি হয়েছিল। সাতের দশকে সিংজি (ওনাকে এই নামেই ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই ডাকত।) কোনও হিট ছবি দিতে পারেননি। দিওয়ানা হাসিনা-র স্টোরি আইডিয়া সবাই রিজেক্ট করে। (তখন হার্ড বাউন্ড স্ক্রিপ্ট বা স্টোরি বোর্ডের জমানা নয়। ওয়ান লাইন স্টোরি আইডিয়ার ওপরে ভিত্তি করে প্রোডিউসর টাকা ঢালত, হিরো হিরোইন সাইনিং অ্যামাউন্ট নিত, লিরিসিস্ট গান লিখত। একটা উদাহরণ দিই? ছবির নাম 'ববি' শুধুমাত্র এইটুকু শুনে লিরিসিস্ট আনন্দ বকশি রাজ কপুরের বাড়ি যেতে যেতে লিখেছিলেন 'হম তুম এক কমরে মে বন্ধ হো/ অওর চাবি খো যায়/ তেরে নয়নো কি ভুলভুলাইয়া মে, ববি খো যায়...') নামকরা হিরোইন এবং হিরোরা সিংজিকে পাত্তা না দেওয়ায় উনি আমার কাছে আসেন। আমি রাজি হয়ে যাই সামান্য অর্থের বিনিময়ে। (আমার তো ভয়, যদি কেউ জেনে যায় যে আমি বিবাহিত, তা হলে কোনও ছবিই পাব না।) হিরো হিসেবে সিংজি সাইন করান ওঁর ছেলে সূর্যকান্ত সিংহকে।

কমিশনার অব পুলিশ বাদল চট্টোপাধ্যায় নিপাট ভালমানুষ। পুলিশ শুনলে সরকারের পোষা গুন্ডা কিংবা ড্রাইভারের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া উর্দিপরা মানুষদের ছবি ভেসে ওঠে। বাদল প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে ধারণাগুলোকে বদলাতে। মানুষের কাছে পুলিশের সদর্থক ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য সে একাধিক নাগরিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত। বয়স্ক মানুষদের জন্য টেলিফোন হেল্পলাইন চালু করা, তাঁদের অসুস্থতার সময়ে বাড়ি পৌঁছে যাওয়া, মাঝরাতে মহিলা অফিস কর্মীদের বাড়ি ফেরার সময় পুলিশ পেট্রলিং বাড়ানো, এইসব কাজ করে আমজনতার কাছে বাদল বেশ জনপ্রিয়। সুনীলের ফোন পেয়ে সে নিজের মতো করে ক্ষমতার অলিন্দকে ব্যবহার করেছে। তারপর সরাসরি চলে এসেছে আকাশলীনায়। কারণ সুনীল তাকে বলে দিয়েছিল, "ফোনে কোনও কথা বলব না।"

BanglaBook.org

কারণটা পরিষ্কার। বাদলের কাছে সুনীল চেয়েছে বিনোদিনী সহ সাতজন সাসপেক্টের টেলিফোন কনভারসেশনের ট্রান্সক্রিপ্ট। শুটিং-এর আগের দিন থেকে এখন পর্যন্ত। হাতে একতাড়া কাগজ নিয়ে বাদল হাজির।

গায়ে শাল আর পায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে সুনীল বলল, "বিনোদিনীর ফোনালাপ সবচেয়ে বেশি। এই ছ'জনের সবার সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ছাড়াও বলেছেন মুম্বই-এর একাধিক প্রোডিউসর ও ডিরেক্টরের সঙ্গে। সবগুলোই কাজকর্ম রিলেটেড। মহিলার পি আর সেন্স ভীষণ ভাল।"

"তুমি ওর সঙ্গে ধৃতিকান্তর ফোনালাপটা পড়লে?" ফাইলের দ্বিতীয় পাতায় আঙুল দেখায় বাদল।

সুনীল বলল, "পড়লাম। ধৃতিকান্ত আমাটি ভায়োলিন বেচতে চাইছে আর বিনোদিনী তাকে ধমকাচ্ছেন। ধৃতিকান্ত এই নিয়ে কথা বলবে বলেই সেদিন হোটেল টিউলিপ বেঙ্গলে এসেছিল। বিনোদিনী ম্যানগোর সঙ্গে কনট্র্যাক্ট বাউন্ড ছিলেন যে শুটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যেতে পারবেন না। নর্মাল স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। ইন্টারেস্টিং বরং পাখির সঙ্গে বিনোদিনীর কথোপকথন। এই যে," বাদলের দিকে ফাইল বাড়িয়ে দেয় সুনীল।

পাশাপাশি সাজালে সংলাপটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম, "পাখি?" "বলো।" "কেমন আছ?" "ভাল।" "আগামীকাল দেখা হচ্ছে তো?" "হচ্ছে।" "আজ কিছু বলবে না?" "না।" "রাখছি।" "আচ্ছা।"

."এটা পড়ে তোমার ইন্টারেস্টিং কেন মনে হচ্ছে সুনীল? আমি পাখি ছেলেটিকে চিনি। পেজ থ্রি পার্টিতে আলাপ হয়েছে। ও চুপচাপ টাইপের।"

"এই ট্রান্সক্রিপ্ট পড়ে যেটা বোঝা যাচ্ছে না, সেটা হল বিনোদিনীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক।"

"সম্পর্ক বলতে?" প্রশ্ন করে বাদল।

সুনীল কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে ভাবল। বলল, "পাওয়ার ইকুয়েশনটা

BanglaBook.org

এইরকম। ভারতবর্ষের সুপারস্টার, লিভিং লেজেন্ড, বিনোদিনী দেবী কথা বলছেন, কলকাতার আপকামিং ডিজ়াইনারের সঙ্গে। বিনোদিনীর সংলাপে নৈর্ব্যক্তিকতা থাকবে। পাখির সংলাপে থাকবে এক্সাইটমেন্ট। এখানে উলটোটা হচ্ছে! বিনোদিনী পাখিকে "তুমি" বলছেন... এটাও আশ্চর্যের। যদিও বলার অধিকার আছে। উনি পাখির মায়ের বয়সি। তবুও। বিনোদিনীর ফোন কনভার্সেশনের আরও পুরনো ট্রান্সস্ক্রিপ্ট পাওয়া যাবে?"

"পাওয়া কেন যাবে না!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাদল, "তুমি যে সময় থেকে চেয়েছিলে, সেই সময় থেকে নিয়ে এসেছি। এখন তা হলে আবার বলতে হয়।"

"রামকুমার দে শুটিং-এর আগে একবার কথা বলেছে বিনোদিনীর সঙ্গে। মৃত্যুর পরে ধৃতিকান্তর সঙ্গে একবার। সাধারণ সমবেদনা ছাড়া এই ট্রান্সস্ক্রিপ্টে কিছু নেই," তিন নম্বর পাতা ওলটায় সুনীল, "বিনোদিনীর মৃত্যুর আগে, ধৃতিকান্তর সঙ্গে ওঁর ভায়োলিন বিক্রি নিয়ে ঝগড়াটা তো জানা আছে। মারা যাওয়ার পর সাক্ষীকে দু'বার ফোন করেছে। তার মধ্যে একটা ফোনের সময় টিভিতে ওকে দেখাচ্ছিল। শবানুগমন করতে করতে ধৃতিকান্ত ভায়োলিন বিক্রি করার প্ল্যান কষছিল। জাপানি বায়ার কবে আসবে, তার খবর দিচ্ছিল সাক্ষী।"

"ধৃতিকান্ত ফোনালাপের লিস্ট লম্বা। বিনোদিনী, রামকুমার, সাক্ষী, একাধিক পেশেন্ট...." হেসে ফেলে বাদল, "পেশেন্টরা টালিগঞ্জের সেলেব্রিটি। কথোপকথন পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। এমন একজনও নেই, যে প্লাস্টিক সার্জারি করায়নি!"

"সে ঠিক আছে," চায়ে চুমুক দিয়ে সুনীল বলে, "ইন্টারেস্টিং হল, ধৃতিকান্তর ফোন থেকে পরশু রাতে এবং গতকাল সকালে পার্টিকুলার একটা মোবাইল নম্বরে কয়েকবার ফোন করা হয়েছে। মোবাইল মালিক ফোন ধরেনি। নম্বরটা কার দেখতে হবে।"

"ওটা ট্রেস করা কোনও ব্যাপার নয়। ফোন করলেই হল। তবে তার কোনও প্রয়োজন আছে কি?"

BanglaBook.org

"এখন থাক। আমরা বরং সাক্ষীর ট্রান্সস্ক্রিপ্টগুলো দেখি," কয়েকপাতা ট্রান্সস্ক্রিপ্ট মন দিয়ে পড়ে সুনীল, "নাথিং ইন্টারেস্টিং। নর্মাল ফোন কল্‌স। জাপানি বায়ার আর ধৃতিকান্তর ফোনগুলো একটু অন্যরকম। তবে আমাদের কাজে লাগছে না।"

পাতা উলটে বিবি মেহতার ট্রান্সস্ক্রিপ্টে এসে বলে, "তিতিরের ফোন, রামকুমারকে ফোন। ব্যস! আর কিছু নেই।"

"আমিশার ক্ষেত্রেও তাই। নো ফোন কল্‌স। তিতিরের ফোনের পর মোবাইল সুইচ্‌ড অফ করা। এখনও খোলেনি," আমিশার ট্রান্সস্ক্রিপ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে বাদল, "এবং ডিট্টো ইলা। তিতিরের ফোন পৌঁছোনোর পরে ফোন আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। মোবাইল অফ করে রেখেছে।"

"ম্যানগোর সিইও প্রডাক্ট লঞ্চের আগের দিন মোবাইল বন্ধ রেখেছে? আনবিলিভেব্‌ল! উনি নিশ্চয়ই হোটেলের ল্যান্ডফোনে আমেরিকার অফিস এবং কলকাতার লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। হোটেলের নম্বর ট্যাপ করুন!" বাদলকে বলে সুনীল।

"ওফ্! তোমার বায়নাক্কার ঠেলায় অস্থির! এই বলছ বিনোদিনীর পাস্ট ট্রান্সস্ক্রিপ্ট জোগাড় করতে, এই বলছ হোটেলের ফোন ট্যাপ করতে। এগুলো কি এককথায় হয়? এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।"

"পোড়ান। যা-যা করার সব করুন। একটা কথা মনে রাখবেন। কালকে ফ্যাশন শো শেষ হবে, আর সবাই ফ্লাইট ধরবে। তখন বিনোদিনীর হত্যারহস্যের সমাধান করে কোনও লাভ হবে না। পরিশ্রম যা করার এখনই করতে হবে।"

"ঠিক আছে," চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বাদল বলে, "তা হলে কাজ হল তিনটে। নাম্বার ওয়ান, ধৃতিকান্ত কাকে ফোন করছিল এটা জানা। দু'নম্বর, বিনোদিনীর আরও পুরনো ফোনালাপের ট্রান্সস্ক্রিপ্ট জোগাড় করা। তিননম্বর, ইলার হোটেলের ফোন ট্যাপ করা।"

"কারেকশন," আঙুল তুলে বলে সুনীল। "একনম্বর কাজটা করতে হবে না। ওটা আমি এখনই জানতে পেরে গেলাম। ধৃতিকান্ত

BanglaBook.org

পাখিকে বারবার ফোন করছিল। পাখি ফোন ধরেনি।"

"কী করে বুঝলে ব্রাদার?" জানতে চায় বাদল।

"ইজ়ি ব্যাপার। সব নম্বর এখানে লেখা রয়েছে। আমি নামের সঙ্গে নম্বর মেলাচ্ছিলাম। পাখিরটা মিলে গেল।"

"বেশ। দু'নম্বরে, বিনোদিনীর কত পুরনো দিন পর্যন্ত ট্রান্সস্ক্রিপ্ট তোমার লাগবে? আমাকে এয়ারটাইম প্রোভাইডারের কাছে চাইতে হবে। ওদের নানারকম প্রাইভেসি পলিসি আছে। দিতে চায় না।"

"একমাস," সোফায় পাশ ফিরে বসে বলে সুনীল, "তিননম্বর কাজটাও বাড়বে। শুধু বিনোদিনীর হোটেল রুম নয়। রামকুমারের বাড়ি, সাক্ষীর সালঁ, ধৃতিকান্তর নার্সিংহোম, আমিশার পলাশি অ্যাপার্টমেন্ট, ইলা, বিবি এবং সাক্ষীর হোটেলরুমের ফোনও ট্যাপ করতে হবে।"

"তুমি কিন্তু ভাই আমাকে বাঁদর নাচাচ্ছ!" শিউলিকে সাক্ষী মানে বাদল। সুনীলের বাঁ পায়ে টোকা মেরে বলে, "তুমি বাড়িতে ল্যাংড়া হয়ে পড়ে রয়েছ, আর আমরা তোমার কাঠপুতলি হয়ে সুতোর টানে নাচছি।"

সুনীল মোবাইল চার্জে দিচ্ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "কী বললেন?"

"বললাম যে, আমরা তোমার হাতের পুতুল," হাসতে হাসতে উঠে পড়ে বাদল। সুনীল বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ। অসাধারণ এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ!"

"না-না। এ আর এমন কী!" দরজার দিকে এগোচ্ছে বাদল।

"আপনাকে একবার পিছু ডাকব," একগাল হাসি নিয়ে সুনীল বলে।

"বলো ভায়া," ফিরে আসে বাদল, "আবার নতুন কী?"

"আপনাকে কারও ফোন ট্যাপ করতে হবে না। তার বদলে আপনি এই মোবাইল নম্বরটা ট্যাপ করুন," একটা কাগজে খসখস করে নম্বর লিখে দেয় সুনীল, "একমাস আগে শুরু করুন। টিল নাও। এর ট্রান্সস্ক্রিপ্ট আমার কাল সকালের মধ্যে চাই।"

BanglaBook.org

"এটা কার নম্বর?" ভুরু কুঁচকে নম্বর দেখে মালিককে চেনার চেষ্টা করে বাদল। না পেরে বলে, "আমার সংখ্যা-স্মৃতি খুব খারাপ। এটা কার নম্বর ব্রাদার?"

সুনীল বাদলকে কাছে ডাকে। কানে ফিসফিস করে একটা নাম বলে। শুনে আঁতকে উঠে বাদল বলে, "হঠাৎ এই নামটা কেন? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

"মাথা খারাপ ছিল। আপনি সুস্থ করে দিলেন," ফুরফুরে মেজাজে বলে সুনীল, "আর আমি যে দুটো জিনিসের কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য বলেছিলাম, তার রিপোর্ট কবে পাব?"

"বাবা সুনীল! রবি, সোম এবং আজ মঙ্গল। পরপর তিনদিন অফিশিয়াল এবং আনঅফিশিয়াল ছুটি চলছে বেঙ্গলে। তোমার কাজ যে আমি উতরে দিচ্ছি এই যথেষ্ট! ওরা কাল সকালের মধ্যে দিয়ে দেবে বলেছে," দরজা খুলে বাদল বেরিয়ে যায়।

সুনীল শিউলিকে বলে, "বন্‌ধের কারণে আমাদের যেমন অসুবিধে হচ্ছে, তেমন অপরাধীরও অসুবিধে হচ্ছে। কী বলিস?"

"তোর চোখে-মুখে একটা গ্লো দেখতে পাচ্ছি। কেসটার সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে? চায়ের কাপ তুলে সিঙ্কে রাখার আগে প্রশ্ন করে শিউলি।

টেবিলে আঙুল দিয়ে মৃদু তবলা বাজাতে বাজাতে সুনীল বলে, "রুবিক্‌স কিউব কখনও সমাধান করেছিস, বোনো?"

"আমি একটা দিক পর্যন্ত পারি। ওটা ফরমুলা মেনে হয়। খুব সোজা।"

"যখন ছ'টা দিক মিলে যাওয়ার আগের ধাপ হয়, তখনও বোঝা যায় না যে, আর-এক পাক ঘুরলেই সমাধান। দর্শক অন্তত বুঝতে পারে না। কিন্তু যে প্লেয়ার, তার একটা গাট ফিলিং হয়। আমি এখন সেই জায়গাতে আছি। খুব ইমোশনালি ওয়েট করছি তিতিরের ফোনের জন্য। পাখির ইন্টারভিউ শোনা অত্যন্ত জরুরি। ওখানে এই রুবিক কিউবের একটা সারফেস রয়ে গেছে। অজানা, অচেনা একটা সারফেস।"

BanglaBook.org

বলতে বলতেই তিতিরের ফোন, "ছোটমামু, আমরা নিউটাউনে। আরও আগে আসতাম। যদি না রাজাদা রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে শিঙাড়া খেত।"

পিছন থেকে রাজার চিৎকার শোনা যায়, "খিদে পেলে না খেয়ে থাকব নাকি?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে," ঝগড়া থামায় সুনীল, "তুই একবার রাজাকে ফোন দে।"

ওপারে ফোনের হাতবদল হয়। রাজা বলে, "বলো।"

"পাখির ওখানে কাজ মিটে যাওয়ার পর তোমাদের আর একটা কাজ আছে," বলে সুনীল।

"উফ্! আজকে আর কোথাও যেতে পারব না, প্রচুর ঘোরা হয়ে গিয়েছে," প্রতিবাদ জানায় রাজা।

"কোথাও যেতে হবে না। মোহিতকে বলবে, নিউটাউন থেকে ও যেন টিউলিপ বেঙ্গলে যায়। তারপর টিউলিপ বেঙ্গল থেকে শাঁ-শাঁ করে গাড়ি চালিয়ে সোজা আকাশলীনায় আসে। কতক্ষণ লাগল খেয়াল করো। এই সময়টা আমার দরকার।"

"ও! আচ্ছা! বেশ!" বিড়বিড় করতে করতে ফোন কাটে রাজা।

"টিউলিপ বেঙ্গল হোটেল থেকে বর্ধমান রোডে আসতে কতক্ষণ লাগে, এটা জেনে তুই কী করবি?" সুনীলের মুখে দুটো ট্যাবলেট গুঁজে দিয়ে এক ঢোঁক জল খাইয়ে দেয় শিউলি, বলে, "এটাও কি একটা ক্লু?"

"হ্যাঁ," ওষুধ গিলে বলে, "এটাও একটা আমসত্ত্ব!" তারপর ফের বিনোদিনীর ব্লগ পড়তে থাকে।

সিংজির তিন লাইনের গপ্‌পোটি খুব সিম্পল। 'বয় মিট্‌স গার্ল। বয় লুজ়েস গার্ল। বয় গেট্‌স গার্ল'। এই আইডিয়া থেকে অন্তত পাঁচহাজার ছবি নির্মিত হয়েছে। তবে মজাটা অন্য জায়গায়। তিন লাইনের তিনটে 'গার্ল', এক মেয়ে নয়! দু'জন, অর্থাৎ যমজ বোন! সূর্যকান্ত প্রথম যাকে মিট করে, সে হাসিনা। আর যাকে ভালবাসে,

BanglaBook.org

সে দিওয়ানা। আশা আর নিশা নামের দুই বোনের রোল আমি করেছিলাম। ড্রাগের চক্করে পড়ে আশা মারা যায়। তখন হিরো নিশাকে বিয়ে করে।

এই সরলরৈখিক, বোকা বোকা প্রেমের গপ্‌পোটির শুটিং হয়েছিল মেহবুব স্টুডিয়োয়। আউটডোর হয়েছিল সিমলা আর গোয়ায়। শুটিং করতে করতে আমি বুঝতে পারছিলাম, গল্পের ইমোশনাল কোশেন্ট অত্যন্ত হাই। দর্শক দুই বোনের সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই করবে। তবে আশার জন্য কেঁদে ভাসাবে।

মনপ্রাণ ঢেলে অভিনয় করেছিলাম। পোশাক ও মেকআপ দুটি চরিত্রকে আলাদা করতে সাহায্য করেছিল। আমি আলাদা করেছিলাম হাঁটার কায়দা, ম্যানারিজ়ম, কথা বলার ধরন। এমনকী হাসি, কান্না, অভিমান, দুঃখ, রাগও আলাদা আলাদা মিটারে বেঁধেছিলাম।

দিওয়ানা হাসিনায় গান লিখেছিলেন কানহাইয়াজি। (উনি মারা গিয়েছেন। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।) মিউজিক করেছিলেন প্রকাশ-যাদব জুটি। দু'জনেই এখন অথর্ব ও শয্যাশায়ী। আমার পাঠকদের মধ্যে যাঁরা ওঁদের ফ্যান, তাঁদেরকে অনুরোধ, পাওয়াই-এর ফ্ল্যাটে (ঠিকানার হাইপারলিঙ্ক দিয়ে দিলাম। দেখে নিন।) একবার ঘুরে আসুন। ওঁদের দেখার কেউ নেই!

দারুণ গপ্‌পো, দারুণ গান, বিনোদিনী ও সূর্যকান্তর ফ্রেশ অভিনয়, চন্দ্রকান্তর ক্রিস্‌প ডিরেকশন... দিওয়ানা হাসিনা রিলিজ় করল এবং বক্স অফিসে বোমা ফাটাল। সেই জমানায় ওই ছবির প্রথম দিনের কালেকশন, প্রথম উইক এন্ডের কালেকশন, প্রথম সপ্তাহের কালেকশন, আজও কোনও ছবি টপকাতে পারেনি। মরাঠা মন্দিরে ছবিটি একটানা পাঁচ বছর চলেছিল।

আমি হিরোইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলাম। কিন্তু সিংজির এত সাফল্য সহ্য হল না। সূর্য ড্রাগ ওভারডোজ়ে মারা গেল। সেই শোকে মারা গেলেন সিংজিও। দিওয়ানা হাসিনা ওঁর অন্তিম ছবি হয়ে রয়ে গেল।

আমি তখন তিরিশটা ছবিতে সাইন করে ফেলেছি। তিন শিফ্‌টে

BanglaBook.org

কাজ করি। কাউকেই দেখতে যেতে পারিনি। চরৈবেতি জপতে জপতে এগোতে লাগলাম।

আজ এখানে থাক। কুইন বি-র চুটিয়ে সিনেমা করার গল্প অন্যদিন শোনাব। শুভরাত্রি!

॥ ১৫ ॥

"এ কোন জায়গায় এলেন দাদা?" জনমানবশূন্য প্রান্তরে গাড়িতে ব্রেক কষে বলল মোহিত। মোহিত ভুল কিছু বলেনি। তাদের গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে পাশাপাশি দুটো বহুতল টুইন টাওয়ারের মতো উঠে গিয়েছে আকাশ লক্ষ্য করে। আশপাশে আর কোনও বাড়ি নেই। দুটো বাড়ির একতলায় কারপার্কিং ছাড়াও রয়েছে অজস্র দোকান। আন্দাজ করা যায় বাসিন্দারা তাদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিস এইসব দোকান থেকে কেনে।

'গ্রিন একার' নামের এই দুই বহুতলের বিজ্ঞাপন বহুদিন ধরে খবরের কাগজে দেখা যায়। কলকাতার প্রাইম প্রপার্টির মধ্যে পড়ে।

গাড়ি থেকে নেমে রাজা বলে, "পাখির ঠিকানা হল, 'গ্রিন একার টু। ফিফটিন্থ ফ্লোর।' তার মানে পরের বিল্ডিংটা। চল তিতির।"

তিতির মোবাইল, ডিক্টাফোন আর ল্যাপটপ ন্যাপস্যাকে ঢুকিয়ে বলল, "বিনোদিনীর বলিউডে প্রথম সিনেমা করার অভিজ্ঞতাটা খুব ইন্টারেস্টিং, তাই না?"

রাজা লিফ্‌টে উঠে বলল, "তার থেকেও ইন্টারেস্টিং হবে পাখির সঙ্গে আমাদের মোলাকাত। তুই চটপট ঢোক।"

লিফ্‌টে উঠে পনেরো নম্বর বোতাম টিপে তিতির বলল, "আমি প্রথমে কেরিয়ার ওয়ার্ল্ডের জন্য ইন্টারভিউ নেব। তারপর তুমি জেরা কোরো। আমার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করাটা ইকুয়ালি ইম্পর্ট্যান্ট।"

ষোলোতলায় লিফ্‌ট পৌঁছেছে। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে রাজা বলল, "যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। আমাদের হাতে সময় খুব কম।"

BanglaBook.org

এই ফ্লোরে অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে তিনটে। তার মধ্যে যে অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটি সবচেয়ে উষ্ণ রঙের, সবচেয়ে ইনভাইটিং, তার দিকে এগিয়ে গেল তিতির। পুরনো আমলের হাভেলি বা দুর্গে যে ধরনের দরজা থাকত, পিতলের কব্জা ও বল্টু বসানো, সেইরকম একটি দরজা অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে লাগিয়েছে পাখি। কোনও নেমপ্লেট নেই। ছাদ থেকে পিতলের দীপদানি ঝুলছে। যেরকম ঝুলন্ত দীপদান দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে দেখা যায়। তফাত এই যে, দীপের বদলে পিতলের পাত্রে একটি পাখির বাসা রাখা রয়েছে। সিন্থেটিক মেটিরিয়ালে তৈরি পাখির বাসায় ডিমের বদলে দুটো খাম পড়ে থাকতে দেখে তিতির আন্দাজ করল, এটা পোস্ট বক্সের বিকল্প ব্যবস্থা।

"যদি চিঠি চুরি হয়?" ফিসফিস করে বলে রাজা।

"এই দিকশূন্যপুরের ষোলোতলায় কে চিঠি চুরি করতে আসবে?" রাজাকে মুখ ঝামটা দিয়ে ডোরবেল খোঁজে তিতির।

"প্রতিবেশী আর কাজের লোকই যথেষ্ট," বলে রাজা। কলিং বেলের বদলে বাজানোর জন্য একটা ঘণ্টা ঝুলছে। যেরকম মন্দিরে থাকে। হেসে ফেলে ঘণ্টা বাজায় তিতির।

দরজা খুলে দিল টি-শার্ট ও শর্টস পরা এক যুবক। তার হাতে কোয়ান্টাম ফিজ়িক্স-এর একটা ইয়া মোটা বই।

"ঋণী সেনগুপ্ত আর শাজাহান চৌধুরী," চওড়া হাসে ছেলেটি।

চিঠি দুটো নিয়ে বলে, "আমার নাম সঞ্জয়। তোমরা ভিতরে এসো। পাখি চান করছে।"

"কাকচান?" ইয়ারকি মেরে বলে তিতির। সঞ্জয়কে প্রথম দর্শনেই তার ভাল লেগেছে। এই ছেলেটির সঙ্গেই কি পাখি একত্রে বসবাস করে?

"পাখির স্নান মোটেই কাকস্নান নয়," পালটা ইয়ারকি মারে সঞ্জয়, "এক ঘণ্টার আগে বেরোবে না। কী খাবে বলো।"

"আমাদের কি এক ঘণ্টা বসতে হবে?" সন্দেহজনক গলায় বলে রাজা। সে ঘুরে-ফিরে অ্যাপার্টমেন্টটি দেখছে।

BanglaBook.org

"না। পাঁচ মিনিট। পাখির পঞ্চান্ন মিনিট হয়ে গিয়েছে," মডিউলার কিচেনের একটা তাক থেকে কীসব পাড়ে সঞ্জয়। মাইক্রোওভেনের দরজা খুলে বলে, "গরম শিঙাড়া চলবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! সে আর বলতে," সোফায় না বসে সঞ্জয়ের দিকে এগিয়ে যায় রাজা। তিতির টেবিলে ডিক্টাফোন রেখে অ্যাপার্টমেন্ট দেখতে থাকে।

স্টুডিয়ো অ্যাপার্টমেন্ট মানে একটাই বড় ঘর, এরকমই ধারণা ছিল তিতিরের। সেখানে বসার ঘর, রান্নাঘর, খাবার জায়গা, শোওয়ার জায়গার মধ্যে কোনও পাকা দেওয়াল থাকে না। বাথরুম ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। এই অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়েছে। বিভিন্ন জোনকে আলাদা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বুক র‍্যাক। এই অ্যাপার্টমেন্টে কম করে দশহাজার বই আছে।

সিটিং এরিয়ার অন্দরসজ্জা চমকপ্রদ। দেওয়ালের রং গোলাপি। একদিকের দেওয়াল জুড়ে পেইজলি মোটিফ করা। সোফার কভারে, বালিশের কুশনে, কার্পেটের বর্ডারে, সর্বত্র পেইজলি। মায় সেন্টার টেবিলের ম্যাটগুলো আম আকৃতির। অ্যাপার্টমেন্টের কোনও জানালা খোলা নয়। দিনের বেলাতেও আলো জ্বলছে। জোনাল লাইটিং করা আছে। ফলে সিটিং এরিয়া থেকে কুকিং জোন আর ডাইনিং এরিয়া ছাড়া বাকিটা দেখা যাচ্ছে না। অন্দরসজ্জা ও আলোর ব্যবহার দেখে তিতির ইমপ্রেসড হল।

সঞ্জয় একটা বড় ব্রেড বাস্কেটের ওপরে টিসু পেপার বিছিয়ে তার উপরে ঢেলে দিয়েছে একগাদা শিঙাড়া। প্রাণকাড়া গন্ধ আসছে। পাশে রাখা বোলে ট্যাবাস্‌কো সস। রাজা শিঙাড়া মুখে পুরে বলল, "তিতির, তোরা কথাবার্তা বল। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।"

"ওঁকে একটু বিয়ার অফার করলে পারতে সঞ্জয়!" অন্ধকার থেকে আলোয় এসে বলে পাখি। তিতির মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে।

পাখির সঙ্গে এসেছে তার সুগন্ধ। স্নান করে সে পারফিউম লাগিয়েছে। পারফিউমের লাবণ্যময় রেশ ছড়িয়ে পড়েছে বসার

BanglaBook.org

ঘরে। পাখির উচ্চতা পাঁচ ফুটের সামান্য উপরে। গায়ের রং গমের মতো। ক্রপ করে কাটা চুল। সে পরে আছে থ্রি-কোয়ার্টার কারগো আর গোলাপি টি-শার্ট। লেজ়ার থেরাপি করিয়ে পাখি হাত পায়ের রোম নির্মূল করেছে। সদ্য স্নান করে ময়শ্চারাইজ়ার লাগিয়েছে। এত চিকন এবং পেলব ত্বক কখনও কোনও মানুষের দেখেনি তিতির। গোপনে তার ঈর্ষা হল!

"না, না। বিয়ার টিয়ার নয়। আমরা কাজে এসেছি," শিঙাড়া খেতে খেতে বলে রাজা, "তিতির, তোর কীসব জিজ্ঞাস্য আছে। জেনে নে। তারপর আমি না হয় কথা বলব।"

সঞ্জয়ও সমানতালে শিঙাড়া খেয়ে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে পাখি। কবজির ওপরে চিবুক রেখে সুরেলা কণ্ঠে বলে, "বলো ঋণী। তোমাকে কী ভাবে হেল্‌প করব।"

"ফ্যাশন ডিজ়াইনার হতে গেলে কী করতে হয়?" প্রশ্ন করে তিতির। নিজের মোবাইল থেকে সুনীলকে ফোন করে মোবাইল কুর্তির পকেটে ঢোকায়। ডিক্টাফোন অন করে।

"এ মা! এটা কী বোকা বোকা প্রশ্ন!" হেসে ফেলে পাখি, "ভাল ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করতে হয়।"

"না, না," পাখিকে থামিয়ে তিতির বলে, "আমি বলছিলাম, সবাই তো ক্রিয়েটিভ পার্সন নয়। তারা কীভাবে ফ্যাশন ডিজ়াইনে আসবে?"

"দ্যাখো ঋণী, এটা একটা প্রফেশন্যাল লাইন। কোর্স আছে, পরীক্ষা আছে, প্রস্তুতিপর্ব আছে। একটা কথা মনে রেখো, তোমার যদি প্রতিভা থাকে, আর তুমি পরিশ্রমী হও, তা হলে তুমি রাজা। তোমার যদি প্রতিভা থাকে, আর তুমি অলস হও, তাহলে তুমি ভিখিরি। তোমার যদি প্রতিভা না থাকে, কিন্তু পরিশ্রমী হও, তা হলে রাজার বদলে যুবরাজ হলেও হতে পারবে।"

অসাধারণ ধুরন্ধর! মনে মনে ভাবে তিতির। বলে, "ফ্যাশন স্কুলগুলোয় তো খরচ অনেক।"

"আমি যখন পাশ করেছিলাম কোর্স ফি ছিল তিরিশ হাজার টাকা

BanglaBook.org

পার মাস্থ। কস্টলি তো বটেই। তবে তুমি তোমার লেখায় পরিশ্রমের কথাটা হাইলাইট করবে। পাশ করার পর নামী ডিজ়াইনারের আন্ডারে ইনটার্নশিপ করতে হয়। তারা মিনিমাম টাকা দিয়ে তোমার সর্বস্ব নিংড়ে নেবে... মেন্টালি, ক্রিয়েটিভিটি-ওয়াইজ়, ফিজ়িক্যালি। এটা উল্লেখ করবে। কম্পিটিশন প্রচণ্ড টাফ, এটা উল্লেখ করবে। ফ্যাশন ডিজ়াইনিং মানেই ফাঁকা গ্যারেজে বুটিক খোলার নামে হাওড়া আর চব্বিশ পরগনার কারিগরদের দিয়ে পাঁচশো টাকায় শাড়ি বানিয়ে দশ হাজার টাকায় বিক্রি করা নয়," পাখি থামে। একটা শিঙাড়ার একটা কোণ ভেঙে তিতিরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "এইটুকু খাও। কিছু বোঝাতে পারলাম?"

"আপনি তো পেইজ়লি রিইনভেন্ট করছেন। ভারতের আর কোন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট আন্তর্জাতিক হতে পারে?" শিঙাড়া চিবিয়ে প্রশ্ন করে তিতির। তার যা জানার জানা হয়ে গিয়েছে। এবার রাজার শুরু করা উচিত।

নিজের নখ দেখতে দেখতে ভাবে পাখি, "হেনা অলরেডি পপুলার হয়ে গেছে ম্যাডোনার মিউজ়িক ভিডিয়োর পর। আমি হলে টিপ বা বিন্দিকে ইন্টারন্যাশনাল লুক দিতাম। নাইস, স্মল থিং... ওত, কুতুর বা প্রে, সবার সঙ্গে যাবে। সস্তাও হতে পারে, ডায়মন্ড এনক্রাস্টেডও হতে পারে... ডিফারেন্ট শেপ অ্যান্ড সাইজ়..." বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পেপার ন্যাপকিনে ডিজ়াইন শুরু করে দেয় সে।"

"ওত কুতুর আর প্রে... ওগুলো কী বললেন?" কথা বলতে বলতে রাজার দিকে তাকায় তিতির। শিঙাড়া খেলে চলবে? জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে না?

"এগুলো ফরাসি কথা। 'ওত কুতুর' মানে 'হাই ফ্যাশন', 'ডিজ়াইনার ওয়্যার' বললে তোমাদের বুঝতে সুবিধে হবে। আর 'প্রে' কথাটার মানে 'রেডি টু ওয়্যার'। দোকানের ব্র্যান্ডেড প্যান্ট-শার্টের মতো। দাম কম। এই হল ব্যাপার।"

"আপনি হঠাৎ পোশাক তৈরি থেকে গয়নার দিকে ঝুঁকলেন?" ট্যাবাস্‌কো সসে শিঙাড়া ডুবিয়ে প্রশ্ন করে রাজা।

BanglaBook.org

"আমার ইচ্ছে হল। তাই!" খিলখিলিয়ে হেসে পাখি বলে, "কুঁজোর কি চিত হয়ে শুতে সাধ যায় না? আমার সাধ আছে। সাধ্যও আছে। তাই করেছি। আপনার আপত্তি আছে নাকি?"

"না, না। আমি তা বলতে চাইনি!" অপ্রস্তুত রাজা বলে, "আসলে এই গয়নার জন্য আপনার জীবনটাই বদলে যাচ্ছে। আপনি ম্যানগোতে ইন্টার্নশিপ করতে চলে যাচ্ছেন। হঠাৎ করে নতুন জায়গায় সেট্‌ল করতে অসুবিধে হবে না?"

"বরং সুবিধে হবে। কেননা সঞ্জয়ও পোস্ট ডক করতে স্টেট্‌সে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি কাল রাতের ফ্লাইটে। ওর যাওয়া নেক্সট মান্‌থে। আমি যাচ্ছি নিউইয়র্ক সিটিতে। ও-ও তাই! ভগবান আছেন। না হলে এমন চমৎকার ব্যবস্থা হয়?"

তিতির খেয়াল করল, সঞ্জয় ছেলেটি কে, তার সঙ্গে ওর নিজের কী সম্পর্ক, এইসব বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যায় গেল না পাখি। যেন তাদের সম্পর্কের কথা সবাই জানে! আচ্ছা, এদের বাড়ির লোকজন ব্যাপারটাকে কী চোখে দেখে? কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে তিতির বলে, "ওখানে আপনি দু'বছর থাকবেন বলে শুনেছি। তখন আপনার এখানকার এস্টাবলিশমেন্টের কী হবে? বুটিক কে চালাবে? আপনার বাড়ির লোক?"

সঞ্জয় খালি ব্রেড বাস্কেট নিয়ে কিচেনের দিকে এগোতে এগোতে বলে, "আমি কফি করছি। দু'মিনিট।"

যে টিসু পেপারে বিন্দির ডিজ়াইন আঁকছিল, সেটা গোল্লা পাকিয়ে সঞ্জয়ের হাতে দিয়ে পাখি বলে, "আমার বাড়ির লোক বলে কেউ নেই। আমি বাবা-মাকে ডিজ়ওন করেছি।"

"মানে?" আঁতকে ওঠে তিতির।

"সিম্পল। লোকে ত্যাজ্যপুত্র করে। আমি ত্যাজ্যপিতা ও ত্যাজ্যমাতা করেছি। ওঁদের আমি বাবা-মা বলে রেকগনাইজ় করি না। ওঁদের মতামতের কোনও মূল্য আমার কাছে নেই। মা মারা যাওয়ার পরে আমি মুখাগ্নি করতেও যাইনি।"

"কে?" রাজা প্রশ্ন করে। তার মাথায় একটা সম্ভাবনা টিকটিক

BanglaBook.org

করছে। সে যা ভাবছে, সেটাই ঠিক নয় তো?

"কে মানে? বিনোদিনী দেবী! আমার মা! আর ধৃতিকান্ত মজুমদার আমার বাবা! আপনারা জানেন না যেন?" রাজার চোখে চোখ রেখে বলে পাখি।

রাজা বলে, "অনেস্টলি স্পিকিং, জানতাম না! আপনার ভালো নাম ধীমান মজুমদার। এটা মাথায় রাখা উচিত ছিল। আমরা জানি, বিনোদিনী-ধৃতিকান্তর কোনও সন্তান হয়নি।"

"ঠিকই জানেন। ওরা আমার বায়োলজিক্যাল পেরেন্ট নয়। আমি অ্যাডপ্টেড চাইল্ড। কিন্তু বায়োলজিক্যাল হোক বা লিগ্যাল, ওরা আমার প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। আমি ওদের ঘেন্না করি।"

"অত্যাচার বলতে? বিনোদিনী তো বরাবর মুম্বইয়ে থাকত। আর ধৃতিকান্ত কলকাতায়। আপনি কার কাছে থাকতেন?"

"বাবার কাছে অবভিয়াসলি! মা সারাজীবন তার ভার্জিনিটির ইলিউশনকে মিডিয়ার সামনে নষ্ট হতে দেয়নি। শেষ কয়েকমাসে ব্লগে লেখার আগে কখনও কোথাও ডিক্লেয়ার করেনি যে তার স্বামী আছে, সন্তান আছে। আজও সে অপাপবিদ্ধা, অক্ষতযোনি বিনোদিনী। তিনি প্রতিটি ভারতীয় পুরুষের ফ্যান্টাসি। আর বাবা একজন সফল, নিখুঁত, পেশাদার, রোগীর প্রতি দায়বদ্ধ প্লাস্টিক সার্জন। রুচিশীল, সংগীতবিশেষজ্ঞ, শিল্পের সমঝদার," চিবিয়ে চিবিয়ে বলে পাখি, "কিন্তু যেই তারা দেখল তাদের সন্তান মেয়েলি, সে ছোটবেলা থেকে পুতুল খেলে, ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষে, পুতুলের পোশাক রান্নায়, ইস্কুলে ছেলেবন্ধুদের কাছে 'লেডিস' বলে বুলি হয়, ওমনি তাদের ভদ্রতা, সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতির মুখোশ খসে গেল! হেটেরোপ্যাট্রিয়ার্কির দাঁত-নখ দিয়ে তারা আমায় আক্রমণ করল। আপনি জানেন, আমার ইলেকট্রো-কনভালসিভ থেরাপি হয়েছে? অ্যান্টি-পাবলিক যাকে ব্রেনে শক দেওয়া বলে? ওরা ভেবেছিল শক দিলে ছেলে 'ঠিক' হয়ে যাবে! ছেলে 'স্ট্রেট' হয়ে যাবে! ছেলে মেয়েদের বিছানায় ডিজ়ায়ার করবে! বুলশিট!" পাখির চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে, সে বলে চলে, "আমার মতো ট্রম্যাটিক শৈশব ও কৈশোর যেন কাউকে কাটাতে না হয়।

BanglaBook.org

একে অ্যাডপ্টেড চাইল্ড হওয়ার একটা নিজস্ব যন্ত্রণা আছে। গোপনে জানার ইচ্ছে থেকেই যায় যে, আমার 'আসল' বাবা-মা কারা? এটা ঠিক না ভুল, সে জাজমেন্টে আমি যাচ্ছি না। আমি রিয়্যালিটির কথা বলছি। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিখ্যাত মায়ের সন্তান হওয়ার জ্বালা। এর সঙ্গে যোগ করুন পাড়া-প্রতিবেশীর অদ্ভুত সব রিঅ্যাকশন... 'বিনোদিনী ওর মা নয়। ওকে পুষেছে!' 'কখনও মায়ের সঙ্গে ওকে দেখেছ?' 'না, না, ও বিনোদিনীরই ছেলে, ওইরকম লেডিজ়-মার্কা ছেলে বলে লজ্জায় বলে অ্যাডপ্টেড!' 'বাবা অত বড় ডাক্তার! তার ছেলে এইরকম!' " হাফাঁচ্ছে পাখি।

"আপনি কোনও দিনও বুঝতে পারবেন না মিস্টার চৌধুরী! প্রতিদিন, প্রতিটি জেগে থাকার মুহূর্তে, ঘরে, বাইরে এই টর্চার মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়! আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। কলেজে পড়ার সময় অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলাম। সঞ্জয় আমাকে বাঁচায়।"

সঞ্জয় কাঠের ট্রে-তে চার মাগ কফি নিয়ে এসেছে। পাখি সবার হাতে কাপ তুলে দিয়ে বলে, "এই মাগগুলো আমার ডিজ়াইন করা। খুব সিম্পল না?"

রাজা একপলক মাগের দিকে তাকিয়ে ভালমন্দ কিছু বুঝতে পারল না, সে বলল, "ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে? ফোটোশুটের সময় দেখা হয়নি?"

"হয়েছে। মাকে আমি রেগুলার এক্সপ্লয়েট করি। আমার ফ্যাশন ইনস্টিটিউটে ভরতির টাকা মা দিয়েছে। বুটিক খোলার টাকা মা দিয়েছে। এই অ্যাপার্টমেন্ট কেনার ডাউনপেমেন্ট মা দিয়েছে। ম্যানগোর সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর, মা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে ব্যাপারটাকে মেটিরিয়ালাইজ় করিয়েছে। বাবার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখি না। নিজে ডাক্তার হয়ে লোকটা আমার শক থেরাপি করিয়েছিল! গতকাল আর পরশু কয়েকবার ফোন করেছিল। আমি শিয়োর, মুখাগ্নি করার জন্য। ফোন ধরিনি।"

"বাবা-মাকে ত্যাজ্য করেছেন। অথচ মাকে এক্সপ্লয়েট করেন।

BanglaBook.org

ব্যাপারটা কনট্র্যাডিকটরি নয়?"

"হ্যাঁ তো! ভীষণ কনট্র্যাডিকটরি!" রাগারাগি ছেড়ে আবার খুশিয়াল পাখি, "জীবন ব্যাপারটাই কনট্র্যাডিকটরি... যা অনন্ত সম্ভাবনার জন্ম দেয়! ভেরি ইনট্রিগিং ডিজ়াইন!"

"আর ডেথ ব্যাপারটা? বা বিনোদিনীর মার্ডার? সেটাও অনন্ত সম্ভাবনার জন্ম দেয় না কি?" রাজার এই প্রশ্নে পাখি কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থাকে। তারপর ডুকরে কেঁদে ওঠে। সঞ্জয় সেন্টার টেবিলের নীচ থেকে একগাদা টিসু পেপার নিয়ে পাখির হাতে দেয়। কিছুক্ষণ কাঁদার পর নাক-চোখ মুছে পাখি বলে, "আপনার আর কিছু জানার আছে, মিস্টার চৌধুরী?"

"বিনোদিনীকে কে খুন করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

"এভরিবডি! এভরিবডি!" নোংরা টিসু পেপার সঞ্জয়ের হাতে ধরায় পাখি। সঞ্জয় সেটা ফেলে দিতে বাথরুমের দিকে যায়, "বিনোদিনীকে আমি খুন করলে অবশ্য ওইভাবে করতাম না। শি ডিজ়ার্ভস ফার মোর ভায়োলেন্ট ডেথ। ফার মোর ড্রাম্যাটিক!"

"তার মানে, আপনি খুন করেননি?"

"না মিস্টার চৌধুরী। আমি খুন করিনি। আর যদি করেও থাকি, স্বীকার করব নাকি?" আবার একচোট হেসে নেয় পাখি, "আপনি খুব একটা ইন্টেলিজেন্ট গোয়েন্দা নন। পরিশ্রম দিয়ে কতদূর হয় দেখুন।"

"আপনি তো ইন্টেলিজেন্ট। বলুন না, কে খুন করতে পারে?"

"দেখুন মিস্টার চৌধুরী, বিনোদিনীর কিলার নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। পারলে আপনি আমার আস্রাবর্ত খুঁজে দিন। ওর পিছনে অনেক শ্রম আছে। জিনিসটা ভীষণ ওয়েল-ক্রাফ্‌টেড।"

"ওটা তো ইনস্‌পায়ার্‌ড কপি," টুক করে বলে তিতির, "জগৎ শেঠের পারসোনাল কালেকশনে ওরকম শো-পিস ছিল।"

"পাখি যে বলল, আস্রাবর্ত ওর ওরিজিন্যাল ক্রিয়েশন?" অনেকক্ষণ বাদে মুখ খুলল সঞ্জয়। তিতির বলল, "গুগ্‌লে কি-ওয়র্ড হিসেবে পেইজ়লি (paisley) সার্চ দিয়ে দেখুন। আস্রাবর্ত দীপদণ্ডর

BanglaBook.org

ছবি পাবেন। শুধু কোয়ান্টাম ফিজ়িক্স পড়লে হবে না।"

পাখির বাসা থেকে বেরোতে বেরোতে তিতির শুনতে পেল ভিতরে তীব্র কিচিরমিচির চলছে। ঝগড়া করছে পাখি আর সঞ্জয়। রাজা ঘড়ি দেখে বলল, "চারটে বাজে। এবার গন্তব্য বাড়ি।"

"তবে সেটা টিউলিপ বেঙ্গল হোটেল হয়ে," লিফ্‌টের বোতাম টেপে তিতির।

॥ ১৬ ॥

বসার ঘরে ঢুকে তিতিরের চক্ষুস্থির। এ কী কাণ্ড চলছে এখানে?

সুনীল সোফায় আধশোয়া। পঙ্কজ স্টেথোস্কোপ দিয়ে সুনীলের হৃদ্‌স্পন্দন শুনছে। শিউলি মোবাইলে নিচুস্বরে বিড়বিড় করছে ব্রতীনের সঙ্গে। তুষার সন্ত্রস্ত হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে।

"কী হয়েছে ছোটমামুর?" শিউলির কনুই ধরে টান মারে তিতির। রাজা সুনীলের কপালে হাত দিয়ে দেখে জ্বর আছে কিনা। তুষার নিচু গলায় বলে, "শ্বাসকষ্ট বেড়েছে।"

স্টেথোস্কোপ ব্যাগে ঢুকিয়ে পঙ্কজ শিউলিকে বলল, "একে আর বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না।"

"আমি কোথাও যাব না। সব ঠিক হয়ে যাবে," হাঁপাতে হাঁপাতে বলে সুনীল। পঙ্কজ ব্যাগে স্টেথো ঢুকিয়ে বলে, "দ্যাখো ভায়া, এখন বিকেল পাঁচটা। দিনের আলো আছে। রাতে হাঁপের টান বাড়লে নার্সিংহোমের জন্য দৌড়োদৌড়ি করার থেকে এখনই অ্যাডমিট হয়ে যাওয়া ভাল। যদি কথা না শোনো, পরের বার ডাকলে আমি আসব না।"

"না, না!" মোবাইলে সংলাপ বন্ধ করে শিউলি বলে, "আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমি ব্রতীনের সঙ্গে কথা বললাম। ও আপনার পরামর্শ শুনতে বলল।"

"ভাল," শ্রাগ করে পঙ্কজ বলে, "আমি সল্টলেক নার্সিংহোমের

BanglaBook.org

সঙ্গে যোগাযোগ করছি। ওরা অ্যাম্বুল্যান্স পাঠিয়ে দেবে।" মোবাইল বের করে নার্সিংহোমে ফোন লাগায় পঙ্কজ। সুনীল ক্লান্ত স্বরে বলে, "অত দূরে কেন? বাড়ির কাছেই তো আলিপুর নার্সিংহোম ছিল।"

"তুই একটাও কথা বলবি না!" সুনীলকে ধমকে শিউলি তিতিরকে বলে, "তোমার ফ্রি ল্যান্সিং-এর ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হয়ে থাকলে লিখতে বসে যাও। অন্য-কোনও বেয়াড়াপনা আমি টলারেট করব না। আর রাজা, তুমি তোমার কথাবার্তা যা বলার তুষারের সঙ্গে বলো। এর মধ্যে সুনীলকে ঢুকিয়ো না।"

"আচ্ছা," বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ে তুষার।

পঙ্কজ ফোনালাপ শেষ করে বলে, "ওরা আসছে। আমি নিজে সুনীলের সঙ্গে যাব। শিউলি, একটা ছোট ব্যাগে ওর ব্রাশ-পেস্ট আর এক সেট জামাকাপড় ভরে দাও।"

তিতিরের চোখ ছলছল করছে। সে কোনওমতে কান্না চেপে সুনীলের পাশে বসে বলে, "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?"

"একটু।" হাঁপাতে হাঁপাতে সুনীল বলে, "কতক্ষণ লাগল রে?"

"কীসের কতক্ষণ লাগল?" সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করে শিউলি।

"আমি বললাম কতক্ষণ লাগবে। আমাদের এখান থেকে ওখানে যেতে। হ্যাঁরে তিতির, কতক্ষণ লাগবে?" কায়দা করে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে সুনীল।

"কতক্ষণ আবার লাগবে! আজ বন্‌ধের বাজার। আমরা আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব," অভয় দেয় পঙ্কজ।

"সাতচল্লিশ মিনিট," সুনীলের কানে ফিসফিস করে বলে তিতির।

রাজা জানতে চায়, "সুনীলের সঙ্গে নার্সিংহোমে কে থাকবে?"

"কারও থাকার দরকার নেই," অভয় দেয় পঙ্কজ, "ওখানে কেবিনে কোনও লোক অ্যালাও করা হয় না। ভিজ়িটর্স রুমে বসে ঝিমোনো আর ভেন্ডিং মেশিন থেকে কাপের পর-কাপ কফি খাওয়ার থেকে বেটার হল, সবাই বাড়িতে থাকো। আমি ওকে পৌঁছে দিচ্ছি। কাল ভিজ়িটিং আওয়ারে তোমরা দেখতে যেয়ো।"

BanglaBook.org

"আমাকে যেতেই হবে," কড়া গলায় বলে শিউলি। এবিষয়ে সে পঙ্কজের পরামর্শ শুনবে না।

তুষার বলে, "আমিও যাই চলুন। লোকবল থাকা ভাল।"

হতাশ হয়ে পঙ্কজ বলে, "চলুন সবাই তা হলে। বেশ একটা পিকনিক পিকনিক ব্যাপার হবে।"

তিতির এসব কথা শুনছে না। তার মন পড়ে রয়েছে অন্যত্র। সুনীল নার্সিংহোমে ভরতি হলে বিনোদিনী হত্যা রহস্যের সমাধান কীভাবে হবে? আম্রাবর্ত চুরি কে করল, সেটা কীভাবে জানা যাবে? আগামীকাল সন্ধে ছ'টায় টিউলিপ বেঙ্গলে ম্যানগো-র ফ্যাশন শো রয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে প্রেস কনফারেন্স আর ডিনার আছে পুলসাইডে। খানাপিনা যখন চলবে, তখন এক-এক করে প্লেন ধরবে আর্কেদে, সাক্ষী, আমিশা, বিবি, ইলা, পাখি। আর্কেদে যাবে লন্ডনে। সাক্ষী আর বিবি মুম্বই। আমিশা, ইলা আর পাখি আমেরিকা। কলকাতা শহরে রয়ে যাবে ধৃতিকান্ত। এদের মধ্যেই কোনও একজন বিনোদিনীকে খুন করেছে। চুরি করেছে আম্রাবর্ত। তাকে ধরা যাবে না? সুনীল ফেল করবে? তার ছোটমামু ব্যর্থ হবে? খোদ কমিশনার অব পুলিশ, স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুনীলের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন!

"তোদের জন্য ফ্যাশন শো-র গেস্ট কার্ড জোগাড় করেছি। এই নে," তিতিরকে চমকে দিয়ে বলে সুনীল। তার হাতে চারটে কার্ড। সেগুলো নিয়ে তিতির বলে, "তুমি কোথা থেকে জোগাড় করলে? এতগুলো কার্ড নিয়ে কী করব?"

"তুই, রাজা, বোনো আর তুষার যাবি। ফ্রন্ট রো-এর কার্ড। বাদল দিয়েছে। মনে রাখিস, ফ্রন্ট রো-এ বসে সেলেব্রিটি আর ইম্পর্ট্যান্ট বায়াররা। যথেষ্ট সেজেগুজে যাবি।"

তিতির নিজের ন্যাপস্যাকে কার্ডগুলো ঢোকায়।

পঙ্কজ বলল, "অ্যাম্বুল্যান্স এসে গেছে। ওরা একটা হুইলচেয়ার নিয়ে আসছে। সুনীলকে হাঁটাব না। শিউলি, তুষার, তোমরা রেডি তো?" তুষার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। শিউলি ছোট কিট ব্যাগ, টাকাপয়সা, ক্রেডিট কার্ড, জলের বোতল, মোবাইল... সব একটা

BanglaBook.org

বড় ঝোলায় ভরে নেয়। সুনীল তিতিরকে বলে, "বোনোর ব্যাগে তোর ডিক্টাফোন ভরে দে। ফাইল, ল্যাপটপ আর ডেটাকার্ডও দে।"

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে তিতির। ডোরবেল বাজছে। তুষার দরজা খুলে দেয়। হুইল চেয়ার নিয়ে ঢোকে সল্টলেক নার্সিংহোমের ইউনিফর্ম পরা দু'জন কর্মচারী। তারা সুনীলকে কোলে করে সোফা থেকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে লিফ্টের দিকে এগোয়। পিছন পিছন পঙ্কজ, শিউলি, তুষার। লিফ্টে ওঠার আগে সুনীল চেঁচিয়ে বলে, "বিনোদিনীর লাস্ট ব্লগটা পড়ে নিস। কাল ঠিক সময়ে ফ্যাশন শো-এ পৌঁছে যাস।"

লিফ্ট নীচে নেমে যায়। ডেস্কটপে নেট কানেকশন করে তিতির রাজাকে প্রশ্ন করে, "যাওয়ার সময় ছোটমামু বেশ জোরে চেঁচাল তো! হাঁপানি কমে গেল নাকি?"

তিতিরের মাথায় চাঁটি মেরে রাজা বলে, "পাকামো না করে বিনোদিনীর ব্লগটা খোল।"

তিতিরের বুকের মধ্যে হঠাৎ ধুকপুকুনি শুরু হয়ে যায়। কিছু একটা ফিশি ব্যাপার ঘটছে, যেটা সে আন্দাজ করতে পারছে না। সুনীল আর রাজা জানে! সে জানে না। জানার জন্য আগামীকাল ফ্যাশন শো পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও গতি নেই।

কুইন বি ব্লগ্স ॥ পোস্টেড অন ফোর্টিন্থ নভেম্বর। ফোর পি এম। (বঙ্গানুবাদ)

আমার পাঠকসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে অবিলম্বে এই ব্লগ গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ নাম তুলবে। গত ব্লগ পড়ে মতামত জানিয়েছেন আড়াই হাজার মানুষ। এর মধ্যে দেড় হাজার ভারতবর্ষ থেকে, এক হাজার ভারতবর্ষের বাইরে থেকে। আপনারা ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যেও এই ব্লগ পড়ে আমায় ধন্য-ধন্য করেছেন। আপনাদের অমূল্য মন্তব্য আমাকে সমৃদ্ধ করল। সবাইকে ধন্যবাদ।

গতবারে আপনাদের শুনিয়েছিলাম আমার হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে

BanglaBook.org

পা রাখার কথা। বলেছিলাম আমার স্টারডমের কথা।

ভেবেছিলাম আজ আপনাদের শোনাব আমার দ্বিতীয় ছবির কথা। যে ছবিটি সুপার-ডুপার হিট করে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে (বাই দ্য ওয়ে, বলিউডের বদলে 'হাইফাই' শব্দবন্ধটি শুনতে আপনাদের কেমন লাগবে? 'হিন্দি' থেকে 'এইচ আই'। 'ফিল্ম' থেকে 'এফ'। 'ইন্ডাস্ট্রি' থেকে 'আই'। সব মিলে হাইফাই! কেমন লাগল জানাবেন।) আমাকে প্রতিষ্ঠা দিল, 'কুইন বি' বানাল। ভেবেছিলাম কাল্ট ক্লাসিক হয়ে যাওয়া সেই ছবি তৈরির অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। কিন্তু আজ অন্য কথা বলতে মন চাইছে। কেননা, আমি এখন রয়েছি এমন একটি শহরে, যেখানে আমার কেরিয়ার শুরু হয়েছিল... কলকাতা!

এই মুহূর্তে আমি একটি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের জন্য ফোটোশুটে ব্যস্ত। (কোন ব্র্যান্ড, কী প্রডাক্ট... এসব জানতে চাইবেন না। প্লিজ! আমি কনট্র্যাক্ট বাউন্ড!) এখানে এসে মনে হচ্ছে আমার জীবন একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করল। আমার প্রথম প্রেম রামকুমার এখানে রয়েছে। আমার স্বামী ধৃতিকান্ত শুটিং জোনে না থাকলেও রয়েছে এই হোটেলেই। আমার সুইটে। (আপনাদের আগেই জানিয়েছি, ও আমার পেশার জগৎ থেকে সবসময় দূরে থাকতে চায়।) এখানে আছে মিস ইন্ডিয়ায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এখন আমার খুব ভাল বন্ধু সাক্ষী উইগওয়ালা। ও আমার হেয়ার স্টাইলিস্ট। রয়েছে মিস ইন্ডিয়ার সময়কার গ্রুমিং এক্সপার্ট বিনয়ভূষণ মেহতা ওরফে বিবি। ও এখানকার কোরিয়োগ্রাফার। উপস্থিত আছে আমিশা সরকার। ওর দেওয়া গয়না পরেই মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় বেস্ট ন্যাশনাল কস্টিউম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম। আমিশা আমার মেকআপ আর্টিস্ট। উপস্থিত আছে ইলা ক্যামেরুন। আমি যে বছর মিস ইউনিভার্স হই, ও সে বছর মিস আমেরিকা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিল। আমি যে প্রোডাক্টটি এনডোর্স করছি, সেটি যে কোম্পানির, ইলা তার সিইও। এ ছাড়াও রয়েছে পাখি। নামকরা ফ্যাশন ডিজাইনার, কলকাতার গর্ব, আমার কাছের মানুষ।

BanglaBook.org

সবাইকে কাছে পেয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড আমি আগেও এনডোর্স করেছি, এ আমার কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আমার জীবন যেন সম্পূর্ণ হল।

জানেন, আজকাল মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে যাই। (বয়স তো কম হল না!) যতই আপনারা 'কুইন বি-কুইন বি' বলে নাচুন না কেন, আমি এখন প্রৌঢ়া। (দেখেছেন, নিজেকে বৃদ্ধা বলতে পারলাম না। যত যাই হোক না কেন... মেয়ে তো!) প্রায়ই কাজের মধ্যে ঘুম ঘুম পায়, মাঝে মাঝে হাতে পায়ের পেশিগুলো শিরশিরিয়ে ওঠে। অবসাদে ভুগি। পরমুহূর্তে ভাবি, সামনে কত কাজ! কত প্রোডিউসার, কত ডিরেক্টর, কত অভিনেতা, কত অভিনেত্রী, কত টেকনিশিয়ান আমার সঙ্গে কাজ করার জন্য বসে আছে। কত কম্বিনেশন ডেট দেওয়া আছে। আমি না গেলে শুটিং ক্যানসেল্ড হবে। তখন অবসাদ উড়ে যায়। নতুন উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

তবে আমি ঠিক করেছি, কাজ আস্তে আস্তে কমিয়ে দেব। নতুন কাজ আর নেব না। (না, না। ভয় দেখিয়ে প্রোডিউসরদের কাছে দাম বাড়াচ্ছি না!) আসলে আমার একটু ছুটির দরকার। সারা জীবন ধরে স্পটলাইটে থেকে থেকে, মাঝে মাঝে মনে হয় এবার পরদার আড়ালে থাকি। অচেনা, অজানা, নামহীন একজন মানুষ হয়ে জীবন কাটাই। যেভাবে বেঁচে আছেন আপনারা... আমার অনুরাগীরা। আমি আপনাদের ঈর্ষা করি। আমি আর স্পটলাইট চাই না। আমি আর প্রতিদিন ভোর চারটেয় মেকআপে বসতে চাই না (কেননা কলটাইম ছ'টায়!), আমি পাসপোর্টে নিত্যনতুন দেশের ইমিগ্রেশনের ছাপ্পা চাই না, আমি আর অজস্র অটোগ্রাফের খাতা চাই না। চাই না ফোটোশুট, ইন্টারভিউ, পেজ থ্রি পার্টি, ফিল্ম প্রিমিয়ার, ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি, ফ্লাশ বাল্বের দপদপানি...

আমার আর এসব ভাল লাগে না। সন্ধেবেলায় ধৃতিকান্তর পাশে বসে চা খাইনি কোনওদিন। কোনওদিন গড়িয়াহাটের ফুটপাথ থেকে হকারদের সঙ্গে ঝগড়া করে ম্যাচিং ব্লাউজ কিনিনি। কোনওদিন

BanglaBook.org

বাজারে গিয়ে কিনিনি টাটকা কড়াইশুটি। কোনওদিন ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুমোইনি। আমার আর এসব ভাল লাগে না। আমি এবার অন্যরকমভাবে বাঁচতে চাই। আপনারা আমায় ভুলে যাবেন না তো?

ডেস্কটপ বন্ধ করে দিল তিতির। জীবনের শেষ ব্লগেও কী মিথ্যাচার! পাখিকে শুধু 'কাছের মানুষ' বলে ছেড়ে দিয়েছেন! তিতির নিশ্চিত, এই ব্লগে বলা সব কথা মিথ্যে। সুপারস্টার বিনোদিনীর নতুন চমক! স্বেচ্ছা অবসরের ধুয়ো তুলে আর-একবার লাইমলাইটে আসার প্রয়াস। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তিতির ভাবল, সেলেব্রিটিদের জীবন বোধহয় এরকমই হয়। চকচকে। কিন্তু সোনা নয়। রাংতায় মোড়া। স্বপ্ন-ব্যাপারীদের জগৎকে এই জন্যই 'টিনসেল টাউন' বলা হয়।

॥ ১৭ ॥

সারা কলকাতা জুড়ে ঝলমল করছে ইলেকট্রনিক বিলবোর্ড 'আমসূত্র বাই ম্যানগো। ফ্যাশন শো অ্যাট হোটেল টিউলিপ বেঙ্গল। এইট পিএম শার্প।' এককোণে ছোট করে লেখা, 'এনট্রি বাই ইনভিটেশন ওনলি।'

সন্ধে ছ'টায় এসইউভি নিয়ে বেরোনো হল। চালকের আসনে রাজা। পাশে তিতির। পিছনের সিটে শিউলি। শিউলি সকালে সুনীলকে দেখতে যেতে চেয়েছিল। পঙ্কজ অ্যালাও করেনি। বলেছে, "আগামীকাল ডিসচার্জ করে দেব। একবেলা ওকে দেখতে না গেলে রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসি, কিচ্ছু অশুদ্ধ হবে না।"

বেরোনোর আগে ফোনে সুনীলের সঙ্গে সবার কথা হয়েছে। সুনীলের গলার আওয়াজ আগের থেকে অনেক চিয়ারফুল। সে জানিয়েছে, "এখন শ্বাসকষ্ট নেই। কাল ছুটি দেবে। তোরা আমাকে নিতে আসিস। আজকের ফ্যাশন শো মিস করিস না।"

BanglaBook.org

বর্ধমান রোড থেকে বেরিয়ে হোটেল টিউলিপ বেঙ্গলে আসতে লাগল এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট। গতকাল, বন্‌ধের দিন বলে লেগেছিল সাতচল্লিশ মিনিট। তিনটে ছুটির দিনের পরে কলকাতা শহরে আজ গাড়ির বন্যা বইছে। পুলিশ ট্রেনিং স্কুল, রবীন্দ্রসদন, পার্কসার্কাস সাত মাথার মোড়, চার নম্বর ব্রিজের মুখ, সমস্ত ক্রসিং-এ ট্রাফিক জ্যাম। এইসব ক্রসিং-এ গাড়ির ভেতরে বসে তিতির দেখতে পেল ফ্যাশন শো-এর বিলবোর্ডগুলো।

ওরা পৌঁছে দেখল, টিউলিপ বেঙ্গলের সামনে গাড়ি পার্কিং নিয়ে চূড়ান্ত কেঅস হচ্ছে। গন্ডগোলে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে গোটা দশেক ওবি ভ্যান এবং শ'খানেক টিভি জার্নালিস্ট। পাখির আন্তর্জাতিক মঞ্চে আবির্ভাবকে ম্যানগো আন্তর্জাতিক কায়দায় প্রোমোট করছে।

রাজা বলল, "পার্কিং-এ সময় লাগবে। আমায় দুটো কার্ড দিয়ে তোরা ঢুকে যা। তুষারকে আমি ফোনে ডেকে নেব।"

দুটো কার্ড গাড়িতে রেখে নামে শিউলি আর তিতির।

শিউলি আজ সেজেছে। কুচকুচে কালো শাড়িতে লাল রঙের বর্ডার। ব্লাউজের রং লাল। কলকাতার বিখ্যাত ডিজ়াইনারের আউটলেট থেকে মাসখানেক আগে একগাদা টাকা দিয়ে শাড়িটা কিনেছিল শিউলি। আজ প্রথম পরল। চুলে ফ্রেঞ্চরোল করে হেয়ারপিন দিয়ে আটকানো। প্ল্যাটিনামের তৈরি হেয়ারপিনে রুবি বসানো। ডান হাতে রুবি বসানো প্ল্যাটিনামের চুড়ি। বাঁ হাতে ঘড়ি। কানে রুবি বসানো প্ল্যাটিনামের ড্যাঙ্গলার। পায়ে কালো ফ্ল্যাট হিল। হাতে ফেন্ডির লাল ক্লাচ। কপালে বড় লাল, কুমকুমের টিপ।

সাজগোজের ব্যাপারে তিতিরও কম যায়নি। সে পরে আছে হাঁটু পর্যন্ত ব্ল্যাক ড্রেস। হাতে গুচ্চির সিলভার কালারের ক্লাচ। পায়ে ম্যানোলো ব্লাহ্‌নিকের সিলভার কালারের স্টিলেটো। চুলে পনিটেল। বাঁ হাতে ডিজ়াইনার ওয়াচ। কানে হিরের দুল। রাজাকে অনেক কষ্টে তার সাফারি থেকে বের করা গিয়েছে। আজ সে পরেছে ওয়েল টেলরড্ স্যুট। খুব হ্যান্ডসাম লাগছে।

জ়ানাডু রুম তিনতলায়। লিফ্‌টে চড়ে তিনতলায় পৌঁছে আবার

BanglaBook.org

একপ্রস্থ সিকিয়োরিটি। কার্ড দেখে, সারা শরীরে মেটাল ডিটেক্টর বুলিয়ে, জ়ানাডু রুমে প্রবেশাধিকার পাওয়া গেল। একমুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল শিউলি আর তিতির। অর্থ এবং কল্পনাশক্তি থাকলে কীভাবে একটা ব্যাঙ্কোয়েট হলের রূপবদল করা যায়, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না!

কোনও এক গোপন জায়গা থেকে প্রজেকশন করে জ়ানাডু রুমের সাদা দেওয়ালে চলচ্ছবি ফোটানো হয়েছে আম-বাগানের। অডিয়োতে মৃদু হাওয়ার শনশন। আমগাছগুলো সামান্য দুলছে। পাতা নড়ছে, খসে পড়ছে একটা-দুটো আম। আম্রপল্লবের পবিত্র শৃঙ্খল ছাদের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত জুড়ে ছড়ানো। র‍্যাম্পের রং সবুজ। বাতাসে যে সুগন্ধি বইছে, তাতে মৃদু আমের গন্ধ। র‍্যাম্পের গা বরাবর ফ্রন্ট রো। প্রত্যেক আসনে যে বসবে, তার নাম লেখা রয়েছে। শিউলি নিজের আসনে বসার পর তিতির বলল, "মা, আমি একটু ব্যাকস্টেজ থেকে আসছি।"

"এখন এসব না করলেই নয়?" শিউলি হাসিমুখে বললেও শব্দগুলো এল ক্রোধের দাঁত কিড়মিড় টপকে!

"মা। এত সুন্দর সেজে এসেছ! রাগ করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে," শিউলিকে আওয়াজ দিয়ে ব্যাকস্টেজের দিকে এগোয় তিতির।

পাঁচ ছ'জন দেহরক্ষী, প্রত্যেকের পেল্লায় চেহারা। তিতিরের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন দৃষ্টি দিয়েই মাটিতে মিশিয়ে দেবে। তিতির দমবার মেয়ে নয়। সে মোবাইল থেকে ফোন লাগাল পাখিকে। মোবাইল সুইচ্‌ড অফ। এবার সে ফোন করল বিবি মেহতাকে। অনেকক্ষণ রিং হওয়ার পর বিবি ফোন ধরে বলল, "কী ব্যাপার?"

"ব্যাকস্টেজে যাব। আপনি ডেকে নিন। আমি গেটে দাঁড়িয়ে।"

মুহূর্তের মধ্যে বিবি হাজির। দু'জন নিরাপত্তাকর্মীকে সরিয়ে তিতিরকে ভিতরে টেনে নিয়ে বলল, "শো আর একটু পরই শুরু হবে। এখন কী দরকার?"

বিবিকে যে কারণে ডেকেছিল তিতির, সে প্রয়োজন মিটে গিয়েছে। তার কথার উত্তর না দিয়ে তিতির চারিদিক দেখতে

BanglaBook.org

থাকে। প্রথম গন্তব্য মেকআপ রুম। ত্রিশজন মডেল একসঙ্গে বসে মেকআপ করছে। সুপার মডেল প্রিয়া কপূর আর বানি সোমানি ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে। আমিশা নিজে হাতে তাদের মেক আপ করছে। প্রত্যেক মডেলই মেকআপ এবং হেয়ার স্টাইলের ব্যাপারে অসম্ভব খুঁতখুঁতে। অনেকে নিজের বেস নিজে লাগাচ্ছে। লাগিয়ে নিচ্ছে মাসকারা বা লিপস্টিক। আমিশার পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে হাত চালাচ্ছে সাক্ষী এবং তার দলবল। চিরুনি, ব্রাশ, রোলার, ক্লিপ, কার্লার, মুস, জেল, সেরাম, গ্লসার নিয়ে কেশচর্চা করছে আমিশার টিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। মাঝে মাঝে পাখি এসে চিৎকার করছে, "তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও... শো শুরু হল বলে!"

আয়রনিং রুমে দুটো ছেলে পোশাক ইস্ত্রি করছে রোবটের মতো।

পাখি দৌড়ে এসে টিপিক্যাল বাঙালি-হিন্দিতে চিৎকার করল "গরম জাদা হোনেসে কাপড়া খারাপ হো জায়গা! সামহালকে!"

ইস্ত্রিওয়ালারা মুচকি হেসে হাত চালাতে লাগল। ইলা কোথা থেকে হাজির হল। সঙ্গে কয়েকজন পাবলিক রিলেশন পারসোনেল। পাখিকে হাত নেড়ে ইলা তাদের বলল, "প্রতিটি প্রেসের লোকের সিটে প্রেস রিলিজ রেখে দাও। প্লাস, প্রত্যেককে আলাদা করে জিজ্ঞেস করো, প্রেস রিলিজ পেয়েছে কিনা। ক্লিয়ার?"

ঘাড় নেড়ে পিআর পারসোনেলরা বেরিয়ে গেল।

বিবি মেহতা চিৎকার ছাড়ল, "কাম অন গার্লস। ওয়ান লাস্ট টাইম।"

তিতির দেখল বিবির হাতে কিউ কার্ড। কখন কে ঢুকবে, কতক্ষণ হাঁটবে, এক-একটা কালার স্কিমের জন্য র‍্যাম্পে কতক্ষণ সময় দেওয়া হবে, সব তাতে লেখা। মেকআপ নিতে নিতে মডেলরা বিবি অর্ডার শুনতে লাগল।

এককোণে কফি ভেন্ডিং মেশিন। সেখানে একটা বাচ্চা ছেলে বসে চোখ গোল গোল করে এসব দেখছে। তিতির বলল, "এককাপ কফি দাও।"

BanglaBook.org

ছেলেটা কফি দেওয়ার মুহূর্তে ফ্ল্যাশের ঝলকানি। ঘাড় ঘুরিয়ে তিতির দেখে, আর্কেদে। বিশাল বড় জুমওয়ালা ক্যামেরা নিয়ে ব্যাকস্টেজের ছবি তুলে যাচ্ছে।

"কফি খাবেন?" প্রশ্ন করে তিতির। ঘাড় নেড়ে আর্কেদে বলে, "তুমি এখানে?"

"ফ্যাশন শোয়ের সময় ব্যাকস্টেজে বেশি ড্রামা থাকে। সেটা দেখতে আসা," মুচকি হেসে বলে তিতির, "এই সুযোগ আর পাব না।"

"তা বলে ফ্যাশন শো মিস কোরো না। আটটা বাজে। তুমি সিটে গিয়ে বোসো," আর্কেদে দরজার দিকে নির্দেশ করে। বাইরে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। বিবি চিৎকার করে, "গার্লস! কাউন্টডাউন বিগিন্‌স। টেন, নাইন, এইট..."

প্রথম পাঁচজন মডেল দৌড়ে চেঞ্জিং রুমে ঢুকে গেল। ওখানে পোশাকের পাশাপাশি পাখির গয়নার কালেকশন রাখা রয়েছে। এক-এক ব্যাচ পরবে, র‍্যাম্পে হাঁটবে, ব্যাকস্টেজে ফিরে চেঞ্জিংরুমে গয়না জমা করে অন্য গয়না পরবে।

"সেভেন, সিক্স, ফাইভ..."

দৌড়ে ব্যাকস্টেজ থেকে বেরোতে গিয়ে একপলক চেঞ্জিং রুমের দিকে তাকায় তিতির। পাঁচজন মডেল বেরিয়ে আসছে। আধখোলা দরজার ফাঁকে পাখির সঙ্গে কাকে দেখল তিতির? ঠিক দেখল তো?

"ফোর, থ্রি, টু...."

এক দৌড়ে নিজের সিটে পৌঁছোনোর সময় তিতির দেখল ফ্রন্ট রো-এ ধৃতিকান্ত বসে রয়েছে। চলে এসেছে তুষার আর রাজা। রয়েছে বাদল। শিউলি, তিতিরের দিকে কটমটিয়ে তাকাল।

"ওয়ান...জিরো!"

জ্বানাডু রুম অন্ধকার হয়ে গেল। বাঁশিতে ভৈরবীর মূর্ছনা। র‍্যাম্প জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল নরম হলুদ রঙের আলো। সেই আলোয় দেখা গেল মার্জার সরণি জুড়ে আমপাতা ছড়ানো। যেন আমবাগানের মধ্যে কোনও রাস্তা। ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়েছে গ্রামের মেয়েরা। শুরু

BanglaBook.org

হয়ে গেল পাখির আমসূত্র। তিতির অবাক হয়ে দেখছিল। ভাবছিল কী অসাধারণ প্রতিভা ও ধুরন্ধর ব্যাবসা-বুদ্ধি থাকলে তবে এমন একটা শো তৈরি করা সম্ভব।

পাখির শো থিমেটিক্যালি দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টাকে ছ'ভাগে ভাগ করেছে। ভোর, সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা ও রাত। প্রতিটি সময়বিভাগের জন্য আলাদা পোশাক, আলাদা আলোকসম্পাত, আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর এবং যার জন্য এই আয়োজন, আলাদা অলংকার। ভোরের পোশাকে পাখি ব্যবহার করেছে সাদা রং। ফেব্রিক হিসেবে লিনেন ব্যবহৃত হয়েছে। শাড়ি পরার কায়দা বাঙালি আটপৌরে। অ্যাকসেসরি হিসেবে প্রতিটি মডেল মাটির ঘড়া ব্যবহার করেছে। কেউ কাঁখে নিয়েছে, কেউ হাতে ঝুলিয়েছে। যেন সবাই জল আনতে যাচ্ছে। প্রত্যেকের খালি পা। পাখির ব্রিলিয়ান্স এইখানে, যে কোনও মডেলের মুখ দেখা যাচ্ছে না। হাত দিয়ে মুখঢাকা মডেলদের চলমান ম্যানিকুইন ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না। দ্রষ্টব্য কিছু নেই বলে আলাদা করে চোখে পড়ছে পাখির ডিজ়াইন করা স্বর্ণালঙ্কার, শিরোভূষণ দিয়ে যা শুরু হল। সোনার মুকুট থেকে টোপর, বাঙালি টিকলি থেকে রাজস্থানি বোরলা, চিরুনি থেকে বেলকুঁড়ি কাঁটা, কী নেই সেখানে! মায় বানপিন, ববপিন, বো-ব্যারেট, ঝাপটা, হেয়ার ব্যান্ড, হেয়ার ক্লিপ... সব তৈরি করেছে পাখি! প্রতিটি গয়নায় পেইজ়লি মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছে অসামান্য দক্ষতায়। ত্রিশজন মডেল প্রথম পনেরো মিনিট ধরে এই কালেকশন দেখানোর পর হাততালির ঝড় উঠল।

বাজনা বদলে গেল। বাঁশির বদলে দৈনন্দিন গেরস্থালির শব্দ। কাকের ডাক, রিকশার ঘন্টি, কল থেকে জল পড়া, কড়ায় গরম তেলে মাছ ফেলার ছ্যাঁক শব্দ, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি, ট্যাক্সির হর্ন, সব মিলিয়ে অডিয়ো তৈরি করল ব্যস্ত সকাল। বাজার করা, মাথায় জল ঢেলে, নাকে-মুখে গুঁজে অফিস যাওয়ার জন্য বাস ধরার তাড়া। দৌড়... দৌড়... দৌড়!

মডেলরা এখন অফ হোয়াইট পোশাক পরেছে। জেলের

BanglaBook.org

কয়েদিদের মতো পাজামা ও ফতুয়া। ফেব্রিক এখনও লিনেন। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। হাতে বাজারের থলে। তাতে পুঁইশাক পর্যন্ত যথাযথ। মডেলদের চোখে কালো চশমা।

চলমান কয়েদিদের কানে ঝিকোচ্ছে দুল, কর্ণমালা, মাকড়ি, ঝুমকো, ড্যাঙ্গলার, কানপাশা, ইয়ারস্টাড, কানবালা, টাব। নাকে ঝলমল করছে নাকছাবি, নথ, টানা নথ, নোলক। প্রতিটি গয়নাতে পেইজ়লি এসেছে চতুরভাবে।

দ্বিতীয় সেগমেন্ট শেষ হতে আবার হর্ষধ্বনি। শিউলি নিচুগলায় বলল, "ব্রিলিয়ান্ট। শো স্টপার কে রে?"

সত্যিই তো এটা ভাবেনি তিতির! শো স্টপার হওয়ার কথা ছিল বিনোদিনীর। গতকাল ইলা তাই বলল। বিনোদিনীর বদলে অন্য কোনও তারকার নাম সে শোনেনি।

তিতিরের চিন্তার মধ্যে আলো বদলে গেল। যে-কোনও কেজো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অফিসের ইন্টিরিয়ারের নির্বিকল্প আলোকসম্পাত। ওঠা নেই পড়া নেই। ধীর, স্থির, অমোঘ ও অন্তহীন। অডিয়োতে কম্পিউটারের কি বোর্ড টেপার খটখট, ফ্যাক্সটোন, মোবাইলের রিংটোন, যন্ত্রমানবীর কণ্ঠে "ডায়াল দ্য ডিজ়ায়ার্ড এক্সটেনশন নাম্বার অর হোল্ড ফর অ্যাসিস্ট্যান্স..." দেওয়ালে ঝিকিয়ে উঠল এক্সেল স্প্রেডশিট, পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজ়েন্টেশন। তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে এল একের পর-এক মডেল। পোশাক এখনও কয়েদিদের। ফ্যাব্রিক বদলে হয়ে গিয়েছে ক্রিস্প কটন। তাদের পায়ে হাওয়াই চপ্পলের বদলে এখন কালো কমব্যাট বুট। মাথার হুডের রং কালো। কালো হুডের ঠিক নীচে ঝিকিয়ে উঠছে কণ্ঠাভরণ। চেন, পেন্ড্যান্ট, নেকলেস, চিক, চোকার, হাঁসুলি, মাফ চেন, এক, পাঁচ বা সাতলহরী হার, মটরমালা, বিছেহার, পাটিহার, মঙ্গলসূত্র। এখানেও প্রতিটি গয়নায় আম্রপল্লবের শুভ প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। সোনা আর রত্নের বিভায় ঝিকমিক করছে জ়ানাডু রুম। পর্ব শেষ হতে হাততালির বন্যা বইল অডিয়েন্সে।

আলো বদলে গেল। পুরনো আমলের বাড়ির কাঠের জানালার

BanglaBook.org

ডাফরির ফাঁক দিয়ে যেটুকু রোদ ঢোকে, তাতে ঝিলমিল করছে জ়ানাডু রুম। অডিওতে পুরনো কলকাতার ফেরিওয়ালার ডাক... "চাই কুলপি মালাই!" "শিল কাটাও!" "পুরনো কাপড়ের বদলে বাসন নেবে...বাসন!" বাঁদরওয়ালার ডুগডুগির শব্দ... হারমোনিয়ামে কিশোরীর গলাসাধা, সা..রে..গা...

আর এইসবের মধ্যে মূর্তিমতী কনট্রাস্ট হিসেবে হলুদ স্লিভলেস লেহঙ্গা চোলি পরে হেঁটে আসছে মডেলরা। তাদের পায়ে এখন ফ্লিপফ্লপ। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ বা হাতে রাজস্থানি বটুয়া। তাদের মুখ দেখা গেলেও দর্শকদের দৃষ্টি হাতে। পাখির তৈরি বাজুবন্ধ, আর্মলেট, রিস্টলেট, ব্রেসলেট, তাবিজ, তাগা, সোনা বাঁধানো নোয়া, চুড়ি, বালা, বাউটি, মানতাসা, রতনচূড় দেখে অডিয়েন্সে আবার হর্ষধ্বনি। ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্‌ব বন্ধ হয় না কিছুতেই।

পঞ্চম পর্ব। সন্ধ্যা। কালার প্যালেট শ্যাওলা সবুজ। আলো সাইকেডেলিক। ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে পপুলার হিন্দি গানের রিমিক্স ভার্সন। যেন কাজের শেষে পার্টিতে গেছে মানুষ। সিন্থেটিক ফ্যাব্রিকের স্কার্ট, ড্রেস ও গাউন পরা মডেলরা মিউজ়িকের তালে তালে স্টিলেটো পরে হাঁটছে। তাদের কোমরে শোভা পাচ্ছে চন্দ্রহার, মেখলা, কটিসূত্র, কোমরবন্ধ, ঘুন্‌সি, গোট, তোড়া। মোটিফে পেইজ়লি।

শেষ পর্ব। ক্লাইম্যাক্স। গভীর রাত। অডিয়োতে সঙ্গমের শব্দ। শীৎকার, চুম্বন, ভালবাসার মৃদু গুঞ্জন। লাল পাড় সাদা শিফনের শাড়ি পরা মডেলদের কপালে ধ্যাবড়ানো সিঁদুরের চিরচেনা মোটিফ। খালি পা। মার্জার পদক্ষেপে ক্লান্তির ছাপ... যেন শ্রোণিভারে অলসগমনা। তাদের অনামিকায় বরণাঙ্গুরী, এনগেজমেন্ট রিং, বুড়ো আঙুলে থামরিং। পায়ে মল, তোড়া, নূপুর, মুঙুর, চুটকি, গোড়বালা, আঙট, বাশুলি, পায়েল।

শেষতম মডেল উইংসের আড়ালে চলে গেল। অনর্গল হাততালি আর হর্ষধ্বনির মধ্যে জ়ানাডু রুমে আলো জ্বলে উঠল। এই রুমে উপস্থিত সবাই গত দেড়ঘণ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে চলে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

সে জগৎ কল্পনার, সে জগৎ পরাবাস্তবের, সে জগৎ ফ্যাশনের। সে জগৎ স্বর্ণালংকারের, সে জগৎ পেইজ়লির... সে জগৎ পাখির তৈরি করা।

ওই যে! ত্রিশজন মডেল আবার ফিরে আসছে। লাল পাড় সাদা শাড়িতে সজ্জিত, কপালময় সিঁদুর মেখে, সম্পূর্ণ আভরণহীন হয়ে তারা র‍্যাম্পের পিছন দিকে অর্ধগোলাকৃতি হয়ে দাঁড়ায়।

শিউলি বলে, "কোনও শো-স্টপার নেই তা হলে?"

উইংস-এর আড়াল থেকে সামনে আসে পাখি। সে পরে আছে হাতা গোটানো সাদা শার্ট আর নীল ফেডেড ডেনিম। পায়ে নীল স্নিকার। গালে হালকা দাড়ি। গতকাল যে নারীসুলভ কমনীয়তা তিতির দেখেছিল, তার লেশমাত্র নেই! বরং ছেলেমানুষ সুলভ একটা ব্যাপার আছে। লম্বা মডেলদের মাঝখানে তাকে লিলিপুটের মতো লাগছে। পাখি নমস্কার করতে পুরো অডিয়েন্স উঠে দাঁড়াল। পরবর্তী একমিনিট স্ট্যান্ডিং ওভেশন!

স্ট্যান্ডিং ওভেশনের মধ্যে বাঁ দিকের উইংস থেকে পাখির পাশে এসে দাঁড়াল ইলা ক্যামেরুন। হাতে মাইক্রোফোন। দু'জনে র‍্যাম্প বরাবর এগিয়ে এল।

ইলার হাত থেকে মাইক নিয়ে পাখি ইংরিজিতে বলল, "আমি আমার পুরো টিমকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি।"

সে এক-এক করে নাম ঘোষণা করে। উইংস-এর পাশ থেকে মঞ্চে আসে আর্কেদে, সাক্ষী উইগওয়ালা, আমিশা সরকার, বিনয়ভূষণ মেহতা। আর-একপ্রস্ত হাততালির শেষে পাখি ইলার হাতে মাইক তুলে দেয়।

"গুড ইভনিং এভরিবডি!" আমেরিকান অ্যাকসেন্টের ইংরিজিতে বক্তব্য শুরু করে ইলা, "পাখির মতো একজন ট্যালেন্টেড ডিজ়াইনারের কাজ প্রোমোট করতে পেরে ম্যানগোর তরফে আমি গর্বিত। আমসূত্রর যে এক্সটেনসিভ কালেকশন আপনারা দেখলেন, এগুলো পাওয়া যাবে কলকাতা শহরে ম্যানগোর আউটলেটে। মনে রাখবেন, ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত এটিই ম্যানগোর একমাত্র

BanglaBook.org

আউটলেট। কাজেই অন্যান্য প্রদেশ বা শহরের বায়ারদের কলকাতায় আসতে হবে, যতদিন না আমরা অন্য আউটলেট খুলছি।" আবার হাততালি।

"পাশাপাশি অন্য-একটা জরুরি ঘোষণা করার আছে। কলকাতার গর্ব এই ছেলেটিকে আর আপনারা আপনাদের শহরে পাবেন না," যেভাবে পক্ষীমাতা তার সন্তানকে দুটি ডানা দিয়ে আগলে রাখে, সেইভাবে পাখিকে জড়িয়ে ধরে ইলা বলে, "কেননা আমি ওকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে ম্যানগোর ইনহাউজ় ডিজ়াইনার হিসেবে, আমার অধীনে এখন থেকে পাখি কাজ করবে।"

আবার একপ্রস্ত ঝোড়ো হাততালি। তবে তা মাঝপথে থেমে গেল। মডেলদের মাঝখান থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "পাখি আপনার অধীনে কাজ করবে না, ইলা!"

জ়ানাডু রুমে পিনপতনের স্তব্ধতা। মঞ্চ ও দর্শকাসনের সবাই একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে, বুঝে নিতে চেষ্টা করছে কী হল? তার মধ্যে তিতির চিলচিৎকার করে ওঠে, "ছোটমামু-উ-উ-উ!"

হ্যাঁ। সুনীল। হুইলচেয়ারে বসা সুনীল সুপারমডেল বানি সোমানিকে অনুরোধ করে চেয়ার ঠেলার জন্য। বানি ভেবে নেয়, এটা এমন কোনও ম্যালফাংশন, যা কিউশিটে ছিল না। সে স্মার্টলি হুইলচেয়ার ঠেলতে ঠেলতে পাখি ও ইলার পাশে নিয়ে আসে। তারপর বিড়াল পদক্ষেপে পুরনো জায়গায় ফেরত যায়।

সুনীলের গালে দু'দিনের না কামানো দাড়ি-গোঁফ। চুল উসকোখুসকো! পরনে ফতুয়া আর পাজামা। ডান পায়ে প্লাস্টার করা। সে এখনও মৃদু হাঁপাচ্ছে।

ইলা প্রাথমিকভাবে বিব্রত হয়েছিল! কিন্তু ম্যানেজ করল চমৎকার, "আমাদের বিক্রির অর্থের একাংশ যাবে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য যেসব এনজিও কাজ করছে, তাদের কাছে। এনজিওর প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ফ্যাশন শো শেষ করলাম। অভ্যাগতদের অনুরোধ, আপনারা পুলসাইডে চলে যান। ওখানে প্রেস কনফারেন্সের পরে আপনাদের জন্য সামান্য পানভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

BanglaBook.org

ইলা মাইক্রোফোন পাখির হাতে ধরিয়ে উলটোমুখে হাঁটা দিয়েছে। পাখির হাত থেকে মাইক নিয়ে সুনীল বলল, "পাখি ম্যানগোতে জয়েন করলেও আপনার অধীনে কাজ করবে না ইলা। কেননা বিনোদিনীকে হত্যা করার জন্য পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করছে। আগামী দু'বছর পাখি নিউইয়র্কে থাকলেও, আপনি কলকাতাতেই থাকবেন, জেলে। তুষার!"

দর্শকরা অবাক হয়ে দেখে ফ্রন্ট রো থেকে খাকি উর্দিপরা এক পুলিশ মঞ্চে ওঠে। উইংসের পাশ থেকে খাকি সালোয়ার কামিজ পরে মঞ্চে আসে কয়েকজন মহিলা পুলিশ। তারা ইলার কব্জি ধরে। ইলা চিৎকার করে বলে, "হোয়াট দ্য হেল ইজ় দিস?"

প্রেসের লোকেরা হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে। যাবতীয় নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে তারা উঠে পড়েছে র‍্যাম্পে। ফ্ল্যাশবাল্বের চকমকানি আগের থেকেও বেশি। তার মধ্যে কঠিন গলায় সুনীল বলে, "ইলা ক্যামেরুন ছাড়াও গ্রেফতার করা হচ্ছে বিনোদিনীর স্বামী ধৃতিকান্ত মজুমদারকে। হত্যার সহযোগী হিসেবে। বাদল!"

ধৃতিকান্ত বসে রয়েছে বাদলের ঠিক পাশে। বাদল তার কবজিতে হাত রাখল। হাত না সরিয়ে বাঁ দিকের ভুরু সামান্য তুলল ধৃতিকান্ত। চোখে-মুখে চূড়ান্ত তাচ্ছিল্য।

"এবং গ্রেফতার করা হচ্ছে আমিশা সরকারকে। আম্রাবর্ত চুরি করার জন্য। যা আদতে ম্যানগোর সম্পত্তি," মাইক্রোফোনে বলে সুনীল। দুটি খাকি সালোয়ার কামিজ পরা মেয়ে আমিশার কব্জি চেপে ধরে।

"আপনি কে? আপনি কি পাগল? এখানে এসব কী হচ্ছে?" চিৎকার করে আমিশা, "এখানে কমিশনার অফ পুলিশ বসে রয়েছেন। লোকাল থানার অফিসার ইনচার্জ রয়েছেন। তাদের সামনে এগুলো কী ধরনের অসভ্যতা? আমি আপনার নামে এফআইআর করব। কে আপনি?"

বাঁ দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তিতির দেখে শিউলির মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, "সুনীল সল্টলেক নার্সিংহোম থেকে এই মঞ্চে এল কী করে?"

BanglaBook.org

বিড়বিড় করে সে, "কী অলক্ষুনে সব ব্যাপার হচ্ছে!"

ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তিতির দেখে রাজা ওত পেতে বসে, যেন ক্রাউচিং টাইগার। ইশারা পেলেই ঝাঁপ মারবে।

"আপনারা কেউই আমাকে দেখেননি। দেখেছেন আমার দুই প্রতিনিধিকে," মাইকে বলে সুনীল, "আমি পা ভেঙে বাড়িতে বসেছিলাম। আমার হয়ে এই খুন ও এই শো পিস চুরির তদন্ত ওরাই করেছে।"

"ল্যাংড়া গোয়েন্দা বাড়িতে বসে ডিটেকশন করলেন যে, আমি শো-পিস চুরি করেছি। ওখানে তো আগাগোড়া পুলিশ ছিল। প্রত্যেককে সার্চ করার পর জ়ানাডু রুম থেকে বেরোতে পেরেছিলাম আমরা। পুলিশ কি ওখানে ঘাস কাটছিল?" চিৎকার করে আমিশা।

"না। অফিসার ইনচার্জ তুষার বর্মন তখন ঘাস কাটছিলেন না। উনি আপনার কাছ থেকে আম্রাবর্ত নিয়ে নিজের পকেটে ঢোকাচ্ছিলেন। যাতে পরে ফেরত দিতে পারেন। রাজা!"

এই ইশারাটুকুর অপেক্ষায় ছিল রাজা। শার্দূলের ক্ষিপ্রতায় সে একলাফে মার্জার সরণিতে উঠল। তার চোখ-মুখে উত্তেজনা।

জ়ানাডু রুমে বসে থাকা অতিথিবৃন্দ দেখল অদ্ভুত এক দৃশ্য। খাকি পোশাক পরা ওসি প্রথমে কুঁকড়ে গেলেও পরে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর লম্বা পদক্ষেপে দৌড় লাগাল ব্যাকস্টেজের দিকে। তার পিছনে দৌড়ে আসছে সুট পরা সুঠাম এক মানুষ।

মডেলদের এক ধাক্কায় দু'দিকে সরিয়ে দেয় তুষার। আর্কেদে তার ঠেলা খেয়ে স্টেজে বসে পড়ে। সাক্ষী তার বেল্ট টেনে ধরলে হাতের এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় সে। ব্যাকস্টেজে হারিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে সুপার মডেল বানি তার লম্বা পা বাড়িয়ে তুষারের শিনবোনে এক লাথি কষায়। 'কঁক' করে আওয়াজ তুলে র‍্যাম্পে বসে পড়ে তুষার। পিছন থেকে বাঘের মতো দৌড়ে এসে রাজা তার কলার চেপে ধরে। বানি মিষ্টি হেসে, রাজাকে চোখ মেরে বলে, "নাইস বড!"

বাদল মঞ্চে উঠে এসেছে। সুনীলের হাত থেকে মাইক নিয়ে সে

BanglaBook.org

ঘোষণা করে, "বিনোদিনী দেবীকে হত্যার অভিযোগে আমি ইলা ক্যামেরুন ও ধৃতিকান্ত মজুমদারকে গ্রেফতার করছি। স্বর্ণালংকার চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করছি আমিশা ও তুষার বর্মনকে এই মুহূর্তে জানাডু রুমে ঘিরে রেখেছে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। আপনারা কেউ বেরোনোর চেষ্টা করবেন না।"

॥ ১৮ ॥

"ফ্যাশন শো-তে গ্রেফতার বিনোদিনীর আততায়ী," বাংলা দৈনিকের ব্যানার হেডলাইন। "টপ কপ ইন জুয়েলারি থেফ্‌ট র‍্যাকেট," ইংরিজি কাগজের শিরোনাম। অন্যান্য কাগজেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এটাই প্রধান খবর। বানির তুষারকে লাথি মারার ছবিটা সব কাগজ লিড স্টোরির সঙ্গে ছেপেছে। তাতে সুট পরা রাজাকে দৌড়ে আসতে দেখা যাচ্ছে।

শিউলি চায়ের ট্রে সেন্টার টেবিলে রেখে পঙ্কজ, রাজা, সুনীল, বাদল আর তিতিরের হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে বলল, "রাজা এখন হিরো!"

রিমোট টিপে চ্যানেল ঘোরাচ্ছে তিতির। বাংলা, হিন্দি এবং ইংরিজি, তিনরকম খবরের চ্যানেলেই গতকাল রাতের ফ্যাশন শোয়ের এভিস্ট্রিম। সব চ্যানেল সুনীল ও রাজার ছবি দেখাচ্ছে।

তিতিরের হাত থেকে রিমোট নিয়ে টিভি অফ করে বাদল বলে, "আমি একটা ব্যাপারে এখন টেনশন ফ্রি। অপরাধীরা প্রত্যেকে জেরার মুখে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। বিভিন্ন এক্সিবিটও মজুত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চার্জশিট দিয়ে এদের কোর্টে প্রোডিউস করলে আমার দায়িত্ব শেষ হবে।"

"এক্সিবিট মানে কী?" চায়ে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করে তিতির।

"তোমার ছোটমামু তো র‍্যাম্পের ওপরে হুইলচেয়ারে বসে ঘোষণা করেই খালাস! যে ইলা আর ধৃতিকান্ত খুনি। আমিশা আর তুষার চোর। আদালত মুখের কথা মানবে না! পুলিশের কাজ আদালতের কাছে

BanglaBook.org

সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ অভিযুক্তদের পেশ করা। সাক্ষ্যপ্রমাণ বা এক্সিবিটের মধ্যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট যেমন পড়ে, তেমনই পড়ে এই চারজন অপরাধীর লিখিত স্বীকারোক্তি, যে তারা অপরাধ করেছে। এ ছাড়া আম্রাবর্ত তুষারের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছে। এটা সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স। মহামান্য আদালত সবদিক খতিয়ে দেখে বলবেন, অভিযুক্তরা অপরাধী না নিরাপরাধ। তবে, এখনও পর্যন্ত এরা স্ট্রিক্টলি অভিযুক্ত। অপরাধী নয়।"

চায়ে চুমুক দিয়ে বাদল বলে, "সুনীল, বাড়িতে বসে থাকা অবস্থায় এই কেসটা তুমি কীভাবে সমাধান করলে যদি এক্সপ্লেন করো।"

রাজা একটা মোটকা ফাইল বাদলের হাতে তুলে দেয়। ওপরে বড় বড় করে লেখা "বিনোদিনী ব্রিফ।"

তিতির জানে, কাল বাড়ি ফেরার পর রাজা না ঘুমিয়ে এই ব্রিফ বানিয়েছে। সবটা কম্পিউটারে তোলা ছিল। কিন্তু এডিট করে, সফ্‌ট কপি বানাতে অনেক সময় লাগে।

"এটা আমি পরে পড়ব," ব্রিফ টেবিলে রেখে বাদল বলে, "তুমি বলো সুনীল। আমরা শুনি।"

চায়ে চুমুক দিয়ে সুনীল বলে, "আমি এই কেসটা নিয়ে আমার মতো করে ভাবছিলাম। চিন্তাগুলো চ্যানেলাইজ় করলাম। এক নম্বর চিন্তাসূত্র, অপরাধ। অপরাধের সংখ্যা দুই। বিনোদিনী হত্যা এবং শো-পিস চুরি। এদুটো রিলেটেড হতেও পারে। নাও পারে।

"দু'নম্বর চিন্তাসূত্র, সাসপেক্ট। সাসপেক্ট ছ'জন। পরে সেটা বেড়ে গিয়ে সাতে দাঁড়াল। এদের মধ্যে একজন অপরাধী? না একাধিক? যদি একাধিক হয়, তা হলে তারা কি আলাদাভাবে অপরাধ করেছে? না হাত মিলিয়ে? তার বা তাদের মোটিভ কী?

"তিন নম্বর চিন্তাসূত্র, মোডাস অপারেন্ডি। খুন এবং চুরি, কীভাবে হল?

"চার নম্বর চিন্তাসূত্র, রেড হেরিং। ঘুরে-ফিরে বারবার আমের প্রসঙ্গ কেন আসছে? এটা কোইনসিডেন্স? না মূল সমস্যার থেকে

BanglaBook.org

দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য বুনো হাঁসের পিছনে ছুটিয়ে মারার কুচেষ্টা?

"প্রথম চিন্তাসূত্রের সমাধান হয়ে যায় রামকুমারের ইন্টারভিউ শুনে। যে, অপরাধ দু'টি। হত্যা ও চুরি। দুটি অপরাধ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত কি না, সেটা জানতে পারি অনেক পরে। আমার প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল এটা ওপ্ন অ্যান্ড শাট কেস। বড্ড সোজা! জেরা করলেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন, কেসটা সমাধান করার ব্যাপারে একটা সুবিধে আর-একটা অসুবিধে আমি ফেস করি। সুবিধেটা হল, টাইম ফ্রেম। ওয়াইল্ড ক্যাট স্ট্রাইক না হলে খুনের পরের দিন সন্ধ্যেবেলা ফ্যাশন শো হত এবং সেই রাতেই সবাই শহর ছাড়ত। বন্‌ধের ফলে অপরাধীরা অসুবিধেয় পড়েছে। আমি সামান্য হলেও সময় পেয়েছি। অসুবিধেটা হল, হঠাৎ করে আমার পা ভেঙে যাওয়া। আমি বেরোতে পারব না। ক্রাইম সিনে পৌঁছোতে পারব না, সাসপেক্টদের জেরা করতে পারব না। কেসটা ট্যাক্‌ল করা ফিজ়িক্যালি টাফ হয়ে গেল।

"তবে তথ্য বিস্ফোরণের এই যুগে কোনও কিছুই কারও অজানা নয়। আমজনতা তাদের জীবনের গোপনতম কথা উজাড় করে দিচ্ছে টিভির রিয়্যালিটি শোতে, অত্যন্ত ব্যক্তিগত ছবি শেয়ার করছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে, নিজের ভালবাসা, রাগ, ঘৃণার কথা লিখে দিচ্ছে স্টেটাস মেসেজ আর ওয়েবলগে। গোপন এখন ওপ্ন। এই অবস্থায় চালুনি দিয়ে সত্যি আর মিথ্যেকে আলাদা করা সবচেয়ে বড় স্ট্রাগ্‌ল। যে কাজে আমাকে সাহায্য করল রাজা আর তিতির," তিতিরের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সুনীল, "আমি একদিকে বিনোদিনীর ব্লগ পড়ছি। অন্যদিকে মোবাইল মারফত সাসপেক্টদের ইন্টারভিউ শুনছি। দুটো মিলিয়ে দেখছি, কীভাবে দুধ আর জল আলাদা হয়ে যাচ্ছে।"

"মানে?" প্রশ্ন করে পঙ্কজ।

"খুব সিম্পল। বিনোদিনী তাঁর ব্লগে লিখেছেন, তিনি রামকুমারকে ভালবাসতেন। কিন্তু কখনও তাকে জানাননি। রামকুমার ইন্টারভিউতে বলেছে, সে বিনোদিনীকে ভালবাসত। কখনও জানায়নি। দু'জনেই

BanglaBook.org

দু'জনকে ভালবাসছে কিন্তু কেউ কাউকে কিছু জানাচ্ছে না! ১৯৭২ সাল তো আর পৌরাণিক যুগ ছিল না... প্রেম, ভালবাসা খুল্লমখুল্লাই হত। স্টুডিয়ো পাড়ায় আরও বেশি হত। সুতরাং, প্রথম ব্লগ এন্ট্রি পড়ে এবং প্রথম জেরা মোবাইলে শুনে আমার ধারণা হল, বিনোদিনী ব্লগে সত্যি কথা লিখছেন না। নিজের সারাজীবনের কৃতকর্মের হোয়াইট ওয়াশের ফাইনাল কোট সারছেন। যেভাবে জনগণ তাঁকে মনে রাখবে, সেই ইমেজ, সেই ইতিহাস, নিজের হাতে বানাচ্ছেন।

"আর্কেদের কাছ থেকে পাঁচটা তথ্য পাওয়া গেল। নাম্বার ওয়ান, একটা বহুমূল্য শো-পিস চুরি হয়েছে। যেটা তৈরি হয়েছে ম্যানগোর টাকায় এবং যার ডিজ়াইনার পাখি। শো-পিসটা আমের মতো দেখতে। নাম্বার টু, আর্কেদে বিবাহ করেনি। কারণ হিসেবে বলেছে, ক্যামেরাই তার স্ত্রী। নাম্বার থ্রি, বিনোদিনী মারা যাওয়ার আগে বলে যান, 'আমিই দায়ী'। নাম্বার ফোর, বিনোদিনীর হাঁপানি ছিল। উনি হাঁপানির মেডিক্যাল কিট ক্যারি করতেন। তার মধ্যে খাওয়ার ওষুধ, ইনহেলার, ইঞ্জেকশন থাকত। জ়ানাডু রুমে শরীর খারাপ হওয়ার পর ওঁকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। কে দিয়েছিল আর্কেদে জানে না। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ইনফো নাম্বার ফাইভ, আর্কেদে বিনোদিনীর খুনি হিসেবে ধৃতিকান্ত মজুমদারকে সন্দেহ করে।

"আমার কাছে তথ্য আসছিল, ওদের ইন্টারভিউয়ের ক্রম-অনুযায়ী। কিন্তু তথ্যগুলো জিগ্‌স পাজ়লের কায়দায় ঠিক জায়গায় বসে একটা বৃহৎ ডিজ়াইন তৈরি করছিল। যেমন, ধৃতিকান্তর ইন্টারভিউ থেকে আমি তিনটে তথ্য পিকআপ করি। ইনফো নাম্বার ওয়ান, আর্কেদের বিবাহ না করার কারণ তার সাইকোলজিক্যাল ইমপোটেন্সি। যার কারণ বিনোদিনী স্বয়ং। আর্কেদের সামনে যুবক ধৃতিকান্তর সঙ্গে মিলিত হয়ে, তিনি ভদ্রলোককে এমন ট্র্যাপ মধ্যে ফেলেন, যে রামকুমার আমতার বাড়ি, কলকাতা শহর, ভারতবর্ষ, সব ছাড়তে বাধ্য হয়। ইনফো নাম্বার টু, স্ত্রীর মৃত্যুতে ধৃতিকান্ত আদৌ দুঃখিত নয়। এমনকী দুঃখের অভিনয়ের চেষ্টাও করেনি, নিজের অবস্থান সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত সে। তিন নম্বর ইনফো, ধৃতিকান্ত কায়দা

BanglaBook.org

করে বলে দিল, সাক্ষী খুন করতে পারে। ধৃতিকান্তর ইন্টারভিউ শুনে আমার কাছে পরিষ্কার হল, যে আর্কেদের খুনের মোটিভ আছে। ঝাড় খাওয়া প্রেমিকের মোটিভ। ধৃতিকান্তকে সন্দেহ করার সময় তখনও আসেনি।

"সেটা এল সাক্ষী উইগওয়ালার ইন্টারভিউ শোনার পরে। যখন জানলাম যে, ধৃতিকান্তর ভায়োলিন ক্রিস্টি দ্বারা অথেনটিকেটেড আমাটি। তার দাম এক লাখ ডলারের কাছাকাছি। ধৃতিকান্ত একজন সার্টিফায়েড জুয়াড়ি। তার ঘাড়ে বিপুল দেনার বোঝা। ব্যাঙ্কে মজুমদার হাউস মর্টগেজ রাখা আছে। যে-কোনও দিন ব্যাঙ্ক বাড়ি অ্যাকোয়্যার করবে। বিনোদিনী ধৃতিকান্তকে ভায়োলিন বিক্রি করতে দিচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বিনোদিনীর মৃত্যু কামনা করা ধৃতিকান্তর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। পাশাপাশি যোগ করো দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে ধৃতিকান্তর এই উপলব্ধিতে পৌঁছোনো, যে বিনোদিনী তাকে আদৌ ভালবাসে না। মুম্বইতে তাঁর একাধিক প্রেমিক আছে। গোপনে এবং বিনাপয়সায় প্লাস্টিক সার্জারির জন্য ধৃতিকান্তকে পুষেছেন বিনোদিনী। সুতরাং, ধৃতিকান্তর খুনের মোটিভ আছে। তা হল অর্থ।" কম্বল জড়িয়ে সুনীল বলে, "বাই দ্য ওয়ে, রাজা, তুমি আমাটি বেহালার সাম্প্রতিক দাম ফট করে সাক্ষীকে বলে দিলে কী করে? ওয়েব থেকে গুগ্‌ল করেছিলে?"

"হ্যাঁ, 'প্রাইস অব অরিজিনাল আমাটি ভায়োলিন' লিখে সার্চ দিতে ওই রেজ়াল্টই দেখাল," উসখুস করে রাজা বলে, "বউদি, ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

"তোমার জন্য শিঙাড়া রেডি হচ্ছে। চুপ করে বোসো!" রাজাকে ধমকায় শিউলি।

সুনীল বলে, "ইতিমধ্যে তুষার আমাকে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দিয়ে গিয়েছে। সেখানে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর উল্লেখ থাকলেও কী বিষ বলা নেই। তুষার ক্রাইম সিনের ফোটোগ্রাফও দিয়েছে। যেখানে একটা ইম্পর্ট্যান্ট সূত্র লুকিয়ে থাকলেও সেটা খুঁজে পেতে আমার অনেক সময় লেগে গিয়েছিল।"

BanglaBook.org

"কী সূত্র ছোটমামু?" আবদার করে তিতির।

"পরে বলব, যখন তৃতীয় চিন্তাসূত্র বা মোডাস অপারেন্ডি নিয়ে কথা বলব। এখন কথা হচ্ছে দ্বিতীয় চিন্তাসূত্র বা সাসপেক্ট নিয়ে। তোরা যখন গ্রিনল্যান্ড ক্লাবে বিবি মেহতার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলি, তখন আমি বিনোদিনীর পরের ব্লগটা পড়ে নিয়েছি। তারপর শুনলাম বিবি মেহতার ইন্টারভিউ। বিনোদিনী তার ব্লগে বলেছেন, সাক্ষী অসাধারণ ভাল মেয়ে। তার সঙ্গে আজও ওঁর ভাল সম্পর্ক। ওঁর প্রতিটি ছবিতে সাক্ষী হেয়ার স্টাইলিস্ট। উনি মনে করেন, ১৯৭৪ সালের মিস ইন্ডিয়া পেজ্যান্টের ক্রাউন ওঠা উচিত ছিল সাক্ষীর মাথায়। সাক্ষী বলছে, বিনোদিনীর সঙ্গে তার বন্ডিং অনেক দিনের পুরনো। দে আর গ্রেট ফ্রেন্ডস। কিন্তু বিবির কাছ থেকে জানা গেল নতুন তথ্য। বিনোদিনী সাক্ষীকে মিস ইন্ডিয়া কম্পিটিশন থেকে আউট করে দেন বিবির সাহায্য নিয়ে। লাক ফেভার করলে সাক্ষী হয়তো মিস ইন্ডিয়া হত। বলিউডের এক নম্বর হিরোইন হত। বিনোদিনীর এক চালে এই কক্ষপথ থেকে সাক্ষী আউট হয়ে যায়। সুতরাং সাক্ষীরও খুনের মোটিভ আছে, পুরনো হিসেব মেটানো। প্রতিশোধ নেওয়া।

"তোরা বিবিকে ছেড়ে আমিশার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য রওনা হলি। তখন আমি পড়ে ফেললাম বিনোদিনীর পরের ব্লগ। তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটো তথ্য পেলাম। এক নম্বর, বিনোদিনীর দাঁত দিয়ে নখ কাটার স্বভাব আছে। দু'নম্বর, বিনোদিনীর পেনিসিলিনে অ্যালার্জি আছে।"

"বিনোদিনীকে কি পেনিসিলিন দিয়ে খুন করা হয়েছে?" জানতে চায় পঙ্কজ, "তুমি যখন পেনিসিলিন অ্যালার্জি নিয়ে আমাকে ভুলভাল প্রশ্ন করছিলে, তখনই আমার মনে হয়েছিল তোমার উদ্দেশ্য এই সম্পর্কে ইনফরমেশন কালেক্ট করা। তোমার অ্যালার্জি নেই।"

"ভুল কিছু মনে হয়নি আপনার। খুনের পদ্ধতিতে পরে আসছি। আপাতত আমিশার ইন্টারভিউ। তার কথা শুনে জানলাম, বিনোদিনী মিস ইউনিভার্স পেজ্যান্টে গিয়ে, ন্যাশনাল ড্রেস রাউন্ডে আমিশার

BanglaBook.org

দেওয়া গয়না পরেছিলেন। রাউন্ডটা হয়েছিল মূল অনুষ্ঠানের আগের রাতে। বিনোদিনীর ব্লগ পড়ে জানলাম, মূল অনুষ্ঠানের দিন সকালবেলা মিস আমেরিকা নিজের নাম উইথড্র করে নেয়। ইলা ক্যামেরুন স্বীকার করে যে, মূল অনুষ্ঠানের দিন সকালবেলা মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ আমিশার সব গয়না তার ঘর থেকে উদ্ধার করে এবং তারপর ইলাকে মিস ইউনিভার্স পেজ্যান্ট থেকে বার করে দেয়। এর জন্য ইলাকে তার লোক্যালিটিতে, কলেজে, অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। আমিশা সব গয়না ফেরত পেলেও সোনার তৈরি একটি দীপদণ্ড ফেরত পায়নি। জগৎ শেঠের বংশধরের কাছে এয়ারলুম চুরি যাওয়াটা সম্মানহানির বিষয়। সুতরাং বিনোদিনীকে খুনের মোটিভ ইলা এবং আমিশা দু'জনেরই আছে। ইলার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়া। আমিশার ক্ষেত্রেও তাই। যদিও কারণ আলাদা।"

"তুমি আমার কাছ থেকে টেলিফোনিক কনভার্সেশনের ট্রান্সস্ক্রিপ্ট পেলে," শিউলির হাত থেতে ট্রে নিয়ে সেন্টার টেবিলে রেখে বলে বাদল। বড় এক প্লেট ভরতি গরম শিঙাড়া। পাশে বোলে কাসুন্দি রাখা রয়েছে। রাজা ছোঁ মেরে একটা শিঙাড়া তুলে মুখে পোরার আগে বলল, "ট্রান্সস্ক্রিপ্ট পড়ে কী ধারণা হল, বস?"পাঠাগার.নেট

"পাখি আর বিনোদিনীর সংলাপ অস্বাভাবিক লেগেছিল। পাখির সঙ্গে তোমাদের কথা শুনে বুঝলাম যে,.পাখি ধৃতিকান্ত-বিনোদিনীর পালিত সন্তান। বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে তার অজস্র অভিযোগ আছে। কিন্তু বিনোদিনীকে খুনের কোনও মোটিভ আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে না।"

"তার মানে দাঁড়ায়, এই সাতজনের মধ্যে বিবি লোহিতা এবং পাখি ছাড়া প্রত্যেকের খুনের মোটিভ ছিল," শিঙাড়া নিয়ে বলে বাদল "আর চুরির মোটিভ?"

"ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমিশা ছাড়া অন্য কারও চুরির মোটিভ ছিল... এটা আমার মনে হয়নি। এরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট অর্থবান মানুষ। অত রকম গয়না ছেড়ে ওরকম একটা বেঢপ শো-পিস চুরি করার পিছনে একমাত্র ইমোশনাল ফ্যাক্টর কাজ করেছে যে, এয়ারলুম পেলাম না

BanglaBook.org

তো কী হয়েছে? তার অন্য ভার্শন তো পেলাম! তা-ও আবার সেই মহিলার নাকের ডগায়, যে অতীতে চুরি করেছিল। আমিশা ওয়জ় অলওয়েজ় সাসপেক্ট।

"এখান থেকেই আমি ঢুকছি তৃতীয় চিন্তাসূত্রে। অর্থাৎ মোডাস অপারেন্ডি। চুরি কীভাবে হল? শো-পিস জ়ানাডু রুম থেকে বেরোল কী করে?" একটা শিঙাড়া ঘোরাতে ঘোরাতে সুনীল বলে, "জিগ্‌স পাজ়লের ছক। অজস্র তথ্যের মধ্যে সঠিক তথ্যকে পাশাপাশি সাজানো। তথ্য নম্বর এক। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বিনোদিনী তাঁর শেষ ব্লগ পোস্ট করেছিলেন। এটা কারও মনে হয়নি, যে কম্পিউটারটা কোথায়?"

"উনি তো ডেস্কটপ ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছিলেন," বিনোদিনীর ব্রিফের পাতা ওলটাতে ওলটাতে মনে করার চেষ্টা করে তিতির, "ল্যাপটপ ইউজ় করতেন। তারপর আইপ্যাড। আইপ্যাডটা ওঁর বিছানায়। এই তো! বালিশের পাশে পড়ে রয়েছে!"

"আইপ্যাড কীভাবে কাজ করে তিতির?" জানতে চায় সুনীল।

"এতে টাচ স্ক্রিন থাকে। ডেস্কটপে মাউস বা কি বোর্ড ইনপুট ডিভাইসের কাজ করে। টাচ স্ক্রিনে মনিটর ইনপুট ডিভাইসের কাজ করে। তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে কম্যান্ড করবে। মনিটরে টাচ সেন্সর আছে। সে কম্যান্ড বুঝে নেবে।"

"বেশ। এর সঙ্গে যোগ করো তথ্য নম্বর দুই। বিনোদিনীর দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস ছিল। তার সঙ্গে যোগ তথ্য নম্বর তিন। বিনোদিনীর লাস্ট ব্লগ এন্ট্রি। সেখানে বিনোদিনী বলছেন, ওঁর প্রায়ই হাঁফ ওঠে, ঘুম ঘুম পায়, হাত পায়ের পেশি শিরশিরিয়ে ওঠে। উনি অবসাদে ভোগেন।"

"এগুলো সব ক্রনিক আরসেনিক পয়জ়নিং-এর সিম্পটম," লাফিয়ে ওঠে রাজা। "আরসেনিকের বাংলা কী বল তো তিতির?"

"সেঁকো বিষ," তিতির বলে, "খুন করার পক্ষে আদর্শ।"

"ঠিক বলেছ," তিতিরের পিঠ চাপড়ে দেয় পঙ্কজ, "আর্সেনিক গন্ধ ও স্বাদহীন একরকমের পাউডার। কাউকে খাইয়ে দিলে সে বুঝতে পারবে না।"

BanglaBook.org

"এইখানে আমি ক্লিয়ার হলাম যে, শরীরে সেঁকো বিষ থাকলেও সেই কারণে বিনোদিনীর মৃত্যু হয়নি। কাউকে অনেকটা সেঁকো বিষ খাইয়ে দিলে তার বমি হয়, পেটব্যথা করে, পায়খানা হয়, রক্তস্রাব হয়, খিঁচুনি হয়। আলটিমেটলি সে কোমায় চলে যায়। বিনোদিনীর মতো নিঃশব্দে মৃত্যু অ্যাকিউট আরসেনিক পয়জ়নিং-এর ফিচার নয়। মনে আছে রাজা, আমরা পানাগড়ের জোড়া খুনের কেসটা ডেথের টাইপ দেখে সল্‌ভ করেছিলাম?"

"মনে নেই আবার? ওখানে শিঙাড়ায় সেঁকো বিষ মিশিয়েছিল!" পেটে হাত বুলিয়ে বলে রাজা।

"ভ্যাট!" আপত্তি করে সুনীল, "লস্যিতে মিশিয়েছিল। কিন্তু বিনোদিনীর ক্ষেত্রে আইপ্যাডের টাচস্ক্রিনে সেঁকোবিষ ছড়িয়ে রাখত কেউ। আইপ্যাডে কাজ করতে করতে, অথবা ব্লগ লিখতে লিখতে দাঁত দিয়ে নখ কাটতেন বিনোদিনী। সামান্য পরিমাণে হলেও আর্সেনিক খেতেন। অনেক দিন ধরে ওঁর শরীরে আরসেনিক জমছিল।"

"ওঁকে আইপ্যাড কিনে দিয়েছিল ধৃতিকান্ত," চিৎকার করে তিতির, "আমাটি ভায়োলিন বিক্রি করাটা যার অত্যন্ত প্রয়োজন।"

"তা হলে, ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে আর্সেনিক পাওয়ার কারণ বোঝা গেল," বলে সুনীল, "ধৃতিকান্ত মেরুদণ্ডহীন পুরুষমানুষের মতো স্ত্রীকে স্লো পয়জ়নিং করছিল। এই আশায়, যে যদি একদিন বউ মরে, তা হলে সে আমাটি বেচবে। ধৃতিকান্ত অপারেশন থিয়েটারেও স্ত্রীকে মেরে দিতে পারত। কিন্তু সেটা হত অবভিয়াস। তাই এই জটিল প্রয়াস। ধৃতিকান্তকে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার-এর অভিযোগে আদালতে পেশ করা হবে। কিন্তু বিনোদিনীর খুনি অন্য কেউ!

"এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, বিনোদিনীর পোস্টমর্টেমে অ্যালার্জি ছিল। ব্লগ এন্ট্রির কারণে সে কথা সবাই জানে। শুটিং জোনে বিনোদিনীর অসুস্থতার লক্ষণগুলো অ্যালার্জিক রি-অ্যাকশন। কিন্তু অ্যালার্জেন, বা যে পদার্থ অ্যালার্জি করে, তা শরীরে ঢুকল কী করে? বিনোদিনী তো তখনও পর্যন্ত কিছু খাননি বা কোনও ইঞ্জেকশন নেননি। তা

BanglaBook.org

হলে? তখনই আমার মনে হল, ওষুধ বা বিষের শরীরে ঢোকার আরও নানা পথ আছে। লোকের পরাগরেণু শুঁকে অ্যালার্জি হয়। এক্ষেত্রে অ্যালার্জেন ঢুকছে নাক দিয়ে। এটা মাথায় আসামাত্র আমি বাদলকে বলি জ়ানাডু রুম থেকে দুটো জিনিস নিয়ে তার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করাতে। একটা আইপ্যাডের টাচস্ক্রিন। অন্যটা...” সুনীল চুপ করে যায়। তিতির আর রাজা একে অপরের দিকে তাকায়।

“অন্যটা কনট্যাক্ট লেন্সের বাক্স। বিনোদিনী প্রথম রাউন্ড ফোটোশুটের পরে পুরো পোশাক বদলেছিলেন। বদলে গিয়েছিল হেয়ারস্টাইল, মেকআপ ও কনট্যাক্ট লেন্স। সিচুয়েশনটা আন্দাজ করো। বিনোদিনী ব্লগ লিখছেন। সাক্ষী হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ করছে। আমিশা মেকআপ চেঞ্জ করছে। তার মধ্যে আমিশা কন্ট্যাক্ট লেন্সের বাক্সে যে সলিউশন থাকে তাতে একফোঁটা পেনিসিলিন আইড্রপ দিয়ে দিল। মেকআপের শেষ ধাপে লেন্স পরলেন বিনোদিনী। অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন শুরু হল মিনিটখানেকের মধ্যে। ততক্ষণে বিনোদিনী শুটিং জ়োনে। হাঁপানির রুগি। কষ্ট বেশিই হল। তিনি বসে পড়লেন।”

“সিএসএফএল কনফার্ম করেছে যে, আইপ্যাডের টাচস্ক্রিনে আর্সেনিক এবং কন্ট্যাক্ট লেন্সের সলিউশনের মধ্যে পেনিসিলিন আছে। এই ডকুমেন্টও আমরা কোর্টে প্রোডিউস করব,” শিঙাড়া শেষ করে পেপার ন্যাপকিনে হাত মুছে বলে বাদল।

“পেনিসিলিন অ্যালার্জি থেকে মৃত্যু হওয়ার কথা নয়,” আপত্তি করে তিতির, “অ্যালার্জিক রি-অ্যাকশন কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যায়।”

“বিনোদিনীর অসুস্থতার ওই কয়েক মিনিট আমিশার দরকার ছিল আস্রাবর্ত চুরির জন্য। সবাই ব্যস্ত। সিকিয়োরিটি, প্যারামেডিক, স্ট্রেচার, দৌড়োদৌড়ি, চিৎকার...এই গণ্ডগোলের মধ্যে আমিশা তার কাজ গুছিয়ে নিয়েছিল। জগৎ শেঠের এয়ারলুম বাড়িতে না ফিরলেও তার রেপ্লিকা ফিরবে!”

“তা হলে খুনটা হল কীভাবে?” উত্তেজিত হয়ে বলে শিউলি।

BanglaBook.org

"এখানেই জটিল, প্যাঁচালো মাথাওয়ালা এক খুনি এন্ট্রি নিল! তোদের নিশ্চয়ই মনে আছে, পেইজ়লি কালেকশন দেখে ইলার সঙ্গে পাখির যোগাযোগ করিয়ে দেয় আমিশা। পুরো প্রজেক্টটা যখন মেটিরিয়ালাইজ় করছে, বিনোদিনী ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তখন অন্য দুটো প্ল্যানও হ্যাচ হচ্ছে, একটা আমিশার, অন্যটা ইলার। জেরায় ওরা দু'জনেই স্বীকার করেছে," বলে বাদল, "আমিশা ইলাকে পেনিসিলিন অ্যালার্জির কথা জিজ্ঞেস করেছিল। এসব টেকনিক্যাল বিষয়। এক্সপার্ট লোকের কাছ থেকে জানা উচিত, শুধু গুগ্‌ল ঘাঁটলে আর ব্লগ পড়লে হয় না।"

"ইলা আবার কবে থেকে ডাক্তার হল?" জানতে চায় শিউলি।

"ওষুধ নিয়ে শুধু ডাক্তাররাই ডিল করে না বোনো। আরও অনেকে করে। যেমন ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির লোকজন। তুই ভুলে যাচ্ছিস, ইলার প্রথম চাকরি ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে। পরে ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে শিফ্‌ট করে।"

"যা বলছিলাম," বলে সুনীল, "পেনিসিলিন আই ড্রপ থেকে অ্যালার্জি হতে পারে কিনা, এই প্রশ্ন শুনে ইলা আমিশার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। ১৯৭৫ সালের এক সোনার আম ২০১১ সালে নতুন সূত্রে বাঁধল আমিশা আর ইলাকে। বিনোদিনীর হঠাৎ অসুস্থতার সময় আমিশা শো-পিস চুরি করবে, ইলা জানল। অসুস্থতার চিকিৎসা বিনোদিনীর মেডিক্যাল কিট থেকে হবে, তাও ইলা জানল। হোটেলে হঠাৎ শরীর খারাপ হলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার পাওয়া যায় না। প্যারামেডিকরা চিকিৎসা করে বা নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। ইলা চেয়েছিল নির্দিষ্ট একটা ওষুধের অ্যাম্পিউল অব্যর্থ সময়ে প্যারামেডিকদের হাতে তুলে দিতে। যে ওষুধটা অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তবে সরাসরি ধমনিতে দেওয়া হয় না। স্যালাইন চালিয়ে স্যালাইনের বোতলে ইনজেক্ট করা হয়। কেননা শরীরে আনাডাইলিউটেড প্রবেশ করলে ওষুধটি নিখাদ বিষ। মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু ডেকে আনবে। অথচ ভিসেরার কেমিক্যাল

BanglaBook.org

অ্যানালিসিস হলে শরীরে আর পাঁচটা ওষুধের মতোই তাকেও পাওয়া যাবে।"

"ডেরিফাইলিন, ডেকাড্রন, অ্যান্টি-অ্যালার্জিক..." বিড়বিড় করছে পঙ্কজ, "ও মাই গড! বিনোদিনীকে আইভি ডোপামিন শট দেওয়া হয়েছিল! সত্যিই তো! ক্রাইম সিনে ডেডবডির ছবিতে কোনও স্যালাইন চালানো নেই!"

"ডক্টর ধর, ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন," বাদল অনুরোধ করে।

"দেখুন, শরীরের ব্লাডপ্রেশার হঠাৎ করে ভীষণ কমে গেলে ডোপামিন দেওয়া হয়। মিটার্ড ডোজে। এই ওষুধ ব্লাডপ্রেশার বাড়ায়। স্যালাইনের বোতলে ডোপামিন মেশানোর কারণ, ড্রিপ রেট কন্ট্রোল করা যায়। প্রেশার নর্মাল হয়ে গেলে ড্রিপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সরাসরি ধমনি দিয়ে এক অ্যাম্পিউল ডোপামিন ঢুকিয়ে দেওয়া মানে আনকন্ট্রোল্ড হাই ব্লাড প্রেশার। এ ছাড়াও হার্টে অ্যারিদ্‌মিয়া বা ধড়ফড়ানি শুরু হয়। মৃত্যু অনিবার্য। মাথায় হেমারেজ হয়ে বা হার্ট বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়।"

"পোস্টমর্টেমে জানার কোনও উপায় নেই? বা ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে?" শিউলি বলে।

"বিনোদিনী মারা গিয়েছেন হার্ট বন্ধ হয়ে। যদি ব্রেনে হেমারেজ হত, তা হলেও তার সঙ্গে ডোপামিনকে জুড়ে দেওয়া, পোস্টমর্টেম যিনি করেন, তাঁর পক্ষে শক্ত কাজ। ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে ব্লাডে সব ড্রাগের লেভেল মাপার কথা। কিন্তু ওরা আর্সেনিক পেয়ে, সেটাই মেপে, বাকিগুলোর প্রেজেন্স উল্লেখ করে ছেড়ে দিয়েছে। তাড়াহুড়োর কাজে যা হয় আর কী! বিনোদিনীর মৃত্যু হলে এইসব হবে, একথা ইলা বা আমিশা জানত। কিন্তু ওরা এটাও জানত যে, মৃত্যুর পরদিন ফ্লাইট। তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই দু'জনে বিদেশে। ইলার অ্যান্টি-বাঙালি সেন্টিমেন্টটা বানানো। অন্যদিকে দৃষ্টি ঘোরানোর ছক। এনিওয়ে, বাদল, বিনোদিনীর ভিসেরায় নতুন করে ডোপামিনের লেভেল মাপতে বলেছ?"

BanglaBook.org

"বলেছি," ঘাড় নাড়ে বাদল, "তোমার তিন নম্বর চিন্তাসূত্রের ব্যাখ্যা তো এখনও শেষ হল না। আম্রাবর্ত জ়ানাডু রুম থেকে বেরোল কী করে?"

"তার জন্য ফিরে আসতে হবে আমিশা আর ইলার প্ল্যানে। ওদের আইডিয়াটা অনেকদূর পর্যন্ত ফুলপ্রুফ। পুলিশ এলে কী হবে, এটাও ভাবা ছিল। কেননা হোটেল টিউলিপ বেঙ্গল যে থানার আন্ডারে, সেই থানার ওসি তুষার বর্মন আমিশার পূর্বপরিচিত।"

"এটা তুমি কী করে জানলে ব্রাদার?" বাদল জিজ্ঞাসা করে।

"পরে বলব। আগে মোডাস অপারেন্ডি শেষ হোক," বাদলকে থামিয়ে বলে সুনীল। "সবাই কলকাতায় আসার পরে, ফোটোশুটের আগের দিন সব ঠিক হয়ে গেল। যে আমিশা কনট্যাক্ট লেন্সের সলিউশনে পেনিসিলিন আইড্রপ দেবে। বিনোদিনী অসুস্থ হয়ে পড়লে সিকিয়োরিটিকে ডাকা হবে। তারা ডাকবে প্যারামেডিকদের। ইলা মেডিক্যাল কিট ঘাঁটার অছিলায় ডোপামিন ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পিউল রেখে দেবে। প্যারামেডিক সেই ইঞ্জেকশন দিলে বিনোদিনী মারা যাবে। এটা এক্সপেক্টেড যে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেবে এবং তুষার বর্মন ক্রাইম সিনে আসবে। তার হাত দিয়েই পাচার হবে আম্রাবর্ত এবং পেনিসিলিন আইড্রপ। পরের দিন ফ্যাশন শো করে সবাই কলকাতা ছাড়বে। তুষারকে আগাগোড়া একটু টেনে খেলতে হবে। তদন্তে ঢিলেমি, ভিআইপি সাসপেক্টদের হুমকির সামনে মিনমিন করা, প্রোঅ্যাকটিভ হয়ে সিএসএফএল থেকে ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট না দেওয়া, পুলিশের ক্ষুদ্র একটা অংশ পয়সার বিনিময়ে যা নিয়মিত করে থাকে, সেটাই আবার করা। তফাত শুধু এই, এক্ষেত্রে মিডিয়ার চাপ সহ্য করেও তদন্তের অভিনয় চালিয়ে যাওয়া। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার তো ব্যাপার।

"গন্ডগোল পাকাল ধর্মঘট। তুষার যখন ক্রাইমসিনে, সেই মোক্ষম মুহূর্তে পরপর দু'দিন ওয়াইল্ড ক্যাট স্ট্রাইক হয়। ইলা ফ্যাশন শো পিছোতে বাধ্য হয়। আমরা ওইটুকু সময় এক্সট্রা পেলাম। অপরাধীদের পালাতে অসুবিধে হয়ে গেল।"

BanglaBook.org

"আর তোমার চতুর্থ চিন্তাসূত্র?" হাসতে হাসতে বলে তিতির, "কীভাবে ব্যাখ্যা করবে বিনোদিনীর মৃত্যুর পূর্বে বলা কথাগুলো? 'আম...আম... আমিই দায়ী!'"

"যে রহস্যের সূত্রপাত নদিয়া জেলার আমবাগানে, যেখানে জগৎ শেঠের এয়ারলুমের রেপ্লিকা চুরি হচ্ছে, সেখানে একটু আমের গন্ধ থাকবে না? কিন্তু ওগুলো কো-ইন্সিডেন্স। আমতার রামকুমারকে রামতার আমকুমার বলা, ধৃতিকান্তর আমাটি বেহালা বাজানো, সাক্ষীর 'গিভ মি আমস' বলা, বিবির আমন্ড ফ্লেভার ওয়ালা আমারেত্তো পান, 'আমিই দায়ী'-কে আমিশাই দায়ী ভাবা, ম্যানগো কোম্পানির আমসূত্র কালেকশনে পাখির পেইজ়লি ডিজ়াইন...এগুলো আমাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করেছে। যেমন দিগ্‌ভ্রান্ত করেছে সাতজন সাসপেক্টের অপরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা, যে অন্যজন খুন করেছে। এগুলো রেড হেরিং।"

"তা হলে বিনোদিনী মরার আগে কী বলতে চেয়েছিলেন?" শিউলি ছলছল চোখে জানতে চায়।

"সেটা বলা শক্ত! আমি তথ্য আর সত্যের কারবারি। মৃত মানুষের মন পড়া সম্ভব নয়। তবে আমার মনে হয়, জীবনের শেষমুহূর্তে পৌঁছে ওঁর মনে হয়েছিল, সারাজীবনে অন্যদের উপরে যত অন্যায় করেছেন, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। আমার মনে হয়, উনি বলতে চেয়েছিলেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী', এটাই র‍্যাশনাল ব্যাখ্যা। তবে অন্য কিছুও হতে পারে।"

"সব জিনিস ক্লিয়ার হল ব্রাদার। একটা জিনিস বাদে। তুমি তুষারকে সন্দেহ করলে কেন? কেন আমাকে ওর মোবাইল নম্বর দিয়ে ওর ফোন ট্যাপ করতে বললে? তার ফলেই পুরো ছকটা পরিষ্কার হল।"

"হ্যাঁ। আর তুমি কেন বললে হোটেল টিউলিপ বেঙ্গল থেকে বাড়ি ফিরতে কতক্ষণ লাগে এটা নোট করতে?" প্রশ্ন করে তিতির।

"আমিশা আর তুষারের পূর্ব পরিচয় ছিল, এটাই বা বা জানলি কী করে? তুই কি জ্যোতিষী?" এবার শিউলি চেপে ধরেছে সুনীলকে।

BanglaBook.org

মুচকি হেসে সুনীল বলে, "এতক্ষণে মনে হচ্ছে, আমসূত্র সত্যিই আছে এবং সূত্রটির নাম ল্যাংড়া।"

"ল্যাংড়া আম?" অবাক তিতির।

"দাদা," বাদলকে বলে সুনীল, "আপনি আমার বাঁ পায়ে হাত রেখে বলেছিলেন, 'তুমি বাড়িতে ল্যাংড়া হয়ে পড়ে রয়েছ। আর আমরা তোমার কাঠপুতলি হয়ে সুতোর টানে নাচছি,' বলেছিলেন! মনে আছে?"

"মনে নেই আবার! তারপরই তোমার বডি ল্যাঙ্গোয়েজ চেঞ্জ হয়ে গেল। হাসতে হাসতে তুমি বললে, 'অসাধারণ এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ,' একটা কাগজে খসখস করে তুষারের মোবাইল নম্বর লিখে দিয়ে বললে ওই নম্বরটা ট্যাপ করতে তা, আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করলাম?"

"সিম্পল! খুনের পরদিন সকালে আকাশলীনায় ঢুকে তুষার প্রথম যে কথাটা বলেছিল, সেটা হল, 'এ কী? গোয়েন্দা রিটায়ার্ড হার্ট কেন?' আমি তখন শাল মুড়ি দিয়ে বসে চা-খাচ্ছি। পায়ে কম্বল চাপানো। তুষার আমার পাশে বসে ডান শিন বোনে হাত রেখে বলেছিল, 'কী করে হল?' তুষার জানল কী করে যে আমার পা ভেঙেছে? এবং ডান পা ভেঙেছে? আপনি সব জেনেও বাঁ পায়ে হাত রেখেছিলেন! তখনই আমার সন্দেহ হয়। আমাদের পাড়ায় চুরিচামারি হয় না। সামান্য পার্স চুরির জন্য পা ভেঙে দেওয়া তো অশ্রুতপূর্ব! যে ষন্ডামতো লোকটা মুখ ঢেকে আমার পা ভেঙেছিল, পরে আমি তার সঙ্গে তুষারের চেহারা মেলানোর চেষ্টা করি। মিলে যায়।"

"তুষার? অত ভাল ছেলেটা এই কাজ করল? কেন?" এবার সত্যিই কেঁদে ফেলেছে শিউলি।

"ইলা ওকে চল্লিশ লাখ টাকা অ্যাডভান্স করেছিল। নিরুপদ্রবে প্লেনে তুলে দেওয়ার জন্য। তদন্ত চলাকালীন তুষার জানতে পারে দু'দিন ওয়াইল্ড ক্যাট স্ট্রাইকের কথা। ইলা ও আমিশার দেশ ছাড়তে দেরি হওয়ার কথা। দ্বিতীয় যে খবরটা ও পায়, তা হল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, পুলিশের পাশাপাশি এজেন্সির সুনীল সেন এই কেসটার তদন্ত করবে।

BanglaBook.org

তুষার আমার কাজকর্ম খুব কাছ থেকে দেখেছে। ও জানে, দু'দিন আমি দৌড়োদৌড়ি করলে এই সহজ কেস সল্‌ভ করে ফেলব। তাই এই ড্র্যাস্টিক স্টেপ নেয়। টিউলিপ বেঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাইকে করে আলিপুর এসে ও গলিতে দাঁড়িয়ে ছিল। ওই সময় আমি ইভনিং ওয়াক সেরে ফিরি। তুষার ভাল করে জানে। শিনবোনে প্রফেশন্যাল লাঠি মারা রুটিন ওয়ার্ক। আমায় বেশি ভোগাতে চায়নি। শুধু বেডরিডন করে দিতে চেয়েছিল। আর মারার কারণ হিসেবে পার্সটা তুলে নেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চাপে ও আমার কাছে আসতে বাধ্য হয়। তোদের মনে আছে নিশ্চয়ই। কেসটার ডিটেল ও আমাদের বলতেই চাইছিল না। যখন বলল, ছেঁড়াছেঁড়া, ডিটেলহীনভাবে। পরে আমি এর ব্যাখ্যা পাই। আমার পার্সটা ওর বাড়িতে পেয়েছেন তো বাদল?"

"হ্যাঁ। আম্রাবর্ত আর তোমার পার্স যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। পেনিসিলিন আইড্রপটা কোথাও ফেলে দিয়েছে।"

"আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি। আমিশা আর তুষারের পূর্বপরিচয় আছে এটা জানলি কী করে?"

"এটা তো স্বতঃসিদ্ধ! আর-একটা আমসূত্র। একটু হেল্‌প করলে তুইও পারবি। তুষার কোথায় থাকে বল। আমরা সবাই ওর বাড়ি গিয়েছি!"

"ও চিৎপুরের প্ল্যাসি অ্যাপার্টমেন্টে থাকে," বলে শিউলি।

"তিতির, আমিশা কলকাতায় এলে কোথায় ওঠে, মনে আছে?" প্রশ্ন করে সুনীল।

"পলাশি অ্যাপার্টমেন্ট।"

"সাহেবরা পলাশিকে কীভাবে উচ্চারণ করত?"

"প্ল্যাসি! তার মানে প্ল্যাসি অ্যাপার্টমেন্ট আর পলাশি অ্যাপার্টমেন্ট একটাই বহুতল। ওরা তো পরস্পরকে চিনবেই!" কপাল চাপড়ে শিউলি বলে, "আমি এতটা গবেট!"

"বাদল আজ সকালে সল্টলেক নার্সিংহোমে এসে তুষারের গত একমাসের ফোনকলের ট্রান্সস্ক্রিপ্ট দিয়ে যায়। সেটা পড়ে আমার কাছে পুরো প্ল্যানটা পরিষ্কার হয়। ইলা বা আমিশার মোবাইল ট্যাপ করলে লাভ হত না। কেননা ওরা কখনওই নিজের মোবাইল থেকে তুষারকে

BanglaBook.org

ফোন করেনি। ওরা জানত ওরা সাসপেক্ট, ওদের ফোন ট্যাপ হবে। তুষার এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল। পুলিশকে আর কে কবে সন্দেহের তালিকায় রাখে? আমিশা এবং ইলা বহুবার পাবলিক ফোন থেকে তুষারের সঙ্গে চুরি ও খুনের ধাপগুলো আলোচনা করেছে। ওখান থেকেই মোডাস অপারেন্ডি, মোটিভ এবং সাসপেক্ট আমার কাছে জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। শেষমুহূর্তে এই কাগজগুলো হাতে না এলে বিনোদিনী হত্যা রহস্যের সমাধান হত না। আম্রাবর্তও পাওয়া যেত না। থ্যাঙ্ক ইউ বাদল, ফর দ্য ক্লু।"

"শুধু বাদলই থ্যাঙ্ক ইউ পাবে?" ফুট কাটে পঙ্কজ, "শ্বাসকষ্টের নাম করে সুনীলকে নার্সিংহোমে পাঠানোর কৃতিত্ব আমাকে দেবেন না? এখানে থাকলে শিউলি তোমাকে বেরোতে দিত? তুমি বেরোতে না পারলে রহস্যের সমাধান হত না। তুমি শো-স্টপারও হতে না।"

"আমি আবার কীভাবে শো-স্টপার হলাম?" সুনীল হাসছে।

"শো-কে যে স্টপ করে, সেই তো শো-স্টপার। কাল ওই কাণ্ডর পরে প্রেস কনফারেন্স, ককটেল ডিনার সব বন্ধ হয়ে গেল। তুমি শো-স্টপার নও?" বলতে বলতে শিউলির দিকে তাকিয়ে থেমে যায় পঙ্কজ। পাঠাগার.নেট

শিউলি 'রক্ত-জল-করা চাহনি' সবার ওপরে বিছিয়ে বলে, "আগামী দেড়মাস সুনীল যাতে বিছানা না ছাড়ে তার ব্যবস্থা পাকা। আর কোনও অনুরোধ, উপরোধ, শাসানি, চোখ রাঙানি, ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল আমি শুনব না। তিতির, তুমি তোমার কেরিয়ার ওয়ার্ল্ড-এর অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করো। ক্লিয়ার? কারও কিছু বলার আছে?"

পঙ্কজ আর বাদল ভয়ে ভয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ে। রাজা ভিতু মুখে, বাধ্য ছাত্রের মতো একহাত উপরে তুলে বলে, "আমার আছে।"

"কী?" দাঁতে দাঁত চেপে বলে শিউলি।

"শিঙাড়া শেষ হয়ে গিয়েছে?"

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। শিউলিও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org